

লন্সট চৈতন্যোদয়।

শ্রীযুক্ত যত্ননাথ চৌধুরী কর্তৃক

বিস্তারিত হইল।

এই প্রাক্তন সাংসার প্রয়োজন হইবেক তিনি নিম্ন লিখিত প্রেসে কিম্বা
বাম মন্ডলিৎ উক্ত ইষ্ট্রিটে ৮ বিশেষর সুরকাবের দোকানে
তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।



কলিকাতার।

ইউনিয়ন প্রেস, জি, পি, আর, কালি এণ্ড কোম্পানি,
নং ১ ওএলিফটন ইষ্ট্রিট।

সন ১২৬৮ সাল তারিখ ২১ তাজ।

কৃষ্ণ ।

স্বহাঃ ।

বিজ্ঞাপন ।

বিনয় পূর্বক নিবেদনমিদং ॥—

আমি বিস্তর পরিশ্রম ও সমুদ্র পূর্বক এই অভিন্ন কার্য প্রস্তুত করিলাম । ইহা সুবিবেচক পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে সুন্দর রসে সম্মোহিত হইতে পারিবেন । বিশেষতঃ অশ্বদেশীস জনগণের বেশানীতি নিবারণ উপদেশার্থে উদাহরণ স্বরূপ বিরচিত, এইক্ষণে মহামহোদয় পাঠকগণের নিকট স্তুতি সম্বোধনে, আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা অমূল্য পুস্তক এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত এক এক বার পাঠ করেন তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়, এবং ইহাতে রচনা কিম্বা তাবের দোষ থাকিবার সম্ভাবনার ভাবন, অবশ্যই করিতে হয়, কেননা, আমার অসম্মুদ্রিত ও অজ্ঞানের পুস্তক রচনা বিষয়ে দোষ বিবহ এমত কোনমতে হইতে পারে না, কিন্তু তদোষোদ্ধার বিষয়ে সাহস এই যে সরল স্বভাব সাধুগণ শূপের ন্যায় স্বভাব গুণে গুণগ্রহণ পূর্বক দোষ পরিত্যাগ করিতে ক্রটি করিবেন না । এবং আশঙ্কাও হইতিছে পাছে অসাপ্তা চলনের ন্যায় স্বভাব বসতঃ সারভাগ ভাগ পূর্বক অসাব্যস্ত গমন করেন, তাহা হইলে আমি পদে পদে দোষি হইব ইতি ॥

শ্রীযত্ননাথ চৌধুরী ।

বিজ্ঞাপন ।

ত্রিপদী ।

নবদ্বীপ সন্নিহিত, গ্রাম অতি সুবিধাত, সমুদ্র গোড়ি যে নাম তার ।
বৈশ্য শূদ্র আদি কত, রাখণ যে অগ্রমিত, বসতি যে তাহার ভিতর ।
তথ্যার রাজা যিনি, জাতিতে যবন তিনি, শুনিয়াছি একপ বচন ।
পূর্বে ছিল শূদ্র জাতি, লবাব করে মুক্তি, বলে ধরি করেছে যবন ।

কিরপে অরীষ আমি ভাবির না পাই। কি করিব কি বলব কারে বা সুধাই॥
 মোহেতে ঘেরেছে সব কি করিব আর। ওভাব ভাবিতে তবে আছে শক্তিকার॥
 গলাপদে নী এত শক্তি মোর নাই। পাছে অপরাধী হই ভাবিতেছি তাই॥
 আদ্যভাব অনন্ত, অনন্তভাব সার। সে ভাব ভাবিতে তবে আছে ভাব কার॥
 ভরসা কি আছে ভাবি ওপদ ভাবম॥ ভাবে [হস্ত] ভাবিবো কি, না সরে রসন॥
 আমিছে মহিষর্দজ করি ঘোর বেশ। সুখি ভাব হাতে প্রভু প্রাণ হয় শেষ॥
 নাটুসারির নাট ধরি করিতেছি নাট। ভবহাট মধ্যে কিরি করি কত ঠাট॥
 নিষ্ঠা হয়ে মন আমার হরি কর সার। একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব অনিবার॥
 কোথা বিশ্ব সনাতন সর্বাধিপতি। হর নাথ শীঘ্র করি মনের ভুগতি॥
 শীঘ্র করি দয়া বারি করহ বর্ষণ। কালের হাতেতে যেহি হই পতন॥
 অধম ঘটনাথের এই নিবেদন। অগ্রিম কালে পাই যেন ও রাজ্য চরণ॥

লম্পট চৈতন্যদায় ।

এম্‌ আর‌ জে ।

লিঙ্গাচলের অন্তঃপাতি, অচলাচলস্থ অটবিত্তে এক সুরমা গৃহস্থায়ী নীলবস্ত্র নামক, সদাগর নিবসতি করেন । পশুপতি নামে তাহার এক পুত্র ছিল । এক দিবস সদাগর মনে ২ এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন ; যে, পুত্রের পঞ্চবৎসর বয়স্ক উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এই সময়ে সন্তানকে সংশয় নাশক, ও জ্ঞান-প্রকাশক, এক সুপণ্ডিতের নিকট বিদ্যা-শুশীলনে নিযুক্ত করি । যেমন, কোন এক নূতন পাত্র, কোন প্রকার চিহ্ন প্রদান করিলে ; সেই চিহ্নের গুণ অন্যথা হয় না, সেই রূপ, বাল্যকালে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলেই সেই নীতি বলবতী ও কলবতী হইয়। ফল প্রদানে কদাচ বঞ্চিত করে না । এই রূপ কল্পনা করিয়া এক সুপণ্ডিতের নিকট পশুপতিকে বিদ্যা-বিষয় শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন ।

ক্রমশঃ বিদ্যারূপ জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তাহার বুদ্ধির এ রূপ প্রাখার্য হইয়। উঠিল যে, কোন বিদ্যা-বিষয়ক স্মৃতিসংকলন উপস্থিত হইলে কোন প্রকারে তাহার মন বিচলিত হয় না । এবং ক্রমেই পশুপতি ভূরি ২ লোকের নিকট এমত প্রশংসনীয় হইল ; যে তাহার গুণ, এক বদনে বর্ণন করা কঠোর সাধ্য । পরে পশুপতি ক্রমশঃ যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়া, সাংসারিক লিঙ্গবশে আবদ্ধ আছেন, এমত সময়ে, এক দিন সদাগর অতি স্মৃতিশীল পীড়ায় আবিভূত হইয়। আপন অগ্রিম কাল পুত্রকে নিকটে আনাইয়া কহিতেছেন । হে পুত্র আমার অগ্রিম কাল উপস্থিত অতএব তোমার প্রতি বৎকিঞ্চিৎ হিতোপদেশ প্রদান করি সেই রূপ নিয়মানুসারে কৃতকার্য সম্পূর্ণ করিবেক ॥

১৫ চৈতন্যোদয় ।

সামীর পুত্রের প্রতি উপদেশ প্রদান ।

হে পুত্র দেখ, এই ভূমণ্ডলের দূরায়। প্রমথ লোক সকল এই সুবিস্তৃত
কুসার, অসার পদার্থকে, সার জ্ঞান করত বিশ্রান্ত। বিশেষরূপে
কলিযুগেই বিবরণ হইতেছে। আর দেখ মনুষ্যাঙ্গিরস, সুখ সন্তোগের
বিষয় : মিলি কত শত পদার্থ স্বল্পে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। মিলি দু'খে
পতিত হইব বলিয়া, অথেষ্ট প্রাণ ধারণোপরোগী জব্য সামীও নৃষ্টি
করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কত কৃতজ্ঞতা হওয়া উচিত তাহা
বাক্য ও মনের অগোচর ; সেই পূরম ন্যায়বান পরাৎপর গুরুকে জন্মেও
এক বার প্রায় সকল মনুষ্যরাই স্মরণ গণের পথিক করে না। সেই সকল
মনুষ্যদের ন্যায় কৃত্য কৃত্যপি যেন দৃষ্টি গোচর হয় না, হে পুত্র দেখ
প্রায় সকল মনুষ্যরাই আশা পিচামীর কুহকে পতিত হইয়া কি ২ কুকার্য
না করিতেছে, যখন, মাসাময় অনিত্য পঞ্চ ভৌতিক কলেবর তপন তনয়ের
কঠোর জঠরামলে ক্ষুদ্র পাতঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে তখন কি উপায়
সুবলম্বন করিবে এবং তাহারাই বা আর কতদিন মহামোহের দাসত্ব
শ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া আপন ২ করিয়া রূপা কালাতিপাত করিবে, আর
তাঁহার কতকাল মোহজালে জড়িত হইয়া আত্মতত্ত্ব নিকপণ না করিলে
করুণের জীবন : তাহার কি ভাবিলেক নিরর্থক অসার পদার্থে ব্যাস্ত হইয়া
সার পদার্থকে অবহেলা করত, সময় অতিবাণ করিতেছে মীথু করিয়া
জন্ম-মের উন্নীলন করিয়া, সেই নিরাঞ্জনে নয়ন পথে স্থাপন করিলে
অমাবসী (সেই) মনুষ্যাগণ এই দুস্তার ভবান্নব হইতে নিস্তার হইতে
পারিবেক। আর হে পুত্র, এই সকল বিবেচনা পুত্রের কথা নির্বাহ
করিবে ; আর কিছু কলিযুগের নরগণের বিষয় বর্ণনা করি অবগণ কর ॥

কলিযুগের নরগণের বিবরণ ।

ত্রিগদী ।

হে পুত্র কর জ্ঞরণ, কলিযুগের নরগণ, ধর্ম কন্মে নাহি হয় মতি ।
সকলই অনিষ্ট কর্ম, নাহি ভাবে ধর্ম রথ, অন্তকালে কি হইবে গুতি ॥
কলিযুগের সুখ জন্ম, নাহি বুঝে পাপ পুণ্য, কেহবলে ইথে পাপ নাই ।

ভগবান্ সৰ্ব্ব ঘটে, বাহা ঘটানি তাই ঘটে, কুমতি কুমতি তাঁর তাঁর
 একটা আশঙ্কা হয়, জানি জন্মে নাহি কম, শুন বলি তদন্ত তাঁহার।
 পিতা সদা পুত্র প্রতি, নীতশিক্ষা দেম মতি, কে নিখায় মন্দ ব্যবহার।
 মড়রিপু বশে নর, গলকে সবে নিরন্তর, কুমন্ত্রণা দেয় ছয় জনে।
 মতিহীন হয় মতি, শেষে ঘটে কি দুর্গতি, মিণা দোষ দেয় তগবাদের
 করিতে পাণী উদ্ধার, অথবা যত্নসাকার, যে যে অজ্ঞা কহিলো নারদের।
 প্রমাণ আছে পুরাণে, অবগত জ্ঞানি জনে, সুপ্রকাশ নারদ সংবাদে।
 যে ইহবে ধনবান্, হোম যজ্ঞ নান। জান, মনস্কাম পুরাবে অনাদে।
 অর্থ নাহি বার স্থলে, গদ্যাজল পুষ্পদলে, ভক্তিভাবে পূজিবে চরিত্রে।
 হস্তপদ নাহি বার, কেবল পদ্ম তাকার, মনে মনে পূজিবে সে জন।
 ভক্তিভাবে যেই সেনে, মুক্তিপদ সেই পাবে, শুন সবে পুরাণ ঘটন।
 অর্থ কিছু নাহি চান, কিবন ভক্তির ভগবান্, ভক্ত সঙ্গে করেন ভ্রমণ।
 ভকত বৎসন হরি, ভক্তবাত্তা পূর্ণকারি, ভক্তাধীন ভক্তের জীবন।
 জ্ঞান শুন কহি মন্য, গৃহধন্য পন্থ ধন্য বুঝে কন্য করে যেই জন।
 দান ধ্যান সদাচার, ধর্ম কন্মে মতি বার, অত কালে পায় নারদগণ।
 গৃহ মন্ডো থাকি সেবা, নাহি করে দেব সেবা, ধর্ম কন্মে মতি নাহি বার।
 অশিনি পশুর ন্যায়, উদর পূরিয়। থায়, ভাধো দেয় নান। জনতার
 জনক জননী প্রতি নাহি করে ভক্তি স্তুতি, তবে তার মুক্তি হবে কিনে।
 মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চনা, সদাই করে কুমন্ত্রণা, গৃহ ধন্য অধন্য ঘটে শেষে।
 অতএব পুত্র শুন, আমার যে আশঙ্কন, সবিশেষ করি দে প্রকাশ।
 হারহু হে বিদ্যাবান্, বিদ্যার যে কত গুণ, শুনবে যে করহ প্রকাশ।
 কুনিয়া পিতার বাক্য প্রক্ষুণ্ণ হয়ে অমনি, বলে পিতা, শুন নিবেদন।
 হেন কি কমতা ধরি, বিদ্যার বর্ণনা করি, বাহা জানি করহ অবধার।

পশুপতি কর্তৃক বিদ্যার গুণ বর্ণন ও সদাগরের পঞ্চত্ব আশু।

পর্যায়।

কি কহিব পিতা আমি বিদ্যার বর্ণন। বিষয় বচনে বলি কিঞ্চিৎ প্রকাশ।
 বখা সাধ্য বলি কিছু বিদ্যার বর্ণন। বিষয়ের বর্ণন হয় অসংখ্য নয়ন।

সেই ইহ পুত্রনীতি, বিদ্যা, আত্ম-বান্ধব, বিদ্যাহীন নর যেরূপ দুঃখ জন্ম তার ॥
 বিদ্যানের সমাদর, আদর্শে বিদ্যেশ : বিদ্যার নিকটে নাই ইতর বিশেষ ॥
 কীচ যদি জানি হয় পূজা : তার ভাষা : মনুষ্যের পক্ষে বিদ্যা রাজার সভায় ॥
 যেমন মনোবল করি তারি উপায় : নষ্টশয়, নষ্টী : গুণে রত্নাকর পায় ॥
 বিদ্যাবান সেই কপা বিদ্যাহীন লসে : জীবন সম্বল করে রাজ প্রিয় হয়ে ॥
 বিদ্যা করে বিদ্যাবানকে দিনহ বিদ্যন : বিনয় বিদ্যামে করে কমতা : প্রদান ॥
 কমতায ধন হয় নাহি রস ভুঞ্জি : ধন তলে ধন্য : হয়, ধন্যে হয় স্বখ ॥
 সে না করে বিদ্যা রূপ শাস্ত্র আশ্রয়চল : লক্ষ্য থাকিতে হয় অন্ধ সেই জন ॥
 কোন ধন নাহি হয় বিদ্যা সমকুল : আগদান, কনিলেও নাহি হয় মূল ॥
 কোন দ্বায়ে কিছুতেই নাশি পায় ক্ষয় : যতই বরস বাড়ে রুদ্ধি তত হয় ॥
 জ্ঞাতিব, পাঠে না কছু বিদ্যা করিতে : তন্তুরে পারে না কছু এখন হরিতে ॥
 শাস্ত্র আর পুস্ত্র এই বিদ্যা দুই রূপ : এর মাঝে শাস্ত্র বিদ্যা আদি অপরূপ ॥
 যত্নেলে অস্ত্রবিদ্যা হাস্যস্পদ হয় : তখন তাহার আর আদর না বর ॥
 শাস্ত্রবিদ্যা : সর্বকাল যতাবে সমান : শুভকারী হয়ে করে চতুর্বার্ণ দান ॥
 বুদ্ধিশালী সুপণ্ডিত যত যত নর : আপনারে জ্ঞান করে অজর অমর ॥
 বিদ্যার পলায়ন পদে প্রাপ্ত হয় ধন : কিবল করেন সখে, কীত্তির স্থাপন ॥
 ইতিহাস নষ্ট : কেশ কর বিস্তারিয়া : তথনি মরিতে হবে বিফল তারিয়া ॥
 বিদ্যা : নিয়তির বিষ আলাপন : নিয়ত করহ শুধু ধর্ম আলোচন ॥
 বিদ্যা বিনা নাহি হয় ধর্মের অধিকার : অতএব এই বিদ্যা সর্ব মূল্যধার ॥
 বিনয় বচনে বলি প্রিয়তম গণ : সাধ্যমতে কর সবে বিদ্যা উপার্জন ॥
 পণ্ডিতে না পার যদি দেখ কিবা আছে : নিয়ত নিযুক্ত থাক পণ্ডিতের কাছে ॥
 সমাজে থাকিলে তবু সাধু কথা কবে : সঙ্গগুণে কিছু কল হবে, হবে, হবে ॥
 পুস্ত্র পুস্ত্র পুস্ত্র হয় পড়ে গজানীরে : পুস্ত্র সহ সূত্র উঠে দেবতার শিরে ॥
 এই রূপ সদাগর করিছে প্রবণ : এমত সময়ে তার উপস্থিত মরণ ॥
 পণ্ডিত উপাধি আর নাহিক এখন : আপন স্থানে শীঘ্র ডাকিল তখন ॥
 অতি বড় বিবেক বুদ্ধে রহস্পতি : আইলেন সদাগর নাম তারা গতি ॥
 করিছে সখার প্রতি করিয়, ক্রিয় : আমার আসন্ন কাল দেখ মহাশয় ॥

অন্তএব তব প্রতি করি নিবেদন। সখার উচিত কম করহ শ্রম।
আপন উজার ছেড় বন্ধ হয় যেই। প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধ হয় সেই।
দিপাদের বন্ধ যিনি বন্ধ বলি তাঁনে। সখা বলি মনে মনে করি আর কারে।
সময়ে যথুঃ যাচি কোনেকেই হয়। কসমেরে কেহ তাঁর মিকেটে না করি।
তয়ারুল যে জন প্রতি তার ভর। যথের লোভে বন্ধ পদাধি কেহ হয়।
বন্ধুতা তাহার সত কখন কি হয়। ন হাকে কি বন্ধ বলি বন্ধ কত নয়।
একনে শরিয়া আর নাহিক বিস্তার। কতক ধরেছে এর করি নিস্তার।
অন্তএব সখা তোমায় করি যে মিনতি। নদত দেখিবে মম প্রাণ পশুপতি।
আপনার পূল সম য়েহ যে করিবে। ইহাতে বিভিন্ন ভাব কত না জাবিবে।
এই রূপ সদাগর কহিছে বচন। অমনি পঞ্চজ প্রাপ্ত হইল তখন।
তাহা দেখি তারাপতি করিছে বোদন। বন্ধ বলে রাখা খেদ করি কারণ।
জন্মিলে যে মৃত্যু আছে না হয় খণ্ডন। বুঝায় করহ কম যত বন্ধ জ্ঞান।

পিছ শোকে পশুপতির খেদ উক্তি।

ত্রিপদী।

জনকের শোকানলে, সদত হৃদয় জলে, কিছুতেই না হয় শীতল।
ছিন্নমূল তকপ্রায়, ধূলায় লুটায় কাষ, নেত্র নীরে ভাসে বন্ধ জন।
নিরত কাতর করে, মুখে হাহা রধ করে, কখন বা শোকে অচেতন।
প্রমত্ত পাগল মত, ফণে ফণে জ্ঞান হত, কহে কত আপাণ বচন।
হৃদে করে করাঘাত, বলে তার অকথ্য। বজ্রাঘাত কে করিল শিরে।
কার সঙ্গে ছিল বান, কে ঘটালে এ প্রমাদ, যিক ২ দাকণ বিধিবে।
আন্তে শুনি এ প্রকার, কমলে জনন তার, তবে কেন হৃদয় পালায়।
বুঝিলাম স্থিরতর, নহে সে কমলাকর, মম ভাগ্যে গিরিজা সন্তান।
কে বলে তোমার ধর্ম ওহে বম হেন কম, ধর্মের কি সমুচিত হারা।
পরহরে ব্যাধা দিয়া, সাধিলে আপন ক্রিয়া, এরে চেরে পাপ কারে।
হার আঁজি কি হইল, সর্বশাশ কে করিল, পিতা কোণ করিলে গর।
ত্রিভুবনে কেবা আছে, দাঁড়াইব কার কাছে, কেবা য়েহ করিবে তেমনি।
তুমি বর্তমানে যেন পর্বতের পাশে হেন, নিশ্চিন্তা ছিলাম এত দিন।

কাজে কাজি কোথা জাব, কার মুখ পাশে চার, সব জায়গা হইবে অধীন ॥
 কল্যাণী শিরোমণি, মণি হীন যেন কবি, হইলেন ভোমার অভাবে ॥
 কল্যাণী জলজোপণি, ও কানে পাড়িল তরি, নাহি জানি বিধি কি ঘটাবে ॥
 কল্যাণী মাতা নাহি দার, সৎসারে যে দুখ তার, সেই জানে ভোগী যেই জন ॥
 কল্যাণী গুণ যত, সেই মাতা কল্যাণ, হারিয়েছে যে জন দলন ॥
 এই রূপে পশুপতি, শিশু শোন বলায়ত, এবেও না মানে কোন মতে ॥
 যত কহে রক্ষা খেদ, হেঁচাত দি পাছে খেদ, সকলের গতি ঐ পক্ষে ॥
 তরাপতি পশুপতির এতি অনেক বাক্য ও উপদেশ ॥

পশুরি :

এই রূপে পশুপতি কহিতে সোপন ॥ তরাপতি কহে তারে অনেক বচন ॥
 পশুপতি কহে কল্যাণী কল্যাণী ॥ আমি সাহা বলি তাহা কর গ্রীণধান ॥
 হরকল্যাণী কল্যাণী কল্যাণী ॥ সেনোক দুঃখের নয় পণ্ডিতের কল্যাণ ॥
 হরকল্যাণী নহে সেই বিপদ সময় ॥ বোধ হীন কাপুরুষ সব তারে কর ॥
 হরকল্যাণী হীমানের সময়েই মথ ॥ বোধহীন মূঢ় সারা তার ॥ পার কথ ॥
 হরকল্যাণী পিতা হই পিতার কালে ॥ অজ্ঞান জড়িত হই সন্তানের জালে ॥
 হরকল্যাণী যাই বলাই বলাই সরল ॥ সন্তানে বিপদ তার সমান সকল ॥
 হরকল্যাণী পিতা হই মুখের নর কোকে ॥ অকোষ জন্ম তারে বলে সন্তান কোকে ॥
 হরকল্যাণী সময়ে যাই কল্যাণী হর ॥ লোক নানো নানো সম সাহা কোহ নয় ॥
 হরকল্যাণী লোকে কচি আছে যার ॥ পণ্ডিত সবোধ নেই পশুপতির দার ॥
 হরকল্যাণী আহুত নাই নাহি তারে মুখ ॥ বিপদে বিপদ নাই, নাহি পার দুঃখ ॥
 হরকল্যাণী বিপদের এ হর উচিত ॥ হরকল্যাণী কল্যাণী কল্যাণী ॥
 হরকল্যাণী রোক্ত হর কোকের সন্তান ॥ হি জানি কথার কথার কল্যাণী ॥
 হরকল্যাণী কল্যাণী কল্যাণী কল্যাণী ॥ শরীরের শুভাশুভ বিষয় কল্যাণী ॥
 হরকল্যাণী হর কল্যাণী হর ॥ হরকল্যাণী হরকল্যাণী হর ॥
 হরকল্যাণী হরকল্যাণী হরকল্যাণী ॥ হরকল্যাণী হরকল্যাণী হরকল্যাণী ॥
 হরকল্যাণী হরকল্যাণী হরকল্যাণী ॥ হরকল্যাণী হরকল্যাণী হরকল্যাণী ॥
 হরকল্যাণী হরকল্যাণী হরকল্যাণী ॥ হরকল্যাণী হরকল্যাণী হরকল্যাণী ॥

একদা আপনি ভূমি নিকট বন ধর। ভালমতে সকলেরে প্রতিপালন করুন।
সকল প্রবর্ত হও সুকার্য করিতে। মিছে কাষে কাল যেন না হয় হরিতে।
ধন আর সুখ লাভে আশা যদি হয়। দীর্ঘসূত্রী ভাব ধরা সুবিহিত নয়।
আমলঙ্গল পূর্ণ কর শরীর রূপস। করেন ২ ভবে করেন। অমল।
নিজ তরু তরু ক্রোধ কর পরিহার। ভ্রম হই শূন্য কর মাথা যে প্রকার।
দীর্ঘসূত্রী ভীত ক্রোধী নির্দয় অলস। কখন না পারি তথ্য নাহি পায় ধন।
অসময়ে নিদ্রাগিরি হই যদি কাল। কেমনে হইবে তবে প্রাণের আল।
বিফলে হইলে কাল অলস হইয়। স্বাধীনতা সুখ পাবে কেমন কহিয়।
এই দণ্ডে যে কাম সফল হয়ে যায়। কোন মতে নিলস বিদিত নাহি তার।
ভয় আর ক্রোধ হয় স্রিয়ম বিশাল। উত্তরের বশ হইয়। যদি হই কাল।
পদে পদে হবে তবে বিপদ তোয়ার। সম্পদ নিকটে কত না আসিবে আর।
সমুচিত যত্ন কর ধন আহরণে। অবিরত হও রত সুকার্য সাধনে।
ন্যায় মত পার যত কর উপার্জন। হিত-কর কার্যে তাহা কর বিতরণ।
প্রথমে আপনি কর হিত আপনার। পরে কর শক্তি করে পর উপকার।
আমর্জিত ধন যায় কুশল কারণ। সার্থক শরীর তার সার্থক জীবন।
বিনা শূনে বিফলেতে দিন যায় যায়। জনম দুখায় তার জনম দুখায়।
অতএব পুত্র তোয়ার কি কহিব তার। আপনার মনে ভূমি করক বিচার।
শুনিল। এ সব কথা পশুপতি কর। বাণিজ্যেতে যার আশি নাহিক সুখ তার।

পশুপতির বাণিজ্যে বাইবার উদ্দেশ্য।

পর্যায়।

তারাপতির বাক্যেতে সাধুর কুমার। উদ্বেগি হইল যদ্য বাণিজ্যে লম্বার।
আপনার ভ্রাতাপণে আকিয় আনিল। সমধূর রূপেতে সকলে কুশিল।
শুন ২ ভ্রাতাপণ বিশেষ কাহিনী। বাণিজ্যের আয়োজন করহ এখনি।
সুসজ্জা করহ ত্রিবিধ বিধান। অমূল্য বিবিধ রত্ন সাজাহ যতনে।
আজ্ঞা মাত্র যত ছিল তারি কাণ্ডারি। সকলে চলিল তার। সাজাহিতে ত্রিবিধ।
এই রূপ আয়োজন হইছে যখন। কোথা হইতে আইল এক রত্ন বাণেশ।
অতি রত্ন রূপ তার করে ধরে নিকি। সমানে অপর বিদ্যে এসে গতি না।

সামান্য সাধু হইত বরেন্দ্রে বসিয়া। আশীর্বাদ ছাড়া নিজেরা গাইল গিয়া।
 ত্রিপতির প্রতি তখন কহিছে ব্রাহ্মণ। বিরস বদনি বাপু কিম্বো কারণ
 ত্রিভুজ বসে তবে সাধুর মনন। কলি আঁতে হবে প্রভু বাণিজ্যে গমন
 ত্রিগুণ ইহা আছে শুভদিন কালি। আশীষ করহ বেন বাপু। পুরান কাল
 ব্রাহ্মণ বলিছে তখন সাধুর তনয়ে। কি লক্ষ্যে বাইবে বাপু বাণিজ্যে বিবশে
 কোথা হইল উপদেশ দিয়াছে তোমায়। সকালে বৈকাল কভু হয়েছ কোথায়
 বায়েসে নীল তুমি দেখিতে সন্মরি। তাহে বাপু রত্ন লয়ে যাবে দেশান্তর
 সিন্ধে বাণিজ্য করা সাধারণ নয়। স্বদেশ ছাড়িলে হয় নিকহন্তে ভয়
 সিন্ধে মনির পক্ষে নতুন পায় পায়। ক'কি দিয়ে পাছে কেহ বিপদ ঘটায়
 সিন্ধে বিপদ যেন অনায়াসেই ঘটে। কে তোমার মুখ চেয়ে বাচাবে মরুটে
 ক'কি দুখ-চোর কত কৈরে ছাটে ছাটে। বুঝি দৈত্য হস্তা কি বা মিথ্যা বটে
 ক'হি জ্ঞান কোন দেশপুত্রের সন্ধান। স্থাপনা নাহিক কেহ সিতে হিতজ্ঞান
 কতএব সাধু হত শুনত কখন। কদাপি বাণিজ্যে তুমি যেওনা এখন
 পদাঙ্গ প্রভে তবৈ মন্থমাধ কর। শুবিহিত ভাবি কর্ম করা উচিত হয়

তারাপতি ও দ্বিজবরের কথোন কখন।

গদাছন্দ

এই রূপ কাণাপ কখন হওন সময় তখাস তারাপতি আগমন পূর্বক
 দ্বিজকে প্রণীত করত কহিতে লাগিলেন : অদা আমাদিগের বড়ই
 দুঃখাত, যে মহাপুত্রের জীচরণ দর্শন হইল, তবে আপনকার আগমন কি
 লাভলাভে? তৎপ্রবণে দ্বিজবর কহিলেন, আমাদিগের চেটাই যে কিবল
 তোমাদিগের কুলল অনুষ্ঠান করি, সে কারণ এক ব্রাহ্ম আশীর্বাদ করিতে
 আসিয়াছি। এবং প্রভু ইইলাম যে পশুপতি বাপাতি পিতৃহীন ইইয়া
 সন্দেহিক বিলয়ে ভার্যরত প্রযুক্ত সফল গমনে মীম্ব করিয়াছেন, কিন্তু
 ইহা অতি অবিবেক জনক, কারণ তিনি অতি অল্পবয়স্ক তাতে আর
 কখন ব্রহ্মজ্ঞান লাগিবে এবং হন নাই এবং তাহা কি প্রদানিতে চান-
 কভু হু তাহার উপদেশ প্রদানগোচর হয় নাই, বিশেষতঃ উহার যৌন
 কাল জীবিত বৈবাহিক রূপ অরণ্যে প্রবেশিলে মনুষ্যের হিতাহিত বিবেক

কি থাকে না। তত্ত্বের কার্যপাতি কহিলেন, যে দ্বিজ মহাশয়, পশুপতি অতি সুবোধ এবং ইচ্ছার যে পর্যাণ্ড বিদ্যালাত ইহা আছে তাহাতে ইনি অনায়াসেই স্বকার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহা আমার যেনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তবে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছায় কহার অদৃষ্টে কি ঘটে তাহা যন্তরায় বোধগম্য নয়, কিন্তু মন মধ্যে এই এক দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে বিদ্বান্ ইহা লে বুদ্ধিমান হয়, এবং তৎ প্রভুভাবেই কৌশল জন্মে এবং সেই কৌশলে স্বকার্য্যে জয়ী হইতে পারে, এস্থলে পশুপতির যখন বিদ্যালাত ইহা আছে তখন তাহার কার্য্যে সঙ্কোচ জন্মিবার সম্ভাবনার ভাবনা নাই তথাপি মহাশয় অনুকম্পা পরঃসর পরিক্ষা করিয়া দেখুন যে কোন্ দাবসয়ে পারক ও অপারক আছেন তাহা মহাশয়ের দ্বারাই সুবিচারিত হইতে পারিবেক। তৎক্রমে দ্বিজবর পশুপতিকে কহিতেছেন, যে হে ঐশ্বর্য্য পশুপতি যনুবাগণের কি রূপ আচরণে চল। উক্তি তাহা প্রকাশ করহ, তৎক্রমে পশুপতি প্রভুত্ববে বহুবান্ ইহিলেন।

পশুপতি কর্তৃক সংচরিত বর্ণন।

পর্যায়।

আমি কি কহিব প্রভু সে রূপ বচন। যথা সাধ্য বলি কিছু করহ শ্রবণ। বলি ২ হীত বলি শুনহ এখন। সুধিরের কথা শাহ। আছয়ে লিখন। পর নারী জ্ঞান কর জনমীর প্রায়। মনের বিকার যেন নাহি ঘটে তার। লোভ, বেন মনে কিছু নাহি পায় স্থান। পর ধন জ্ঞান কর ভুগের সমান। জার দেখ এহ বাসি যেই জন হবে। সকলের সঙ্গে সদা বহুভাষেরে। তাহাতেও বহুবিধ উপকার হবে। যে যেমন তার কাছে সেই রূপ পাবে। পুন কিছু বলি শুন দাক্তে কাহিনী। পণ্ডীতেরা কহিয়াছেন যেই রূপ বাণী। ধনি জনে ধন দেওয়া নহে প্রয়োজন। ধনহীনে সাধ্য মতে দান কর ধন। রোগীরে ঔষধ দান সুবিহীত হয়। নিরোগীরে দিলে পরে নাহি কলেশবার। শাস্ত্রে কহিয়াছে একরূপ বিধান। দানের প্রধান দান দাতৃকথোদান। বিদেশত উপকারি যে দাতা হয়। তাহারে করিবে দান শাস্ত্রে কোন্ কথার দ্বারা দেখ যেই কথ্য করিলে কলেশনা। লিখিত হুয়ি, তার কথার দ্বারা

ক'লে ভাগে কোমি কর্মে বিভিন। বে হাতি। প'লেই হাটে শেবে বিবম বাঁকাতি।
 ফোটি বড় সকলের সন্তিমত লবে। তাল মন্দির যুক্তি করি অগ্রসার হবে।
 ক'ল যদি সিদ্ধ হয় কত উপকার। সমভাগে ক'ল ভোগ হয় সবিকার।
 আর দেশ লোভে জোধ জগে সমুদয়। বাঁধাইল হলে নয় কি'রছিল তার।
 লোভে হতে হয় সদা কামের সঞ্চার। সেই কাম হয় নানা লোভের আধার।
 লোভতে জ্বায় মোহ নাহি থাকে শিব। পিড়ির মায়ার জালে মারাজয় জীবা
 পকেই পরিভাষ্য দিবাশিশী লোক। লোভের অধীন হয়ে মরে কভে। লোক
 সেই লোভ সমুদয় পাপের আধার। লোভের অধীন কেই হয় না ক'ল আর
 এই রূপ বিবচন। বাহাতে না রয়। তাহারে কি জানী বলি জানী সেই মর
 এসব শুনিয়া তবে কহে দ্বিজবর। তব বাক্য অবগেতে হরিষ অন্তর।
 কতএব আর কিছু করি যে প্রস্তাব। মহৎ জনের হয় কি রূপ স্বভাব।

পশুপতি কর্তৃক মহতেব চরিত্র ববর্ণন।

পয়ার।

পশুপতি কটমতি কহিছে বচন। শুন দ্বিজ মহাশয় মহত কথন।
 মহতের যদি হয় বিপদ সঞ্চার। মহতেই করে তার বিপদ উদ্ধার।
 মহৎ যে হয়, হয় স্বভাবে প্রধান। মহতেই রক্ষা করে মহতের মান।
 যে জন মহৎ মর তারে কেবা মানে। নীচ জনে মহতের মহিমা কি জানে।
 গুরু হলে গুরু তার দেয় জার তারে। লম্বু হলে গুরুতার কে বহিতে পারে।
 প'লেতে পিড়ির, করি প্রাণেশ্বদিমরে। করি বিন। সে করিরে উজ্জারিতেনারে।
 করি করি অগুণে করে পাণদান। শৃগালের বলে কিছু নাহি পার জান।
 মহৎ হইতে মনে সাধ বার আছে। সে গিরি কক্কু বাস মহতের কাছে।
 মহতের আশ্রয় লইলে এক বার। হইবে ২ তাহে কসাগ, তাহার।
 লক্ষ নাশ হয় বহি মার। বার প্রাণে। তখাট জেও না কিছু নীচ সরিষামে।
 সমাদরের সহবাসে সমানে রহিবে। উত্তমের কাছে গেলে উত্তম হইকের
 লজ্জাবে অমর করে অমর ব্যাভার। উত্তম অমর হয় কাছে গেলে তার।
 অতিথক সারথান জতুরের শেষ। কালির কুঠিরে যদি করেন এবল।
 কালকটে কতরতা খাট নাহি জার। সাগেই ২ কালি অবশ্য যে গার।

পরশ মণির কথা কানে আছে শোন। কোঁহ যদি স্পর্শ করে সেও হয় সোনার
বিশেষে উত্তম গুণ উত্তমতেই রয়। অধমে উত্তম গুণ কখনই নয়।
অতএব মহতের মহিমা অপার। আমি কি কহিব তাহা শুনি বিজবর।
মহতের প্রবন্ধ শুনিয়া তখন। আহ্নান পূর্বক পুন কহেন ব্রাহ্মণ।
মহতের কথা বাহা হইল প্রচার। একণেতে বল পুন ধনের ব্যাপার।
শুনিয়া এ কথা তবে বলে পশুপতি। সংক্ষেপেতে ব্যক্ত করি শুন মহাশয়।

পশুপতি কর্তৃক ধনের প্রকৃতি বর্ণন।

পর্যায়।

পশুপতি ঘোড়করে করে নিবেদন। শুন দ্বিজ মহাশয় ধনের কথন।
ধন-বলে ধনিজন সদাই স্বাধীন। এ জগতে সকলেই ধনের আধীন।
ধনেতেই পূজা হয় ধনেই আদর। রহস্যাতি আদি সম্ভে ধনের কিসর।
ধনহীন জন যেই রূপ। জন্ম তার। অরি ভাব ভাবে তার দার। পরিবার
সেখানে সেখানে যথ অনাদর হয়। লক্ষ্মীছাড় বলে কেহ কথা নাহি কহ।
গুণ জ্ঞান কিছু তার না হয় প্রকাশ। মরমেতে মরে রস পেয়ে উপহাস।
ধনি যদি মর্থ হয় দুঃখ কিবা তার। পণ্ডিত বলিয়া তারে করে নমস্কার।
রূপ হইলে ধনি ধনে রূপবান। সকলেতে দেখে তারে কক্ষণ সমান।
লক্ষ্যদিগে ধনিদের স্তবের সংযোগ। দরিদ্রের চিরকাল সমকট ভোগ।
বিশেষত ধনি হয়ে দীন-যেবা হয়। মরণ মঙ্গল তার পাঁচ। বিধি নহয়।
অতএব ধন হয় সর্ব মূল্যধার। অন্তরে বুদ্ধিয়া লবে দৈব সার। ততি
শুনিয়া এসব কথা কহে বিজবর। শ্রবণে তোমার কথা হরিব আদর।
জ্ঞাত হইলাম অমুখি ধন উপাখ্যান। একণে শুনিব কিছু খলের কথন।

পশুপতি কর্তৃক খলের প্রকৃতি বর্ণন।

পর্যায়।

আমি কি কহিব গুরু খলের কথন। ব্রহ্মিণ্য ধ্যানে নাহি শাস্ত্র প্রকরণ।
তথাপি যমেতে কিছু করি অনুমান। শহিক যে প্রহু আমি তোমার প্রহর।
নমস্কার করি গুরু খলের চরণে। জ্ঞানী না শোক পাই শহির মরণে।
নরায়ণ কেহ নাই খলের সমান। ত্রিজগতে নাহিতার উপহার।

বিষমের ধরে বিষ, বিবে হয় হিত। খলের তুলনা শুধু খলের সহিত ॥
 স্পের কামোড়ে বটে প্রাণে নাহি বাটে। কিন্তু তার বাঁচবার সত্ত্বমা আছে ॥
 জ্বালায় জলসার বাড়ান খোড়ানে। সপ্নাঘাতে কেহ বঁচে থাকে প্রাণে ॥
 কষ্টকর বাতাস খেয়ে থাকে পরিতোষে। জগতের প্রিয় সব খলতার দোষে ॥
 কখন নাহি বধ কামোড় মারিয়া। সর্বনাশ করে শুধু পরশ করিয়া ॥
 হুস গিরি ছুস করি একজনে ধরে। সেই যোগে পরস্পর কত লোভ মরে ॥
 মন আর পরশেতে অপকার করে। এই রূপ ব্যবহারে মন মরে ॥
 চিত্র করে, চিত্র করে, তুলী, তুলি করে ॥ স্রুপ, বিরূপ, রূপ, বিরূপ করে ॥
 উত্তর কোলতার অতি অপরূপ। সমাভূমি উচু নীচ, দেখায় স্বরূপ ॥
 সেই রূপ তার ধরে খল জন মত। অসত্যের সত্যাকরি তার করে কত ॥
 তাঁদের অসাধ্য তবে আছে আর কিবা। দিবারে রজনী করে রজনী বধিবা ॥
 হৃদয় মূঢ়তার মুদর সঙ্গতি। সত্যেরে অসত্য করে অসত্যেরে সত্য ॥
 দেখেন বিচিত্র তার পরিয়াছে খল। জনেরে জনস কতে জননেবে জন ॥
 কতক খেলিছে তার মনের ভিতরে। বিধাতার অগোচর কি জানিবে মরে ॥
 কতক নাহি হয় বিনয়ের বশ। তার কাছে কোথা আছে সত্যের বশ ॥
 কতক শুধু কর সেবা, কর যত। বিপরীত কল লাভ হবে তার তত ॥
 কতক প্রেমভাবে প্রেম নাহি পার। সমাদরে তুচ্ছনয় এ যে বড় দার ॥
 কতক বদাশি হয় পৃথিবীর পতি। তখাচ হবে না তার সুপবিত্র মতি ॥
 কতক তার যত ধর, শত্রু তত হয়। যে লয় শরণ তার শরণ নিশ্চয় ॥
 কতক তরাসক জনস সমান। শঠের সহিত বাস না হয় বিধান ॥
 কতক লোক আপনার কুশল কারণ। অন্যাসে রহে কত পনের জীবন ॥
 কতক পাপ কর্মে পড়ে অজিহর। দয়, নাই, দয় নাই নাই, লজা ভয় ॥
 কতক মদি খোলে যে রূপ প্রকার। একবারে গোড়াইয়, করে ছাড়ি খার ॥
 কতক পথিকস জে রূপ প্রকার। উত্তমে অধম করে নাহি রাখে সার ॥
 কতক জ্ঞান পল টাই করে কত। আপনার কান্দাকাতে ছলে হয় মত ॥
 কতক এক রূপ তার নাহি ধরে। সেখানে বসে সেখানেই রূপ করে ॥
 কতক বিচিত্রভাবে প্রমত প্রকার। তার নয় সাধু সেন চকি নাহি আর ॥

করে মধুরকী বাহিরে সরল। ক্রমের ভিতরে তরু। কেবল গরল ২
 আপ সোলে সন্ধান মুখের উপরে। কত কটু করিছে ভিতরে ২ ॥
 একাশেতে শিষ্টালাপ কত তার ভূর। গোপনে রোপণ করে নাশের অরু ॥
 সাক্ষাতে সন্ধান করে, কারিষ্যামি তুরী। অসাক্ষাতে ইচ্ছাকরে পেট মারি তুরী ॥
 অতিশয় মায়াপটু অপরূপ ঠাট। খলজনে শিখিয়াছে কি আশ্চর্য্য নাট ॥
 বিবয়েতে তুষ্ট নয় কেমন পাতক। উপকার পেয়ে হয় গুণের ঘাতক ॥
 বিশ্বাস হয়েছি দেখে শঠের ব্যাতার। বাহুর আশুরে থাকে মন্দকরে তার ॥
 কলুষক হয়ে যেন দ্বিত ভিক্ষা মাগে। তাহার অনিষ্ট যেন করিয়াছে আগে ॥
 মহৎ স্বভাব যার মহৎ যে হয়। অশ্রয় দাতার কাছে নত হয়ে রয় ॥
 কমল আশ্রয় করি অমল কমল। মধুতরে চল চল হাস্য খল খল ॥
 সৌরভে করিয়া কত গৌরব বিস্তার। আশ্রিত জনেরে করে শোভার আধার ॥
 স্নেহ জলে মকরাদি করিয়া বিহার। নিরন্তর করে শুধু পাপের সঞ্চার ॥
 খল সর্প বাস করে চন্দনের মূলে। উপকার কভু তার নাহি করে ভুলে ॥
 মলিন প্রহার করে আশ্রমে আঘাত। আশ্রয়েতে থেকে করে মূলের ব্যাতার ॥
 চন্দনের তক কত সুখের নির্ণয়। কোন স্থানে হিংসকের অধিরত নয় ॥
 বিবধর থাকে মূলে কলে মধুর। আগায় তলুক উঠে নাথায় বামর ॥
 সন্মুখ পাইয়। তার। গুণ নাহি ধরে। পুরস্কার সকলেই অপকার করে ॥
 সার আছে, বহু আছে, রস আছে, যথা। চুরাচার ছুজনের সমাগম তথা ॥
 মহতের কাছে পেয়ে মহৎ আশ্রয়। স্বভাবের দোষে কভু মহৎ মা হয় ॥
 বিষ বৃক্ষে দিলে পরে অমৃতের জল। প্রসন্ন করেন। কভু সুমধুর কল ॥
 বেধে বেধে তাপ দেও যত দিয়া বুঝে। কুকুরের নাজ তরু বাবে নাকো চুষে ॥
 আপনায় কিছু মাত্র নাহি উপকার। অকারণে করে শুধু পর অপকার ॥
 মন্দবিন। ভাল কর্ম কভু নাহি জানে। ধর্ম। ধর্ম গুণা পাপ কিছু নাহি মানে ॥
 ধন নাই, বল নাই, এমন যে খল। তরু তার ভয়ে কাঁপে সূজন সকল ॥
 খল যদি ধনবান, বলবান হয়। কোন মতে তবে তার রক্ষা নাহি হয় ॥
 কেশের সকল সোকে করিয়া অশ্রম। বল পেয়ে ছল পেয়ে সে হয় দারিদ্র ॥
 কাজে কাজে তার কাছে লগ্নে পরাডব। আপনার ইচ্ছামত কর্ম করে সব ॥

কারে মারে করে করে কারো লোটে পুরা করে দেণ থেকে করে দেণ করে
এই রূপ তার করে সবাই অস্তিত্ব কখন কি করে বলে কিছু নাই হির
সে রাজার হাতে করে অসং সসত । সে দেশেতে মারা পড়ে সমুদায় সহ
বিশেষত শঠ যদি রাজ প্রিয় হয় । সে রাজার হাতে আর ধর্ম নাহি হয়
সাহ পুরে সেখে লয় যাননি । রাজা করে ছার খার কুমন্ত্রণা দিয়া
করিয়া সুহৃদ ভেদ প্রমাদ ঘটায় । পরস্পর প্রেম তার নাহি থাকে তায়
কুমন্ত্রের মন্ত্র দোষে বন্ধির বিচার । নৃপতিরে করে নানা পাপের আধার
কেবা ভায় কেবা পর থাকেনা বিচার । বিশবীত ভেবে হিত একে করে আর
এ কল শব্দের কথা কি বলিব আর । শত শত ঠাই আছে প্রমান তাহার

দুঃখের ধলের প্রকৃতি শুনিয়া পশুপতির প্রতি উক্তি ।

ত্রিশদী

শুনিয়া এসব বাণী, কহিছেন দ্বিজমণি, হরষিত হইয়া অন্তরে
হাসিক। হরোচ্ছ বসে, বিদ্যা রূপ আছে ঘটে, বুঝিলাম শুনিয়া সত্তরে
কে বিদ্যা করেছ মার, ইহা সর্ব মূল্যধার, অখিলের মার এক ঘটে
তব মনে নাহি ঘেব, কিবা দিব উপদেশ, কেবল দেখি যে এক ঘটে
বল বাপু পশুপতি, পরাজনার কিবা গতি, সে বিদ্যা কি করেছ সাধন
শুনি তবে সাধু মত, টহিয়ে অতি খোদাঘিহিত, বলে এতু সে বিদ্যা কেমন
হিত উপদেশ আদি, আছে বহু শাস্ত্র নিধি, তাহা সব করেছি সাধন
শুনি নাই কেন বিদ্যা, যে মোরে দিয়াছে বিদ্যা, কখন তাহার সমিধান
করণেতে অসম্ভব, তব বিদ্যা কি সম্ভব, কুজাপি শুনি নাই শরণে
জামি হই শিশুমাত, ঘটানোর কিবা গতি, ইহা আমি জানিব কেমনে
শুনিয়া এসব বাণী, কহিছেন দ্বিজমণি, তবে বাপু কি বিদ্যা শিখেছ
তোয়ার যেমন ভাল, তান সে বিষয় কাল, সেই কাল প্রাপ্ত হইয়াছ
নষ্ট বিদ্যা জ্ঞান বড়, তাহে তুমি নহ দড়, করে বাবে কিরূপে বাণিজ্য
সকল রাজা তোমার, হলোনা সাধু কুমার, মম বাণী না কর অগ্রাহ
শুনিয়া এ সব তত্ত্ব, পশুপতি খোদাঘিহিত, কহেগিয়া শিড় সখা হইবে
কল প্রাপ্য মহাশয়, অষ্টল বিশ্ব দার, বামিজা বাঘাত দ্বিত স্থানে

অবশ্যে তারাপতি, বলে গতি কিবা গতি, বটিল কিরূপ অকথাই ।
 হৈয়ে অতি ব্রাহ্মিত, তারাপতি উপনীত, কহে গিয়া বিজের সাক্ষাৎ ॥

বিজবর ও তারাপতি উভাবর কথোপকথন ।

ত্রিপদী ।

সকরে যাইবে পুত্র, ব্যাঘাতের কিবা সূত্র, কহ দেখি সবিশেষ বাণী ।
 শুনি তবে বিজবর, বলে শুন সদাশিব, সপথাতের যে রূপ কাহিনী ॥
 সৰ্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পশুপতি গুণ বুঝ, সেওমতে কেবল এক বাকি ।
 সে বাকি বিষমবাকি, ব্যাঘাতের কাছের বাকি, সে তত্ত্ব কিবল শুধু কাকি ॥
 অতএব শুনা গাই, প্রকাশিয়া বলিতাই, ছেনালী বিদ্যা যে স্তকঠিল ।
 সে যে অতি অসম্ভব, নিধি নিম্ন পুরাতন, পাড়িলে নাহাতে হয় খুন ॥
 পশিলে তাহার মন্ত, জ্ঞান গুণ সবভাস্ত, তাবিদেখ আপনার মনে ।
 শুনহ মায়ায়া তার, বিন্দু আদি দৈত্যেশ্বর, ত্রিলোক শাসিল দুইজনে ॥
 যম ঘরে করে ডর, কর দেয় রত্নাকর, হেন দীর যে ছিল ধবাতৈ ।
 ভেবেদেখ তুমি যনে, নষ্ট হয় হেন জনে, কেবল নারীর ছেনালীতে ॥
 কীর কিছু বলি হিত, কালিদাস সুপণ্ডিত, তার মত আর কেবাছিল ।
 সে নে পড়ে ছেনালিতে, মৃত্যুহয় অপঘাতে, অবশেষে তার এই হলো ॥
 অতএব ছেনালী জাল, সে যে কভুনহে জাল, ভেবে দেখ তারাপতি মনে ।
 তোমারে যে বলি তাই, পুত্রকে শিক্ষাও তাই, তবে দিও সফল গমনে ॥
 শুনিয়া প্রণালী তত্ত্ব, তারাপতি হৈয়া ভ্রান্ত, বলে ইহা কেবা শিক্ষাইবে ।
 শুনি তবে বিজবর, বলে ইতে নাহি ডর, আমাহতে সঙ্কল্পি যে হবে ॥
 বুঝিয়া বিজের মন, বলে এতু এই কথ, তোমাহতে যদি হতে পারে ।
 তবে আর নাহি ডর, এই কথ তৎপর, গাই হয় কর শীঘ্র করে ॥
 জাহাজ প্রস্তুত ঘাটে, বিলম্ব আর নাহি থাকে, বুরার উদ্ধার এই দাসে ।
 শুনি বিজ উল্লাসিত, বলে হবে ব্রাহ্মিত, স্যামাধিক পাঁচ ছয় মাসে ॥
 এ যে বিদ্যা নহে কম, আট্টে বিবিধ রকম, ইহার নাহিক প্রায় কেবা ।
 অতএব তারাপতি, বন্দবস্ত মোর প্রতি, শীঘ্র করি কহ সবিশেষ ॥
 শুবধাতে তারাপতি, সন্তোষিয়া বিজ প্রতি, বলে পাবেন পঞ্চগত টাকা ॥

পঞ্চমর হার যেন গলা ভরা হয় । যাছা পেলে রমণির বড় সুখোদয় ॥
 এই কাপে রামা যত কহিছে বচন । কুপিত হইয়া বিজ বলিছে তখন ॥
 কনরে যুদ্ধাঙ্গী তোরে কি বলি আয় । তব সম পত্নী যেন নাহি হয় কার ॥
 শুনিয়া রমণী তবে ক্রন্দন ধুড়িল । মনে করে পোড়া মুখী বিপদ ঘটিল ॥
 তব মনে চল করি কত কথা কয় । বসে কি আশ্চর্য্য কথা কহ মহাশয় ॥
 আপনার ন্যায় যে আপনি প্রথিতই । তোমার কি গুণকথা অন্য কাণে কই ॥
 তবু উত্তর করি আমি শুন প্রাণনাথ । যে কালীন গুণকথা হয় তব সাথ ॥
 কোন্ পোড়া মুখী বুঝি খাটি আসিছিল । যিরলে থাকিয়া হবে সব জ্ঞাত হয় ॥
 মনে বুঝিলেন বিজ যুদ্ধাঙ্গির ছল । তদন্তরে উল্যোগী খাটে মিনচল ॥
 ইতি পয়ার ছন্দ বহুনাথ কর । তদন্তরে বিজবর চলি বরাহ ॥

বিজবরের নিলাচলে গমন ।

লক্ষ্মী চৌপদি ।

তবে বিজবর, অতি দীপ্ত তর, হইয়া সখর, চলিলেন নিলাচলে ॥
 তার মনে কত, চলে অবিরত, গমনে যে ত্রুড়, উপস্থিত সেইস্থলে ॥
 দেখি পশুপতি, স্নাতরে যিনিতি করি, বহুস্ততি, দ্বিজে সম্ভাষিয়া অতি ॥
 যেনে অবিরত, তুংগ হলোগত, অন্ন সুপ্রভাত, কৃপাকর ময় প্রভি ॥
 অতি অতিদীন, দীনের অন্নীন ভাবিপ্রতিদীন, তোমার চরণ দয় ॥
 সখি বচন শুনিয়া তখন, কহিছে ত্রাঙ্কন, দিয়া অতি অভয় ॥
 তব অবিরত, হয়ে বিবাদিত, কেন খেদাষিত, দেখি যে দেখ্যার ভাব ॥
 কহিত বলি, দেহ খেল বলি, মিছে যে সকাল, যেনো কত তবের ভাব ॥
 কহিয়া এসব, এ যে দেখে সব, সব হবে সব, মনন মনিলে পর ॥
 তব তুরিত, বলি যে বিহিত, হয়ে বরাহিত, বরাহ তাহার সাধ ॥

বিজবর পশুপতির প্রতি উপদেশ ও সতী নারীর গুণ বর্ণন ।

পয়ার ।

শুন পশুপতি আমার বচন ॥ রমণীর গুণ ঘাছা করহ সুবন ॥
 তব কোব তার দেখি যে সংসারে ॥ সাধা সতী পতি বুড়া আই গুণ ধরে ॥
 তব পশুপতি গুণের কাহিনী ॥ যাহা পোড়ো মুখী করিবাছা আসি জানি ॥

শ্লোক। ন পুষ্প মধু বজ্রৈঃ চ ন বারিভাজনীতল।
 ন বহ্নি শীতহস্তা চ ন হরঃ কামনাশক।।
 ন বেশ্যা সয়নে সঙ্গ, ন পুত্র শূদ্র সারিণীঃ।
 ন দাসী সপ্ত সেবন, ন মাতা পুত্রঃ দুই চ।
 অস্বার্থ। পরায়।

মধু মম সেক্তি মধুর ভাষ ধরে। নারি নহে সে কিছু সঙ্গ শিতল করে।
 অগ্নি কভু নহে সে যে শীতেরে সংহারে। হরমহে সে যে কামের বিনাশ করে।
 বেশ্যা নহে সে সদা সয়নে সঙ্গ ধরে। পুত্র কভু নহে সে গোশূদ্ধাদি করে।
 দাসী কভু নহে সে যে সপ্তসেবন করে। মাতা কভু নহে সদা পুত্রের স্নেহকরে।
 অতএব এই সব যা হাতে বর্তায়। সে রমণী কিঞ্চিৎ বিশ্বাস যোগ্য হয়।
 তথাচ না করিবেক সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কুশ্রয়ি হয় পাছে পোলে মিত্তভাষ।
 সতীর লক্ষণ সে করিলাম বর্ণন। বারনারীর এক্ষণে শুনহ কখন।

পশুপতির প্রতি দ্বিজবরের উক্তি ও নারীর চরিত্রের বিবরণ।

ত্রিপদী।

বুদ্ধগণ কহিছে শেষ, শুন বাপু দণ্ডিগণ্য, উপদেশ কথা কিছু বলি।
 নারীর চরিত্র যেন, শ্রবণে গ্রহণ যেনে, সহ পোলে বর্তায় সকলি।
 নারীধনে কেবা চিনে, নারীধনে কেবা জিনে, নারীহতে সকলে পরিত।
 নারী যে কুলের দীপ, নারীকে করি তারিণ, মজায় বজায় করে হস্ত।
 যার পানে কিরে চান, ভিনি যেন স্বর্গপান, বর্গ নাহি মানে যুগ্মবিন।
 সোম্য কথা বোঝা জ্ঞান, মাদীরূপ ধান জ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া মধু ভোজন।
 গুণ বজ্র পরিহারি, নিবর্ধক কাল হরি, কুশ্রয়ি মক্য আশ্রয়।
 এই রূপ ব্যবহার, কি মহিম। বোঝা তার, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি শুন।

দ্বিজবর পশুপতির প্রতি ঈশ্বরিনীধ বিবরণ ব্যক্ত করেন।

পরায়।

শুন বাপু পশুপতি আমার চেন। বলি কিছু উপদেশ করহ শ্রবণ।
 রমণীরে বিশ্বাস করোণ, কোনমতে। গরচেষে অবিশ্বাসী নাহি জিজ্ঞাসে।
 ময়া নাহি, ময়া নাহি, নাহি লজ্জা ভয়। সকলি করিতে পারে ইচ্ছা বারি হয়।

আমি তবু আমি বলি যে এখন। গণিখান হয়ে তাহা করহ শরণ ॥
 কতকাল পরেতে লাগে এক জন। নামেতে গোপাল দত্ত অগ্রসিত ধন ॥
 বিবাহ করিয়া রাখি সাধুর কুমার। আনিজা করিতে গেল দেশ দেশান্তর ॥
 কত দিন এবাসেতে সাধু ধৈর্য রহিল। গিড়গুহে তার নারী যুবতী হইল ॥
 সখীগণ সহিত বসিয়া খনি কয়। না আইল পতি মোর যৌবন সময় ॥
 এত দিনে লারন্য রখা গেল অকারণ। পতির সহিত না হইল লবণ ॥
 সুহৃতে না পারি আর বিরহের ভার। বল দেখি কি করিব তার আশ্রয় ॥
 চিবকাল নিদ্রাশেষে থাকে যদি পতি। বিরহী জনার তবে কি হইবে পতি ॥
 এত বলি যত পরি সখীদের করে। সাধুর চন্দ্রা তবে মৌলিকাপরে ॥
 এক চিনে রাজ পথ করে নিরঙ্কশ। ছেন কালে পুরুষ দেখিল এক জন ॥
 পূর্ণমন্দর রূপ মনন মোহন। উত্তরের কটাক্ষ বাণে মোহিত ছুটন ॥
 অকির হুগা সেই সাধুর নন্দিনী। সখীরে করিয়া ভক্তি পাঠের পুণি ॥
 বল গিয়া পুরুষে, যে সাধুর নন্দিনী। তোমার সহিত আদ্য বক্রবেদন ॥
 নিকটে নাহিক পতি বসন্ত সময়। অন্যদে দহিছে প্রেম হই। নিদ্রায় ॥
 কী স্তব্ধ ভরে ভাসি তছে তারি। কে আর করিবে পার নাহিক কাহারি ॥
 নিকটে হইয়া ইথে, সহ যদি তার। আপনি আমি তাতে হই কণ্ঠধার ॥
 ইহাতে সে জন যদি অঙ্গিকার করে। আসিতে বলিবে তারে মালিনীর ঘরে ॥
 নন্দিনীকে আমি তথা করিব গমন। সেই স্থানে দুই জনে হইবে মিলন ॥
 প্রেমভক্তি সখী তবে চলিল করিত। পুরুষের কাছে তবে হইল উপনীত ॥
 সাধুর নন্দিনী তারে কহিল যেমন। সখী গিয়া পুরুষেরে কহিল তেমন ॥
 গিয়া তাহার কথা সেই জন কয়। আমার কর্তব্য কথ্য জানিবে নিশ্চয় ॥
 মালিনীর ঘরে আমি যাব রজনীতে। সাধুর লনগারে তুমি কহিবে আসিতে ॥
 যত্নশীল হইল স্থির সখী গিয়া কয়। সাধুর নন্দিনী শুনি আনন্দ হৃদয় ॥
 পুরুষ পুরুষ যদি দেখেন যুবতি। ধর্ম কথ্য সাধু জন বাঞ্ছা করে রাত ॥
 প্রকৃত্যের নাহি করে সম্পর্ক মিথ্য। কলি কলি নাহি মিলে ধর্ম রক্ষা হয় ॥
 লভিক পুরুষ সেই, কালে না পাউল। সাধুর জা। বক্ষ্য। সে হেতু রহিল ॥
 তবু আমি নারী জনেছি কেমন। পুরুষেরে জানিবে প্রস্তুত ছতাসন ॥

একর মা করিবে করুদি যৌন হয় । কারুর উপায়ে ঘৃত গনরে নিষ্কর
পরে রজনীতে সাধুনন্দিনী তখন । মাগিনীর ঘরে দৌড়ে করিল মিলন
ভিন্ন জনার মন উভয়েতে ছিল । মিলনেতে জানন্দ সাগরে ভাসিল
নানা রস রঙ্গে করে রজনী বধন । নিশীশেষে নিজ বাসে যার দুই জন
নিত্য নিত্য রজনীতে সঙ্কত সময় । মাগিনীর ঘরে দৌড়ে উপনীত হয়
দরশনে হৃদপদ্ম হয় প্রকাশিত । দিনে দিনে ততিশয় বাড়িল পিরীতি
তবে কতো দিন পরে সাধুর তনয় । উপনীত হইল তখন শশুর আসয়
এবে হয় হরষিত দেখিয়া জামতা । স্বামীরে দেখিয়া ধনী হয় বিবাকিতা
হৃৎকের সাগরে রামা হইল মগনা । ঘোঁর্নেতে রছিল কোন বচন কহে না
অধর্য হইয়া মনেগণে যে এমাদ। বিধাতা আমায়ে বৃষ্টি সাধিলেক কাদ
এই রূপ দিবা গত রজনী সময় । শয়ন ঘরেতে যার সাধুর তনয়
কল্যাণ প্রতি প্রসুতি কহিছে তখন । যাহ বাছা ঘরে গিয়া করহ শয়ন
জনীর কথা ধনী না করে শ্রবণ । স্বামীর নিকটে নাহি করয়ে গমন
কুপিতা হইয়া কহিছে তার মাত। ওলো পোড়াযুখী তোর শনি এককথা
জামতা আইল ঘরে চিরদিনান্তরে । সখি না হইয়া দুঃখ ভাবিস অধরে
এতক শুনিয়া তবে সখী সঙ্গে করে । সখীরা লইয়া রাখে নিজ বাসঘরের
নবস্ত্রীরে হেরে সাধু আনন্দিত মন । আইস ২ প্রিয়সী হে কহিছে তখন
প্রিয়বাক্যে রমণীরে তোষে সাধুগত । স্বকীয় তাহাতে হয় অতি দুঃখিত
আপাদ মন্তক ধনী বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া । পতির পক্ষ্যে করি রছিল শুইয়া
কত মতে বুঝাইল সাধুর নন্দন । সে সকল কথা ধনী না করে শ্রবণ
বলে ছলে বিনয়ে, বস না হয় বধ । কেমন বলে তাঁর না দেখিল সাধু
ঘোঁর্নেতে রছিল কিছু নাহি কথা কয় । আত্মানে নিহা যার সাধুর তনয়
নিদ্রিত হইল পতি দেখিয়া তখন । উপপতির স্থানে ধনী করিল গমন
পরেতে কিঞ্চিৎ নিশি হতে অবসান । পাপীয়সি আসি তখন করিল শয়ন
ইহার রক্তান্ত সাধু কিছু না জানিল । নিশি অবসান করি বাহিরেতে গেল
সাধুর প্রিয় কৃত্য ছিল এক জন । বিরলে ডাকিল কহে প্রিয়বাক্য
শুনিয়া সে কৃত্য অতি মৎকৃত হয় । বনে ২ করে হইল সাধুর সাহস

পরে নিব। অবগাম বামিনী আইল। আনন্দিত হয়ে সাধু জনদেরতে গেল ॥
 গুণ মিনীর ব্যবহার ধরিয়া তখন। পাণ্ডুরমী করে যে, স্বরূপ আচরণ ॥
 যেই জন ভুতা ছিল সাধুর সহিত। গবাক্ষেতে দাঁড়াইয়া দেখে অবিরত ॥
 হৃদয়িল যেমনী তবে উঠিয়া যে যাম। পশ্চাৎপাকিয়া ভুতা সংহতি সেখানে ॥
 সকল রক্তাঙ্ক তবে দেখিয়া নয়নে। ভরিত গমনে পুন আইল তখনে ॥
 উক্ত কথা কটীরেও কিছু না বলিল। মনে করে আমি হইয়া দিব সত্যিকসর ॥
 এই যুক্তি সার করি মনেতে তখন। পরেতে যখন হৈল নিশি ভাগমন ॥
 ভুতা তবে চুপে ২ বাহির হইয়া। উপনীত হইল ভুতা সেই স্থানে গিয়া ॥
 বেশে কেঁয়ালিনীর ঘরে শয়না পাড়িয়া। যুবক পুরুষ এক আছবে হইয়া ॥
 তৌক্কলীপাতে তারে আনে বয় করি। অবিলম্বে ভুতা পুন আইল যে কিসি ॥
 পরে মনী কিছু কাল বিলম্বে তখন। পতির তেজিয়া সেবা করিল গমন ॥
 ভাগ্যের বসে মনী হৈয়ে অচেতন। মৃত উপপত্তি লয়ে করে আলিঙ্গন ॥
 অগের চক্ষুণ গীত্রে করিয়ে লেপন। বলে এই তাড়ুল যে করত তখন ॥
 মৌনেতে রুটিনে কেন নাহি কও কথা। উঠ ২ প্রাণনাথ থাও মোর মাথা ॥
 আঁধারা হইয়া মনী করয়ে চুপক। ঘরিরাজে বলি জ্ঞান হইল তখন ॥
 গিরে করাঘাত স্থানি করয়ে রোদন। শোকসিক্ত মাখে যেন হইল পতনী ॥
 ক্রকান্তি কান্দিতে নারে ব্যাচুল সদয়। হায় হরি কেন এত হইলে মিদয় ॥
 যত বলে কেন কাল হইয়া বিবাদিনী। যেমন কর্ম তেজি কর হইবে এখনি ॥
 পরেতে যখন এক অপরাধ আশঙ্ক। এ হৈল পাতক করু নাহি হয় সম ॥
 রক্তকোপরে ছিল যক্ষ এক জন। হৃদয়ে থাকি দেখিলেক সার বিবরণ ॥
 অবিলম্বে শনে গিয়া প্রবেশ করিল। প্রাণ দান পেয়ে যেন উঠিয়া বসিল ॥
 বলে ধরি লুপতির করয়ে শৃঙ্গার। দস্তেতে বাসিকা কাটি লইলেক তার ॥
 পূর্ণমত মৃত দেহ পড়িয়া রহিল। পুনর্বার যক্ষ গিয়া হৃদয়ে উঠিল ॥
 কহিলে, রহিল ধার। তিতিল বসন। ইদমন্তিকং ফল ফলিল তখন ॥
 জগৎপতিপদে দুঃখ অধিক বাড়িল। কান্দিয়া ২ মখীর মিকটে চলিল ॥
 কহিলেক, রুতির লোক বিবরণ। গয়ার প্রবেশে যজ্ঞনাথের কথন ॥

কন্যার প্রতিসখীর উক্তি।

ত্রিপদী।

সখী বধে কি করিলে, সর্ব দিক্ গুচাইলে, কলঙ্ক নাগরেতে ডুবিলে।
কহিবাব কথা নহে, ধনে দুঃখে তনু নহে, তাবহার বিধি কি করিলে।
এখন মজল চাহ, পতির নিকটে যাহ, বাক্য হবে মিথি পোহাইলো।
কান্দিয়া জাগাও সব, জিজ্ঞাসা করিলে কবে, আমি মোর সখীকে। কাটিলে
সখীর বচন শুনি, হরষিত হৈয়া। খনী, কনকিনী চকিত কখন।
অতরণ ভায়াগিয়া, ভূমে গড়াগড়ি দিয়া, উঠিলে কবে বদনে বোদন
শুনিয়া কেন্দনের ধনি, আসি জনক জননী, কন্যা প্রতি কখন জিজ্ঞাসা।
ছুখিনীর নক একি, ভূমিতে পড়িয়া দেখি, কে তোমার কাটিলে নাক।
কান্দিয়া কয়, শুন পিতা মহাশয়, ডাকাইতে বিতর্কিত হইবে।
একি করিলে জনক, ক্রোধের নাহি ভয়, ছাই মিষ্ট পতি। কন্যার
ওরে বিধি নিদারুণ বিদ্যাবে করিলি খুল, যেন দুঃখ লিখাইলে তালে।
এই শাস্তা কখনো, কন্যার পুরিষ দেশ, লোকে মুখ দেখাবে কি বলে।
ভুলেতে প্রবেশ হব, নতুন গরল খাব, না বাখব এচার জীবন।
শুনিয়া কন্যার কথা, হেঁদাছিতা পিতা মাতা, জামাতারে করয়ে তৎসম
ওরে ছুটি ছুরাচার, নাহি জান কিছু তোর, প্রতিবাদ করিব ইহার।
কাটি রমণীর নাশা, রটাইলি কিছু ভাষা, মৃত্যু বুঝি নিকটেতে কোর।
বিশ্বর সাধু নন্দন, জানিতেছে মনে মন, শুনেছি নটন্য কান্যাংগতি।
কাল সপ খজা ধারী, উদানে অবশ্য তার, অবিশ্বাসী নারী নট জাতি।
জামাতা প্রস্তরে কয়, শুন মাঝ মহাশয়, আমি কিছু না জানি কারণ।
সে কথা কে শুনে তার, সচে করে তিরস্কার, বলে কোথা না দেখি এমন।
তবে লকে জামাতার, রাজার নিকটে গায়, কহিল সকল বিবরণ।
রাজা বলে ছুটি বেটা, রমণীর নাক কাটা, ডাকাতির সখী এই জন।
স্বাধীনতা বধ খাল, দেহ লয়ে বলিলান, কণা অহুসারে প্রতিবাদ।
শুনিল রাজার কথা, অন্তরে পাইয়া কথা, সাধুত কান্দিয়া রিকম।
প্রণাম করিয়া কয়, শুন দুঃখ মহাশয়, কাশনার উচিত প্রণয়।

বৈজ্ঞানিক পশুপতির প্রতি বারনারীর চরিত্র ব্যক্ত করিলে।

পর্যায়।

আমি এক প্রাণী বসি শুনি সাধুসহ। বেণারি হস্তাক্ষর, প্রতি সঙ্কট।
 বাহিরে শরল ভাব অন্তরে গরল। মিসি ও সি দুই দাঁ সি মসি ও সি
 দেবন ধানের আশে কাঁধে মিষ্ট ভাসি। যদি না চারি দিকের কান্ডাধারি
 গীত কহি শুনি যদি দোখ ধনধান। অকারণে কহে কান্ডাধারি
 মোহ বৈষ্ণব। মন্ত নাহি জাতির বিচার। দিহকা করেন। পেয়ে মেথর চাচারি
 একশে দেখিতে পাই গ্রামান সহর। অভূত কলিকাতা ধাম নাহি যার পর
 রত নত বেশ্য। আছে সহর অগুনৈ। যচার মেঘন সীতপাতি কাণে চুলেই
 হিন্দু কিম্বা যবনের ওখতান একি। যৌথিকেকে সর্বময় পারিকেকে বৈষ্ণব
 অসাধা সঙ্গী। কহ তাহাদের কাঁধ। পূজকে এলর করে নাহি হুত লাজ।
 তিনেকেকে সঙ্গী। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 প্রকৃত্যে না এমনিবে পারব সমান। বলে হোমার সঙ্গী। কহ তাহাদের কাঁধ।
 যে অগনি ধানেরের স্বর্গরত। পায় মোলদা প্রকাশ কার স্বহস্ত জায়া।
 এক জনকীছে করে মাসিক বন্দবস্ত। অথচ অপার আঁখ। লোকে সদস্য কর
 সাবক্ষণ মাত্রে যদি পায় নত জন। অথচ কহেন। কহ তাহাদের কাঁধ।
 পূজকের সহ মঙ্গ। করে মাকামাকি। এমনি মজার গলে চুরি নেওড়া ব্যক্তি
 ধনবান হইলে তারে চিনে ন। ছাড়ে। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 জাতিরে এলায়ে মন। শিরীত বাসায়। সোপানে মাজির। কহ তাহাদের কাঁধ।
 খুঁকি ও খোকাখণ্ড। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 সেই রূপী তাহাদের প্রকৃত বান্দব। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 পরের হৃদয় ধন। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 পরের করে প্রেম পাইতে নাথেন। পরের বেদনা কহ তাহাদের কাঁধ।
 জ্ঞানের সাবধান। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 বৈষ্ণব পিরীত খেল দাক্ষীর মাস। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 নাবুয়ে সে মাগাতে মাত্রে সেই জন। নিশ্চয় তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।
 আগলোক বিচার না করে হিতাহিত। কহ তাহাদের কাঁধ। কহ তাহাদের কাঁধ।

কিন্তু সঙ্গীতমী উদয়, তার অমুগত। বল বুঝি নয় তার হৈয়ে নাথ হত।
 যনি অগমান লজ্জা ভয় পরিহারি। যোগাধি তাহার মন আশপন করি।
 কহকে পাইয়া যে যে তাগেই এমন। যেতপ পিণ্ড পাঁকে ঢকী-ঢকী গন-
 ত্রাত্তিক উদয়র সমান মিলন। কহিতে সে মন কণা তুলে খোঁপোড়ে মন।
 এইরূপেই এত। পদ মাকলী। শিল্পিত করিবে শেষে বদ্যে পরিণত।
 তাহার পরেই যে যে যে যে। কাণ্ডজ্ঞান নাহি থাকে সে। তাহার
 নদীর কহকে ভুলে না হইবে রাজি। ভালবাসা তাহার সকলি ভো। তাহার
 প্রথম মিলন কালে কিছু যথোদয়। হত পদ তত হত তাহার মন
 শিল্পিত উপমা যেন কালতক যম। শিল্পিত সাগর উপ মিলন।
 সঙ্গীতমী হতে জাননাশ করে। হত তত কোরে কোরে শিল্পিত
 হত মন পদপদ মন দিয়া কন। বদ্যমারী সহ প্রেম করো না
 প্রাণের একম কহ না কহ মনন। হতনাথ অধমের এই মন মন
 সঙ্গীতমী হত মন পদপদ পদিত দেখ্যে বিসময় বাক্য করেন।

ত্রিপদী।

এক দিন এক গলে, বৈশ্যার আলয়ে চলে, দুই জন এগার বৃদ্ধি।
 শিল্পিত করিয়া বাণী, যুগেতে যথার ভাব, কহে যান বামিরা দুই
 ভকীণী পরেতে কাম, শুনিয়াছি আভাব, কিয় মন হউক নিশাম।
 সঙ্গীতমীপথে রথ, বৈশ্য মনে গণা হত, লক্ষ্যমণি মন দে প্রকাশ
 হুটি নবতার পরে, উদয় তাহার মনে, দেখে মনমুগ্ধ মন
 বৈশ্য যে মন তাব, আকাশিয়া, মন তাব, মনমুগ্ধে মন
 তাবুল মতি সহরে, যোগতিল উদয়র পরে কবে মনমুগ্ধ
 বহুবিধ কাথা ছিলে, উভয়ের মন কখন যে বুঝিবে তাব
 পাশ্বে মনমুগ্ধের কর, এক বার কখন যে হইবে মনমুগ্ধ
 মনমুগ্ধ মনে মনমুগ্ধ, হলে মনমুগ্ধ, মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ
 মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ, মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ, মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ
 মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ, মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ, মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ
 মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ, মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ, মনমুগ্ধ মনমুগ্ধ

দেখি না কি, আনিয়াছ, বাসি কি গরম পোয়েছ, স্বপ্ননা কি হঠাৎ উন্মাদে
 জিজ্ঞাসি এই বাণী, অস্বাদিত হারে চম্বী, পাত্রেবর কথারথতে সিন্দা
 কতাক্রান্তি এটি করে, কৌণ বাক্য অমৃতাংক নমুনার গন্ধাশ করিল
 হোঁর এককণ্ডভবে, বলে ভাই এ কি হবে, কেন তুমি মিছে বকি পেলো
 দেয়রা শুধিছ নিউ, ভোজনাগ্রে আসি এত, কামবক, তুমি ভাঙ্গানে
 তুমি ভাবে বকিলে, খেদাচিত বাগেতে, জীবীর ভাগ্যে যদি এলো
 সৌখিন্য, তবে, হাখিবীর উত্তর, মন, পেন কেন মিনে হইলে
 তুমিদের সৌখিন্য নয়, কি কহিব মহাশয়, নতুংহ বে হইক বিত্তি
 আকি সুপ্রভাত নিশি, করে পাইয়াছি শবী, ময় ভাগের নাহিক অবধি
 আমি যে অস্বপ্নজাতি, রাজানি কোন মিলতি, গুরুধ বে স্তম্ভীয় নিশি
 আশি উইয়, কেন ধনে, কি কপে ছাড়িন প্রাণে, বাসনা হোঁরতে মিরকি
 সাক্ষীর মন্য বাক্যেতে বসুধের মনোহেত, প্রকৃগত ভব যে অপার
 মেহে যেন টানযুক্ত, তোমার বচনে সুখী, যে চতুর্কম কি কহিব জারি
 নতুংহে, সামান্য ধনী, রমণীর শিরোমণি, সুকিলায় বচন কৌশলে
 হেরি তব সুরিত্ত, বড়ইল হৃদয় মের, যে বিচিত্র কছিলে, শরৎক
 তবে কিছু কণ পরে, মিলান লবে করে, অমৃতভাগ ধনীকে যে দিল
 মানবিক রস ভাষ, করে ডালা পরিহাস, তরে নিশি অমৃতভাগ
 পকাতের মন মন, নাজি করে রস উনু, পাত্রেতে এবর্ত সেই রসে
 মিলাইয়া বরে করে, কত রস ভজ করে, ছাপর পালাছাপরে বকিলে
 পান পরে মুখামৃত, অধার বশন, যাত, রসনে রসন, 'দম' জোরে
 করে কপে মনপান, পাত্রে দিয়া বহান লগান উরিয়া, মুক্ত হইলে
 দিয়া কর পাত্রেথরে, কামবক মর্দন করে, মনর বদন সুখি
 রাজনীর রসবসে, শবের মনরে আসে, মোক ভাব কুছাড়া জীবন
 গলে দিয়া জুই হস্ত, উভয়ের মন, যত কি অপূর্ণ পদার্থ আন করি
 বরিয়া ধনীরা পান, পেলেন স্বপ্ন সংসার, হাংখু পান সব পরিহরি
 মাতিয়া করিছে রমণ, যত নীরজিত মন, বরণের কৌশ পরি গলে
 সংযোগ করে উভয়, একত্রিত রসবস, শবের মনরে মিতরামণি উরে

নিষ্ঠুর হইয়া গেল খোকাটা ২। দেখান বসন সেন চেতন ২। তবে গহিনীর প্রাণ বসেন ২। বিশেষ পাতনা বস্তু সেনা ২। ককণায় রূপগত কামনা ২। মণিক দিয়া আহার সেন দেবনা ২। মোম রাখা কথা সেন বসেনা ২। এদটির পথেবেরেখা চেলনা ২। যেন সেনা শিব পালে দেবনা ২। বন জা বসেন যমু খেওনা ২।

লক্ষ্মীপতির লটিগমন এবং পুনরায় আসন - তাহার
স্বভাবের বিবরণ।

পূর্বাপর।

লক্ষ্মীমণীর এই রূপ চাতুরি রূপ ২। আবদ্ধ হইয়া তবে বাস যমু নদী ২। নন মধো সেই রূপ ভাবিন ২। বস্তু বসনে গহে উত্তরিল গিয়া ২। লক্ষ্মী নাম রূপ নাম সব পরি হরি। কবরে ভাঙা তার লক্ষ্মী হেরি হরি ২। যেই রূপ ভাব তার কি কছির কার। বিস্তারিত মন কিছু লক্ষণে কথায় ২। হারাইলে মনি যেন করিল দশায়। বসন হারাইলে গতি খেইরুপ ২। বাজা হারাইলে যেমন রাজার দশা। পক্ষি হাবায় যদি আপনার বসি ২। শুক হাবাইলে বসন শরীর ষ্টেট। মজুম মধো যদি গাতি গিয়া ২। হাঙ্গল শিব। যদি ওহা নাহি পাখ। বন ভেদে জোদ্ধা যদি হারি ২। গাভী নারী হৈয়া যদি পতি নাহি পাখ। নারি শূন্য যদি কটে মীনের কমা ২। প্রাক্ষু হাড়। যেমন গোপীগণ হয়। ভূসামে পড়িলে নৌকা যেই রূপ হয ২। কুদারিত শিশু যেন মাতৃ হারা হয়। সেই রূপ লক্ষ্মীর ২। টিল দশায় এই রূপ সবস্বার থেকে লক্ষ্মীপতি। তুরীত গমনে পুন উদয় হয় তখি ২। অমল। অতুল। নিধি হেন জন করি। প্রকল্প স্বদয়ে মদা মিবকে প্রকল্প ২। হামিরা হামিরা কম সমদর বানী। শুন শুন বনী ময় দুখের লাহিনী ২। কত কষ্ট লক্ষ্যরূপে নাপার বলিতে। না হেরিয়া সব মুখ যে কণা বিশীত ২। লক্ষ্মী কব অধো বুথে ওকণ। তুলনা। আমার যে জালা তার কি দিব তুলনা ২। লাহিনী শি ছিল। কিবল মৃত্যু হৈয়া। সে তাপ হইল দরজোয়াকে হেরিয়া ২। উত্তরের মধ্য কথা উত্তরেতে বলে। কিছু দিম এই রূপ সমভাব ২। ক্রমে ক্রমে তাহার রূপ আশীষ বুদ্ধা। আদর হইল দর তাতে চকু লাহিনী ২।

তপাগিণী বিধি মতে করিয়া চাতুরি । অর্থ কিছু লইলেন করি তাড়াতাড়ি ॥
 বাবুজীর মন মধ্যে এই ভাব হয় । প্রিয়সীর স্থানে, মোর মান কিসে রয় ॥
 হেথ, হৃদয় মাতা পিতা, অভাবে সদয় । সর্বদা করিয়া থাকে অন্তরে রোদন ॥
 এক বস্ত্র শত খণ্ড স্ত্রীর পিছন । বাবুজী ব্যবহার ক'রে সেট সর্ব কণ ॥
 যত্নবলে কি কহিব কহিতে হাসি পায়ে । বাবুজীর পথের স্বভাব এই হয় ॥
 হেথা কটনীর কুস্তিগিণী তখনস্থিত মনে । সখুময় বিনয়ণ বলে লক্ষ্মী স্থানে ॥
 বলে অদ্য বৈকালেতে আসিবেক হেথ ॥ শপথ করিয়া গেছে নাহিক অন্যথা ॥
 শ্রাবণের লক্ষ্মী তবে ত্বরান্বিত হয় । অমায় উপপাতি তবে বার করে দেয় ॥
 রক্তন করিয়া শীঘ্র চুলাসাক কবে । পোপনে সে দিন ধনী ভোজনাদি গারে ॥
 মধ্যাহ্ন সময়ে ধরায় অঞ্চল পাতিয়া । যেম অন্নাহারী মত বহিল শুইয়া ॥
 তবে কিছু দণ পেরে বাবুজী ওখন । পোষিত হইলেন লক্ষ্মীর সমন ॥
 দেখিয়া লক্ষ্মীর ভাব সেই রূপ তবে । বহু বিধ স্তুতি তাবে করে নানা ভাবে ॥
 যদি অপরাধি হই তব রাজ্য পায় । ধর্ম কর শাসি সুখী এবার আশ্রয় ॥
 নিতান্ত হোমার আমি ভয়গুণ হই । অনুগত জনে রোষ কেন রসমই ॥
 কি দোষ পাইয়া গ্রাণ করিছ রোদন । বন দেখি চন্দ্রাননে স্বরূপ বচন ॥
 যিনি আমি দেবী হই যেনেছরে গ্রাণ । চরণ কমলে বরি তাত্ত অভিমান ॥
 তুমি যদি হও কষ্ট ও বিধু বদনী । তবে আর কার কাছে যাব যিনে দিলী ॥
 সর্ব শাস্ত্র পরিহরি মজি কাম তত্তে । উপাসক হইয়াছি লক্ষ্মীমণী মত্তে ॥
 প্রেম শূণ্যমন্ডে বসি আশ্রয়ণ শবে । বাহনে সাহস বোধ জপ করি এবে ॥
 ভূত ভৈরব দৈত্য ডাকিনী বোণিনী । প্রতি বাদী হয় কত ও বিধু বদনী ॥
 তথাপি না ছাড়িলাম জপ অবিরত । নামের গুণেতে বিধু সব হৈল হত ॥
 কাম মনে গ্রাণ পনে করিয়া বতন । অদ্যায় সাধিয়া পাইলু তোমা হেনধন ॥
 বরা করি বসি মোরে স্থান দান দিলে । হার ঘরি পুত্র কেন নিদর হইলো ॥
 আমাটহুইলেন মিলি পেরে থাক অশ্রমান । দেখিল উচিত কণ্ড যে হয় বিদ্যমান ॥
 এই রূপ বহু বিধ স্তুতি কতি করে । হস্ত ধরে উঠাইলেন দ্বিগুণ শোক বাজে ॥
 দরশনেতে লক্ষ্মীপাতি বিক্রীত স্বয়ং । মাতা খাণ্ড গা ভোজনহে সবিবরে কট ॥
 কিছুতেই ক্ষান্ত নয় রাগে পরিপূর্ণ । তাহা দেখি বাবুজীর মন অতি ক্রুদ্ধ ॥

এই রূপ উভয়ে আছেন ব্যাপারে । কুটিলী কুটিলী করে আছিল সব্বরে ॥
 ঠেক বাঁকাতে কহে বাবুজীর প্রতি । দেখ বাবু তোমা যিনে কাতক দুর্গতি ॥
 তুমি রাগ করে ছিলে মায়ার ঘর । তেজে । সেই অবধি লক্ষ্মীর ধরায় যে নাযো ॥
 যা হবার তা হইয়াছে । দিনের কলহ । অনাহারে আছে এবে উপায় করহ ॥
 কান্তি হর্ম সার হয়ে গেছে এক পাবে । কেন বাছা মিছে দ্বন্দ্ব কর এমন করে ॥
 মিছে হানে নাহি গুণ কিবল অসুখ । শত্রু হাঁসে কুচ্ছ ভাষে মর্মে হয় দুঃখ ॥
 যেমন কন্দ তেমিনীকল কপালেঘটেছে । যেদোষসে সকল আমার হইয়াছে ॥
 উপবাসী আছ ধনী দেখ বাপু চেয়ে । উঠাইয় করাহ ভোজন শাস্তনা করিয়ে ॥
 উঠাইতে হয় কত, অভিমান হবে । সাঁথের করাত হয়ে দুদিনে কাটিবে ॥
 তাতেতুমি কেনমতে বেজার হওন । প্রবেশ রূপেতে তারে করিবে শাস্তনা ॥
 এই কথা শুনিয়া তখন লক্ষ্মীপতি । মিটায় আনিতে মান আতশীদুর্গতি ॥
 নিজের আহার সিনা কঠর ছিলে । সে ধর্তবা নয়, বিরস বদনে চলিছে ॥
 কাপনায় কুধা কুধা দুখেতে হরিল । ইউ পূজার দেবা সেন হাজির করিল ॥
 কত সাধা-সাধনা করিয়া তার বার । মুখে জল দিয়া ভুলে ধুলার ধসর ॥
 আর তত গরবেতে এসাইয়া পরে । আদর না ধরে গায় বলিহারি রাঁড়ো ॥
 তৈল মর্দন জাদি করিয়া যে দিল । কলসী করিয়া বারী গিরেতে ডালিল ॥
 প্রসন্ন-মুখে দাঁড়ি । যে করিল সকল । বসন কাচিয়া দিল হইয়ে সরল ॥
 মাতা পিতার প্রতি কছু নাহয় ভক্তি । দেবতা ত্রাণপ্রতি নাহি ছিলে প্রতি ॥
 সে দকার নাহি জান অজ্ঞানের মত । ঠৈশন কালেতে যেন শিশু বুদ্ধি হত ॥
 জগের বাবুজী যে সব্বরে তখন । মিটায় আনিয়া দেয় তাহার সদন ॥
 বুকনে বদনে তবে ভুলি ভুলি দেয় । বজীমা বয়ান করি অবিরত কহ ॥
 নতাপরে এনেছিস বাসি করে কার । কুতুরে ভক্তিহে নারে মুষ্য কিছার ॥
 ইহা বলি পদাঘাতে সকল ফেলার । খাবনা খাবনা বলি অবিরত কয় ॥
 ইহা দেখি বাবুজীর হয় দুঃখ নতি । রূপ ধরিয়া কত করে যে মিনতি ॥
 কত কন্দ করিয়াছি তাহা না করিবে । তা হলে কি অনাহারে ধূলার রহিবে ॥
 যদি কোন কাম হাতাডিলেক নাথাকি । ধাতাধর পিতে কি রেখেছি বাকি ॥
 ইহা শুনি লক্ষ্মীপতি নখিনরে বলে । উঠাই সময় হয়ে তালে নয়ন জনে ॥

দেখিল যে কিছুতেই নাহিভাগে যায়। বাস্তুকুল নয়নে উল্লেখিত বোঝে চান।
 তাহা দেখি লক্ষ্মীমণী উঠি শীঘ্রগতি। বাবুজীর চলেথারি করে যে দুর্গতি।
 বহু বিধি মতে তারে দিল যে দণ্ড। অবশেষে বহু বরি কসে খণ্ড খণ্ড।
 তখন সে বাবু হাসি। নাবিনয়ে কয়। যে ক্ষতি করিলে তুমি কারিবে কাহার।
 তবে কিছুক্ষণ পরে ধনী যে হাসিল। দরশনে বাবুজীর দুঃখ দুর জন।
 এমিগে কর্তার দক্ষা করিয়াছে শেষ। বেশ্যার যে ভাল বাসা কি কব বিশেষ।
 সে বোধ হইছে তার বুজিগেছে দূর। হয়ে আছেন বাবু যেন পালিত কুকুর।
 লাগি বাণী দিন গেলে কত শত হয়। নেমকের চাকর যেন ধর্ম চেয়ে বর।
 মনে ভাবে ও কথা। প্রসমেতেই বলে। জানেনা বাবুর ভিত্তার ঘর যে ঢালাই।
 এই রূপে কিছু দিন গত হইয়া যায়। পরে শুন বাবুজীর শেষে কিবা হয়।
 ক্রমশ যখন তার কথ্য মুদাইল। দিন দিন সমাজের অন্ধর উঠিল।
 দৈব যোগে একজন আসিয়া ঘটিল। আপিসে ভাঁই হবার দরখাস্ত করিল।
 পিটিসেন শুনিয়া তবে কর্তা মহাশয়। পুরাতনেরে ডিষ্টারী অমনি বোঝায়।
 সে পুরাতন না শুমিল কামে। বরতরফ করিয়াছে কিম্বদ কামে।
 এতদ্বি যেমন আসে সেইরূপ আসি। দেখিল হটাত গিয়া গৃহতে প্রবেশি।
 কীথা হইতে আসিরছে নব একজন। দোয়াতে কলম দিয়া করিছে লিখন।
 তবে দেখিয়া তবে বাবু মহাশয়। বলে বিধি ঘটানো আমারে কি কার।
 জাতি উদ্বাহিত হইয় তখন। আপীল করিতে বাগ কুটিনীর সন্ধান।
 আপীলের কর্তা বলে কি করিব আমি। শমন খরচা দিতে অপারক তুমি।
 একগণ্ডে আমায় দায়ে এই হয়। ওকালতি কর তুমি থাকিয়া তখান।
 ইহা ভিন্ন আমার অন্য নাহি যায়। বুঝিয়া বরহ কথ্য যে উচিত হয়।
 আপীল অগ্রাহ্য শুনি বাবু মহাশয়। পুনরাপি ভক্তি হবার আসয়েতে হয়।
 এইভাবে প্রতি দিন বাতায়িত করে। অনুভব মন মধ্যে যদি ঢাকে ফিরে।
 সে আদর বুচেগেছে আশা কিনল দণ্ড। আশার আশয়ে বৈধ ফিরেন বারি।
 যদি প্রিয়োগ ক্রমে কখন কোন। লক্ষ্মী কয় কলচর করোনাকো দেখ।
 অমনি চোরের মত টেবশে এক পাশে। শুলান বৈরাগ্য হেন থা করে হরিহর।
 পূর্ব কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া। চকের জনতে হার বন্ধ যে জালিয়া।

সকল বনেগোড়ি মুখেলজ্ঞা কিহলোনা। ঘরেরিরা কাঁচা দেখিলি জ্ঞে কোটনা।
 বার বার এই কথা বলিতে বলিতে। তখন মৈরাশ হয় আপনার চিতে।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতানা সকল দেখে শূন্য। সর্বনাশ হইলে ঘেন হয় মন দুর।
 সেইরূপ তার ধরি বাবুজী তখন। রোমন করিয়া পরে করেন গমন।
 অন্তঃপ্রপত্তপতি শুন মোর বানী। সধকেশেতে কহিলাম বেশ্যার কাহিনী।
 এইকণেতে যেই জন চতুর হইবে। বুঝিয়া ইহার মর্ম, কর্ম, যে করিবে।
 প্রাণে অরি জোয়ার বলি কিছু বানী। বেশ্যানাঞ্চ কুত স্নেহ অন্তত কাহিনী।
 গুণগতির প্রতি দ্বিজবরের পুণ্য। প্রস্তাব ও বেশ্যানাঞ্চ কুত স্নেহ নয় না।
 সীতার। শুদ বাপ পশুপতি আমার বচন। ধর ২ হিত বলি স্নেহ শূরণ।
 কাপিনী পাণিনী বার কাহিনীর সনে। মজনা মজোনা তার মন আপনের
 পড়োনা ২ তার কহাব জানে। দিওনা ২ মুখ, সে নিবন্ধ গণের
 যেওনা যেওনা কতু যেওনা যেওনা। যেওনা সে দিকপানে যেওনা যেওনা।
 করোনা করনা তার মুখ মধুপান। মজোনা মজোনা সেন হরিহর।
 চরোনা চরোনা কতু বার নারী বনে। রেখনা রেখনা কতু হেন আশা মনে।
 বজ্রবাজি জিনে কাজি, বাজিবর হয়। বাজিসেধোবাজি হয়ে পড়োনা কথার।
 ভক্তিমান, মিত্র ভাষা ছেনালীর ঠাট। সকল অলীক তার মাটুর নাট।
 হুকুমদোবে অর্ধ লোবে হরে বুদ্ধিবল। পরে প্রাণে জেনেবের বিচ্ছেদ জনল।
 বিপার ব্যতিক্রমী বীরনারী দুঃশর। পবিত্র চরিত্র করে অপবিত্র মর।
 মোকে করে অপনার সাধ নাহি পুরে। বিপদ আপদে মাতে প্রাণধার ধূরে।
 মাটুনা মজনা হয় অঙ্গ অঙ্গতার। গলে ঘোলে অপবান ফুলমর হার।
 দিক্ মন দুখল সদা পূর্ণ হয়। মাদক মাধক হৈরা সদত প্রময়।
 টেড় টেড়ি বাহুগিরি সমস্ত বাঁসনা। হাতেছড়ি টেকে ছড়ি কামিনী কামনা।
 লাহি থাকে তবু-জ্ঞান মতু হলে তার। মিথ্যার ভরেতে সত্য ছুটায় পলায়।
 জবজ্ঞান এতারণা গণেশের জ্ঞপজ্ঞ। কাটাইতে হয় কাল করিয়া কপ্পনা।
 বিভারিত নাহি হয় চিত্তে উদয়। কুপথে কুপথে গন্য হুইয়া হইয়।
 সত্যের রত্নদীরে কার সাধা চিনে। একত প্রকৃতি যে, জানে নাহি জানে।
 কল-ভাবিয়া বদনাথের কাঙ্ক্ষন। প্রাণান্তে এ কর্ম তাই না করে। বনম।

শিশুপতির বাহিনী-কবিতার উদ্ভাষণ।

ত্রিগুনী।

এই রূপে সাধুরত, শিক্ত করে জ্বরিত, শুভ জার শেষ কথা বসি।
গত হৈল চারি মান, নদীর প্রাণী ভাষা, আর সে যে শিখির সঙ্গীত।
শিখিল পোনের আন, বক্রি আছে এক আন। এমত সময়ে দেব মনে।
এক দিন দ্বিজবর, গৃহে গেল কাশ্মীর, বিলম্ব হইল তার বাসে।
দেখিয়া বিলম্ব তার, জ্ঞানবলে কিম্বা আর, শিখির যে জেনারী কামিনী।
যাহা আমি শিখিয়াছি, যে উপদেশ দাওয়াছি, দেখিলাম চক্রে কোমরবার।
এই রূপে শিশুপতি, অস্তরে করি যুক্তি, বাহিনীতে উদ্ভাষণী হয়।
জাকি মন ভূতগণে, ভূমিরা মধুর রচনে, সকলের প্রতি করে কয়।
শুভ সব ভূতাবর, আর যত কণধার, যাব আমি বাহিনী করিতে।
বিলম্ব বিধেয় নয়, ঘুরাঘিহ সত্তে হয়, অবিহিত কর যে অবিহিত।
শুনিয়া সাধুর বাণী, সত্ত্বর হৈরা তথনি, করে সত্তে জাহাজের সজ্জা।
সত্ত্ব পোত সজ্জা, করে হয়ে আনন্দিত, সত্তে বাসে উপরেতে ধাক্কা।
কি কর জাহাজ শোভা, অতিক্রম মনো শোভা, করে তবে সুরিহিত গুহা।
গীতা ত্রা উপহার, সত্ত্ব সত্তে বহুতর, জাহাজের উপরেতে ভুলে।
বহুবিধ বহু ধন, মুক্তা এবল কাঞ্চন, এই রূপে তোলেন লান জাহাজ।
পোত তবে সাজিয়া, সত্তে আনন্দিত হৈরা, সত্ত্বরে জাহাজ সাধু প্রতি।
জাহাজ গুসজ্জা শুনি, অস্তরে চরিত গনি, বিনায় হইতে তবে বাস।
ঘুরাঘিহ হৈরা অতি করে জনমীর প্রতি, প্রণাম কাঁচা তাঁর পাখ।
শুভ জো জনমী বসি, বাহিনীতে যাব কাল, সদয় হৈরা দেহগে বিলম্ব।
শুনিয়া পুত্রের বানী, বাহিনী করে জননী, বিনায়েতে জনি বিনয়িত।

শিশুপতির বাহিনী-কবিতার উদ্ভাষণে জনমীর নিকট হইতে বিনায়।

ত্রিগুনী।

শুভ বাণ শিশুপতি, কি বাসিলে মম প্রতি, হেন বাস না বলিহ জাহাজ।
ভূমি বাসে পর বাসে, জাহাজ যেমত বাসে, বহিহ যে বিলম্ব জাহাজ।
মনে যে ছিল জাহাজ, বিবাহ দিয়া জাহাজ, বহু সত্তে গুহাতে বহিহ।

কিছু তারই বিবরণ, বিবাতার কি ঘটনা, কেবা জানে এসব হইবা ॥
 যে কথো পড়িল ছাট, ইচ্ছা করে আর কথো নাহি, ইচ্ছা হয় অন্যমনে গমনে ॥
 কেবা, ডামার খুখ, দশমে করি ক্রম, সেই মুখে গৃহেতে যে মানি ॥
 তুমি কেবা গিজো ফার, আমায়ের কে দেখিবে, হেন জন কেবা নাহি মানি ॥
 তুমি জননী কথো, অহরে পাছিয়া, বাখা, বলে কেন মিছে খেদ ॥
 পাশুপতি বলে জন, জননী গো পুত্র, পুত্র, কেন মিছে করহ রোদন ॥
 দুমি বল হরিহরি, কথো তাপি পরিহার, হরি নাম বিপদ তর ॥
 যে জন, অধরে ধরে, নাম ভজ করে করে, তাহার বিপদ হরে করি ॥
 সেই নাম কন্য ধরা, আর কত অন্য কন্য, অমিতা ভাবনা ভেদ মরি ॥
 যখন ফেরা বলে হরে, তারি হৃৎ হরে হরে, শান্তে শুনি বাসের বচন ॥
 যে বা প্রেম ভাবে ভাবে, তার কল্যাণে পায়ে, নামসেতে অরণ্য মনন ॥
 যে বা ভক্তি বলে বলে, নিজ শত্রু দলে দলে, তার সম নাহি আর ভজন ॥
 কেন বল ভব ভয়, সদা বল জয় জয়, বাধারূপ ঘোরে কর মুক্ত ॥
 কন্য নাম ধর ধর, তিমি ধরাধর ধর, দশনীর জলন বরণ ॥
 প্রসাদের বসে বসে, এখন সর্বদা, রসে, মানসেতে কর গো মনন ॥
 এই রূপ পাশুপতি, বলেন জননী প্রতি, প্রবেশ রূপেতে কত বাণী ॥
 পদধূলি, জননীরে, দিয়ার হয় সমুদ্রে, পদধূলি নইয়া তখনি ॥

পাশুপতি তারাপতির নিকট হইতে বিদায়,

ও উভয়ের কথোপকথন।

পয়ার।

জননী পুনঃ ঈহতে বিদায় হইয়া ॥ পিতৃ মণ্ডার নিকটে উত্তারন ইয়া ॥
 কল্যাণিত উপনীত তারাপতির স্থানে ॥ পদধূলি, টলরে কহে সিন্ধু বদনে ॥
 কল বলি মহাশয় কহে নিবেদন ॥ বাণিজ্যেতে বাব কল্য করিছি মনন ॥
 কলএব সদয় হইয়া মহাশয় ॥ আশীর্বাদ কর যেন বাজ, পুণ্য হয় ॥
 পাশুপতির কথো যে করিয়া শ্রবণ ॥ তারাপতি হিজাসেন দ্বিজের বচন ॥
 কল পুত্র দ্বিজের হইয়া সদয় ॥ বাণিজ্যেতে যাইতে গে, কল দ্বিজের বিদায় ॥
 পাশুপতি কহে তবে প্রত্যুত্তর বাণী ॥ কল্যণ বিবরণ যত দ্বিজের বাহিনী ॥

গিয়াছেন দু'মাসখি দেখা নাহি করে। কতদিনে কার্যসমেন ধার। কিস্তী তার
 আতএব বিলম্ব উচিত নহু লয়। বিলম্বেরে ক'র, নষ্ট কর' শাস্ত্র ক'র
 একনে, সফরে আমি যাই বহু প্রায়। সদয় হইয়া মোরে দেখ গো। বিলাস
 দিজেব আপা বাচা দিবেন প্রাচাবে। কোন রূপে বিজ্ঞ বেন দু'খনাহি ক'লে
 শুনি পশুপতির বাণী কহে জ্ঞানপতি। এক উচ্চাটন কেন দেখিত বসতি
 কিছু কাল বিলম্ব কর, শুনহ বচন। দিজেব লইয়া মত, করহ গমন
 কি শিথিলে কি শিথিলে কিছু ন জ্ঞানি। সববে দিদার চাহ, কোনে কাণী
 আতএব কিছু কাল বিলম্ব সে কর। দিজেবে সম্মত কর, মম বাচা ধর
 শ্রবণে বলেন, তখন পশুপতি। নটীবদা শিথিলে যে আর নাহি মতি
 যে রূপ শিথিলে তাদের প্রণালী বচন। কখন না করিব তো জুবনে শ্রবণ
 তবেই বাচয়লইয়া এই মোর মন। বিলম্ব করিলে শায়ে ঘটে ক'র
 এই কণ বহুবিধ দুগিয়া বচন। বিদায় হইল পশুপতিগণে স্থানে
 যত্ন বলে কি ক'র, জন পশুপতি। রমণী দেখিলে প্রাচ হর পশুপতি
 আতএব তাহে কি গৌরব কর ভাট। নির্বিদ্বে আতএলে দেশে বলিহানি যাই

পশুপতির বাণিজ্যে গমন।

ত্রিপদী।

পরদিন প্রাতঃকালে, সাধুসুত কতু হলে, সারলেন বাণিজ্যে গমন।
 সপ্ত পৌত সমভাগর, দাস দাসী বহুতর, অর্থ লয়ে অতি জগন্ময়
 মনে হরবিত রায়, সারংএর প্রতি কর, অতি শীঘ্র সনাগে যে পৌত।
 তাহা শুনি সারংএর, হইয়া অতি সহর, দলকিয়া দিস দীত মত
 ইতিহাট আগে যায়, আর সব পিছে যায়, ক্রমে গতি হতেছে প্রবর।
 যুরিছে হইল যেন, জ্ঞান হয় শুদর্শন, দৃষ্টান্ত কি দিব মত তার
 জল ভায়ে বহুতর, শব্দ হয় গুরুতর, শুনিয়া বর্ণনে জ্ঞানে তালি
 এই রূপ কিছু কাল, গমনে যে ব্যাজ কাল, পদে জন সন্দেহ যে বলি
 আছেন আনন্দ ভরে, এমত কালেতে গরে, সমুদ্রে উদর গির, তারি
 সমুদ্রে তরঙ্গ হেরি, সাধুসুত মনে ভরি, বলে নহে সীমাহীন প্রাণ
 স্বলদ্যে মর্শহ হয়, করত যে জল হয়, কোথা পৌত সাহিত্যেই না জ্ঞানি।

জানি, দান কোন ভর, মনেতে ঐধরয় ধর, তল তল সকলি অগ্নি জানি ॥
 গাথিতে যে অতি পোতে, কি ভর এতরসেতে, তারনা কোনো কোম যতে ॥
 এই কল সাধুগণি, কবিনয়ে বলে অতি, পরে দেখে কাম্যে যমুদ্রোত্তে ॥
 এক স্থলে বারি অতি, হইতেছে উচ্ছ্বসিত, প্রায় যেন চার পাঁচ হাত ॥
 তাহা দেখি সাধু বলে, দেখে সকলে মেলে, কি আশঙ্কা হেরি অকস্মাৎ ॥
 এবে অতি অসম্ভব, কুস্মিতে না পারি তাহ, পানির কি হেন গতি হয় ॥
 এ দুস্তান্ত কোন জনে শুনিয়াছ কি শ্রবণে, উবে যারে তহ যে নিশ্চয় ॥
 শুনিয়া সাধুর কথা, হৃদ এক ছিক তপা, নারায়ণ যথোক্তে প্রাচীন ॥
 বলে শুন মহাশয়, কার সাধ্য ইহা কয়, পুরি কথা হয় পুরাতন ॥
 তোমার যে পিতা মই, বাণিজ্য করিতে বেশ আসিয়া ছিলেন এত কলে ॥
 টান বসে কনয়, পোত টৈল তল যদ্য, এতদ্ব কি জানিবে সন্দেহ ॥
 সেই নাতলে বাকি বারি হয় উচ্ছ্বসিত, শুন এই শূর্যের কাহিনী ॥
 শুর্য্যগতে সাধু বসে, অতি খেদাঘিত, শুনি পিতামহের পূর্ব কাহিনী ॥
 পিতামহ যহাণয়, এমনি দেখিনি উৎস, মাঝে উৎস শব্দেছি শুকনো ॥
 কিন্তু তার নিমরশন, নদীর টৈল মরশন, বর্জ্যগো হেরি যে এক্ষণে ॥
 এই রূপ অনিবার, তাবে বাধ বহুতল, গারে শুন টৈলের টৈল ॥
 কাহিতে পোতে, দেখিলেই এ চিত্তে, যেন অগ্নি মনের রসন ॥
 হেন জানি মনে ভয়, নিবিত পল্লবময়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাহি চলে ॥
 জল করে অসুমন, অবশ্য হাতের জল নে সজে পাই এ কলে ॥
 তারি ইহা স্থিরতর, জলার পোত যত্নে জনে উপনীত সেই স্থলে ॥
 দেখিলে নদপ্রায়, দূরে অতি যমোদয়, রাজ পুরি আছয়ে সেখানে ॥
 মরশনে রাজধানী, আনিব টৈলে অমনি, অবিলম্বে লোহার করিল ॥
 বাণিজ্যেতে করি আশ, হতরে করি ভরসা, বুরাহিত ডহা বাজাইল ॥
 শুনিয়া ডঙ্কার বক, কোতলৈ যায় সব, পিত্তেতক শুনি হয় ভয়ত ॥
 বলে শুন মহাশয়, বাণিজ্যেতে কবতর, আমাদের ভূপতি, মত ॥
 শুর্য্যগতে পশুপতি, আসনিত টৈলে অতি, বাণিজ্যেতে উদ্ভাসিত হয় ॥
 শুর্য্যগত পশুপতি, উদ্ভাসিত অসম্ভব, কুখিব যে এই বার তোমার ॥

ত্রিগুণী । পশুপতি বাণিজ্যকরণার্থে নিযুক্ত ও রাজ্যের নীতি দর্শন ।
 জাহাজ লানিল ঘাটে, উত্তরিল সব তাঁটে, তবে যায় বাণ, অবেশমহে ।
 নিহারা হইল স্থান, পাবে, পশুপতি যান, জাহাজিত দেয়া মনে মনে ॥
 ত্রয়া আদি যাহা ছিল, তাহারেতে পূর্ণ ছিল বহুবিধ বিচিত্র স্থানে ।
 পাবেকিবা অবস্থানে, পশুপতি ভাব মনে, রাজ্য প্রজা, অহঙ্কি বাহ্যে ॥
 কেনি রাজ্যের ভাব, ত্রয়াদির কি অভাব, অবিহন, বিক্রম বিচার ।
 ৭ সব ভাবিয়া, রাজ্য, গমন যে পাম পায়, উত্তরিল রাজ্যের মগন ।
 দেখেন রাজ্যের ভাব, সত্য তথা পরাভব, নিরাক্ষর্য্য হেঁতুতে মনে ।
 তথাবার রাজ্য যিনি, প্রকৃত সে কলি তিনি, অনুভব হয় মনে মনে ॥
 নায় তার নটবর, গ্রাম হয় নটগর, হেন রাজ্য নাহি পরাভব ।
 দেখি তার ব্যবহার, রাজ্যে করি নিমন্তর, বলি পরে শুনিহ সকলে ॥
 রাজ্যে নাহি অনায়াস, কেবল যে বেশ্যাতর, নটী ব্যবসাই নৃপমণি ।
 কুমার, গমন মনে, উপায় যাহা করে তারা, মনে হয় রাজ্যে তথানি ॥
 তাহাদেব যে বা কার্য্য প্রত্যাহ ভূপতি দেহ, রাজ্য-কর নাহি লোনে লাগি ।
 যদি কোন বহু জনে, ব্যবসা করে সেখানে, দেশে কিরে জায় আগমন ॥
 কুলাইতে নাহি পারে, অর্থ যদি নিতে নারে, তবে তাদের অবশেষ হয় ।
 এইরূপে কত শত যে আইসে সাধুসুত, করে তাহদের সমস্ত হরণ ।
 দৌগত্য, দেশের রীতি, ভাবে মনে পশুপতি, ব্যবসার ভদ্রম দেয় ॥
 কিন্তু ইহা আছে পক্ষ কেবল নটীর বস্তু, কিন্তু তাহা শিখিছি সকল ॥
 তাঁহাব কিবা প্রজা, বাণিজ্য করিয়া, অন্য দেশ ছেড়ে প্রস্থান করি ।
 এমত ভাবিয়া রাজ্য, ব্যবসায় যুক্ত হয়, ক্রয় বিক্রয় ছেড়ু, সব ॥
 পর দিন প্রাতঃকালে, অগ্নে সবে নতুহলে, ত্রয়াদি করিতে যে ক্রয় ।
 ত্রয়া কেহ নাহি হয়, কেবল যে এতক বায়, নারে সবে বহু চলে আসন ॥
 সে ভাব পশিতে ভাব, লিখনি সে পরাভব, বলি কিছু সংকপ কথায় ।
 কেহ বলে মহাশয়, নিবাস তব কোণায়, জামিনাহু লিখনি হেঁতু ॥
 কেহ বলে ওগো দ্বিগুণী, পক্ষে এই গুণনিধি, কেন দেখিয়াছি কোন ॥
 ক্রমে তবে বাহা গণ, একত্রিত বহু জন, পরে শুনি তাদের কৌশল ॥

সংস্কৃত / সংস্কৃত

সংস্কৃত / সংস্কৃত

সংস্কৃত / সংস্কৃত

মোর মনে নর, ছেন কতু নয়, দশিটে উদয়, তাঁহু কি হবে
কেমন করিয়া, বিরহে জুলিয়া, বৈরস বরিয়া, যুগেতে যাব।
মরি এণি ব্যাধ, জীবন সংশয়, ককির কাহার মানের ভাব।
এই রূপে কত, টিহরে খেদাছিত, কহে অকিরত, ছেনাশী ছলে।
যত্ননাথ কস, ছেন জ্ঞান হয়, জুলিবার নাথ, ঢাকনি বোলে।

পশুপতির বাণিজ্যো নিমুক্ত :

আজ্ঞাপতি পদ্যক :

পরে হনহু, পশুপতি, পাবে গুণত, কীৰ্ত্তন।

পশুপতির বাণিজ্যোতে সে কপেতে গেলে।

সাপু হয়ে জটমতি, সাধু হয়ে জটমতি,

বাবসায় যুক্ত তবে হয় বঙ্গমতি।

শুনি সাধু আগমন, শুনি সাধু আগমন,

দেশ বিদেশ হইতে আগের কত জন।

সারা নটীর বাস, সারা নটীর বাস,

ভাব মনে বিরপেতে ঠকাইয়া আস।

ভাবা ভাবা নাছি নয়, ভাবা ভাবা নাছি নয়,

বসন্তা পুরকি কেবল দুলাইতে চায়।

যদি বিদেশী, যে আসে যদি বিদেশী ছে আসে

ভাষারি কেবল আসে নয় পদার মদন।

ভাষে ভাষে যেই ভাষা, ভাষে ভাষে ভাষা,

ভাষে ভাষে ভাষে ভাষে ভাষা ভাষা।

দেখি ভাষে পশুপতি, দেখি ভাষে পশুপতি,

বলে ছেথা ভাষে, বহু ভাষে ভাষা।

ভাষা থাকিলে নে ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা

ভাষা ভাষা পশুপতি, কি যে ভাষা ভাষা ভাষা

শুনি পশুপতি হইল, শুনি পশুপতি হইল

ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা

আগে করিয়া কড়াই, আগে কড়ি। বদা

একনে পালাইতে চায় এ কেমন কড়াই।

আর কিছুদিন থাক, আর কিছুদিন থাক

মটির অশালী মন বিজারিয়া দেখ ॥

পশুপতির বাণিজ্যের বিবরণ।

পর্যায়।

তরুণের পশুপতি বাণিজ্য যে করে। বটনারীর কথা কহু ॥ নামে পশুপতি ॥
কতমতে কত নীতি আছে আর কায়। সাংকে কুলান বড় ॥ সে সময় ॥
একদিন একরায়া আসিয়া যে কথা উত্তম। কি মতি আছে দেখেও জানি ॥
অরণেতে পশুপতি বরাহিত অতি। কত চিত্তইহা। মতি দেখায় ॥
মতি হেরি সে রমণী প্রকৃষ্টিত আশ। মর্মে করে একমতি কিরূপেতে মতি ॥
এক চিন্তি ধনী তবে বরাহিত অতি। বলে ইহার কিনা মুখ্য কিহ মতি ॥
কিনা তবে সাধু কর কি বলিব আর। বার্থ ইহার মুখ্য যে এক হাজার ॥
কিনা তবে রমণী যে বলিব না করে। যৎকিঞ্চিৎ মুখ্যকরে দেয় সাধু করে ॥
বলে অদ্য এইলয় যে আছে সংপ্রতি। কল্য আসি পরিশোধ দিব পশুপতি ॥
মনে ভাবে সাধু মত, ইহা কহু হয়। নটস্য কান্য। গতি সর্ব আশে কর ॥
এত বি সাধু মত প্রভুত্বের দেয়। পিতৃ আজ্ঞা আছে মোর কিহে নিশ্চয় ॥
ধার। ক্রয় করিতে পিতার যে মান। কেমনেতে দি। কহু তুমি যে কহন ॥
পিতৃ আজ্ঞা লেখনসে যে বড় ভয়। তাহা নৈলে বাকি কান্য। মতে বড় দায় ॥
কতএব সেই মূল্য প্রণয় হে দিলে। মনে কর মোর স্থানে গণিহুত রাখিল ॥
কান্য সব মূল্য দিয়া মতি লয়ে থাকে। মুক্ত। কিহে লয়ে গেলেন কত হই ॥
মনেকরে সে রমণী একে বড়দার। এসে কালি মিন কি, এ মোর যত্নে দেয় ॥
এই অনুমান করি কহিছে তখন। কল্য আসি কহি মোর ঘটে কতজন ॥
সত্যএব মুক্ত। দেখে মুহে কিহে মাই। মতি লব হেন মতি অশু ॥
এক বলি ধনী তবে প্রোক্ষণ করিল। মত বলে দেখ সাধু নীতিদেব ছল ॥
পর্যায় প্রান্তঃকরিন বুদ্ধ এক অঙ্গি। সজ্জিত আনিয়াছে দুই পরম রূপসী ॥
কব ভীমের কথা সে দুই রূপসী। দুই রূপসী কান্য। মত মুখে কহিয়াসি ॥

আমিষাছে উভয়েতে এমত যে ছলে। কিছার অনুশাসনে মানব মন মনো
 মিতে ২ দৌহে মিকটে আইল। ভাবভঙ্গী করে দেখে পূর্বক আলিঙ্গন ছিল
 বলে ভাই কিবা জন্ম আমিষাছে দানী। আমাদের দেখে কিছু বহির্ভূত যে তুমি
 তাহা শুনি পশুপতি হইয়া সজ্জিয়া। গহির করিল এক উল্লস অঙ্গুরী
 অঙ্গুরী দেখিয়া বনী মিল নিম্নকরে। কহে দিয়া দান। দানী কিবা কোথা গিয়া
 মনে মনে সেই বনী অনুমান কর। ইচ্ছা নাহি হইল দান দৈবিক। গহির
 তখন অরি এক বনী জলেতে পড়। ইহার কি যুগ হইবে বহু বাক্য
 বলে তবে পশুপতি শুনহ যগার্থ। ইহার মূল্য কিবস হই পুরুষক
 শুনি এক বনী তবে হাসিতে লাগিল। মার-রাগা বহু যগার্থ কহি বস
 মনেবে ইচ্ছাতে যে নাহিক চাড়ি। ইচ্ছা যদি নাহি হয় দেখে ১০ কল বীজ
 এটি কপে তিন জনে করে বলা বলা। ছেলি পূর্বক মাধুর অণে বীজ তুলিল
 তাহা দেখি মাধুরত সরিয়া দে জায়। চাড়ি পূর্বক এক বনী ধরে তাহা
 তাহা তে বিব্রত নাহী করিছে তজ্জন। অন্তরেতে অনাচার যুক্তে গজ
 বলে কালব্রতী ভোদের মুখে নাহি লাভ। পর পুরুষের সঙ্গে করি কি কাজ
 সঙ্গে করি অর্পণাচ্ছি তাই ভয় করি। তানৈলে কে প্রতিফল সঙ্গিতে পারি
 এই কপ ব্রতী যত গাল গালী দেয়। ততই ভোদের আরো একুল ফল
 তবে এক বনী গতি, অধিনয়ে কর। যথার্থ ইহার মূল্য, কথনো অহা
 জুতএব জদা ভূমি সিবা অবসানে। অনুগ্রহ করিয়া নাহিবে মিকেতন
 আমাদের বাসস্থল নিম্নক যে বলি। গতি পায় হইতগণী ফানে যে দক
 নটীগড় মধ্যে। আত্মরে ধান্দা পাড়া। তখন তনু স করিলে পাইবে সাদা
 একগে আমরা যে অঙ্গুরী লয়ে বাই। অঙ্গুরি ইয়া মুজা নাহিবে যে ভাই
 বদাপি আমরা অর্থসঙ্গেতে আনিলাম। হ। কে তোমার লড় বাক্য রাখিলাম
 এতেক শ্রাবিরা সাধু কহিতে শুন। পিতৃ ভাড়া পাছে হয় বাস সে কাই
 পারবিক্রয় করিতে পিতার আছে মান। বেগতে দিব বার তোমার বল
 পিতৃ বাক্য লংঘন সে যে চহদায়। তাহা বাক্য রাখা নাহি কোমর
 তখন সে দুই বনী ভাবিছে মনেতে। এমত চতুর নাহি দেখি বদনী
 হেম কোমরী আছে ইচ্ছাতে কল্যে। এরূপি আমিদের কল্যে কলিবে

আমাদের এই পিতৃ যদি মাঝুলবে। পশ্চাত্তন জানিতবে রাজ্য কি করিবের
 সুখের বাহিলাগে বলিয়াই আই। ইহা হতে যে সুখেতে পড়ে বসি ছাই।
 তত বলি চাই ধনী উঠিয়া। জন্মের পক্ষাধিকারি রক্ত প্রাকার কহিল।
 কি অপ ভাবিয়া যে একেছিলি হেথা। মিছা গোপনযোগ কেবল করিলি রুথা।
 ইন্দ্র প্রসাদ কেশ স্থলিত দশনর। তপস্বী তুলিতে পারি কত দূর।
 পূর্বেতে আমার যখন ছিলো প্রবন। তখন কার কথাবলি করতো শ্রবণ।
 আকাশার করিতাম এই রূপ ছলে। শুনিয়া যুবার যেন উল্লসিত।
 বাহু অঙ্গ করি প্রশ্ন সেই ক্ষণে করে। স্বর্গলাভ তুচ্ছতার আমার কথা করেন।
 বার সঙ্গে একত্রিতে আয়ি যশস্বত্বি। সেই জন যনে পরে পান হরিষ।
 ইহা জন আহার বয়ানে বয়ান দিচ্চাইছে। সুখ প্রতিতি তজ্ঞান অন্তরে ধরেছে।
 জ্যোত সঙ্গে যে এক নিশিকরেছে রঞ্জন। বলিতে অনেক আমি তাহার মনন।
 পূর্বেকার রূপ যদি এক প্রাই গাই। দেখি কেমন মাধু এডায় মোর টাই।
 এই রূপে দ্বিগুননে কথোপকথনে। কামতে ঈশ্বর শেই বার নিকেতনে।
 বসন্তে শুন ২ বার শ্রবণ। মাধুকে তুলান অতি দেখি শ্রবণ।
 এই রূপে কিছুকাল গন্ত হয়ে যায়। পশুপতি মনে ভাবে তেঁকিলম দায়।
 তজ্জগৎ শৌর্য করি গলাগন। এনেগেতে স্থিতি নাই হয় শ্রবণ।
 এক ভাবি পশুপতি জাকি ভূতগন। বলে চলে, সকলেতে যাব নিকেতন।
 এখনি মিলন আর হবে দিনচারি। অবিলম্বে সকলেতে হয় যে সকার।
 কিনিয়া লাবুর কথা যত ভূতগন। স্বদেশে বাইতে করে সবে আয়োজন।
 এই রূপে উদ্বোধনে সকলেতে আছে। জ্যোত এই কথা উঠেচুপতির কাছে।
 করোতে একজন করে নিবেদন। আশ্চর্য জোয়ার রাজ্য হেরিয়ে রাজন।
 জ্যোত হইতে আসিয়াছে মোর, একজন। তব রাজ্যে বাণিজ্য করি করয়ে গমন।
 মোর লইয়া যাক কহিতে না পারি। পরিপূর্ণ করিয়াছে যখন সপ্তরি।
 ইন্দ্র প্রসাদ কেশ স্থলিত দশন। পাত্রনিব্র সকলেরে ডাকি শৌর্যগতি।
 ইন্দ্র প্রসাদ কেশ স্থলিত দশন। মদীপড নাম রাজ্য হয় অনরণ।
 ইন্দ্র প্রসাদ কেশ স্থলিত দশন। ইন্দ্র প্রসাদ কেশ স্থলিত দশন।
 ইন্দ্র প্রসাদ কেশ স্থলিত দশন। ইন্দ্র প্রসাদ কেশ স্থলিত দশন।

এত বলি কোতরাং ডাকিল তখন। কহিতে লাগিল ডাকিল করিয়া। তখন
 যাহ শীঘ্র মম রাজা সেই হৈ যোগা। রক্ষা যবতী আদি বত বারাদশ
 কলা এতে সকলেতে একত্রে হইবে। যেন আসি দেখা দেব আমার আসনের
 এত কুন্নি কোতরাং বিলম্ব না করে। স্বরিড গমমে গেল নগর ভিতরে
 এতি গৃহে ২ এই সমাচার দিল। কোতরাং দ্রুত ইহা আইসে ফিরিয়া
 পরদিন এতকালে যত মজাগণ। আসিয়া বজার শরে চরণ বন্দন
 ভূপ বলে শুন সব বারনারী যত। আমার রাজ্যেতে বসে সব অজুতি
 রাজ্যবাস হর মম নাহি দেখে মনে। না জানি পাশে আমার শরে বিদ্যুতি
 তোমরা সতেমিষ্ঠ হুইয়া গৃহে থাক। রাজ্যেতে কিহু জাচকে নাহি দেখ
 কোথা হতে আসিয়াছে সাধুর কুমার। বাণিজ্য করিয়া হেলা, যাইছে সব
 যত্নবিধ ত্র্যাদি করিয়া যে ক্রয়। সাধুগোত্র পরিপূর্ণ করিয়া সে যার
 একগুণ সদাপি সেই সাধুর কুমারী। নির্দিষ্টে যত যাকি দেশে আসন
 বদাপিতোমরা ত্র্যেভুল হইতে নার। অর্থ যদি কোনমতে লইতে না পারি
 তবেতোমাদের আর কি সাজাকরিব। ততক মুড়ার সবে গন্ধাপারে দিয়া
 লগনেত ভূপতির বচন তখন। করপুটে মজাগণ শরে নিবেদন
 কুন্নি মজাপতি আমাদের বাণী। এ বিষয়ে নিকিতা নাহিক কোন ধনী
 বহুচেত। করিয়াছে তাহারে হুইলিতে। কোনমতে কোনমতে না পারি
 একগুণে সাধুসুত বিলম্ব না করে। উদ্বোধনী হইয়াছে যাইতে
 কোন রূপে সাধুসুত যাইতে না পারে। এমত প্রবন্ধ করি তাহা
 আর যদি কিছু দিন সময় যে পাই। কৌশল করিয়া ছুসে তাহারে
 রাজ্যে হৈল হেনকোমউপায় না দেখি। কি রূপে প্রবন্ধ করি তাহারে
 শুনি তবে রামাগণ সকলেতে কর। যেই প্রবন্ধ সাধুসুত ক্রয় করে
 তাহ। তুমি পুনর্বার মূল্য দাড়াইয়া। ক্রমে ক্রমে লভ তাহা যদি
 তবে সাধুসুতের যে বিলম্ব হইবে। সেই অবসরে উরে যে পারে
 শুবণেতে মজাপতি বিলম্ব না করে। যাবত মনোমত প্রবন্ধ
 অবিলম্বে ডাকিলেন তুতা এক জন। কহিল তাহারে যত
 অবিলম্বে যত যাকি আসে সদাগরি। ক্রমে ২ প্রবন্ধ করি তাহারে

তত্ত্ব মন্ত্র জিনে কোটী ৩০ ৩০ জমি ১০০০ পান্ডিত্য কাদি শাসী ধরে আনিয়া
আমার কথাকে জেবা পড়ে বকবীর। ভেড়া হয়ে থাকে অর্থ দেয় আনিবার
শব্দক হয়েছিল বেশ জলিত মনঃ। তথাপি পশ্চাতে ভয়ে কত যন্ত্রণা জন্ম
৩০ কোপনলে জলে মরিল। ৩০ আমার কটাক্ষ বাণে ব্যস্ত হইবে চন
৩০ মনে গণ্ডা জ্বালি আট ছাটী এটে। বখানী চলে গুচত মনে দিই বেটে
অনুগ্রহ সাধন। কদি সাধনে জ্বিল। সম ভাবে প্রেমে বন্ধ নবীন প্রবান
আমার ওকের কথা, বলি কাস আছে। কত রাজ্য বাজপুল ধনে প্রাণেপেছে
অনুভব বুনি হইব চতুর্ভুজে জন্ম। নচেৎ জমিত শ্রীম এবে বান ৥
একদে জিহ্বা ১০০০ হয় মোর মনে। তামি বণ দেশ জ্বর জলিত মননে ৥
মত পদ আমায় গলাটে এটি ছিল। বিবাল করিত কল্পে মিকারে মোত মনন
মতএম মকরাজ শ্রম মোর শরী। একদা কপতে কিছু আমার কাহিনী ৥
বন্ধ বান জেব হয় ওগোঠাকুরানী। আশুর্গা জইলয় শ্রমি তোমার কাহিনী

মুক্তা বৈমেনীর মন্ত্রণা ১০০০ ভূপতির কোলন।

বিশদী।

হসে মুক্তা আনিমিত্ত, কহিতেছে অবিরত, শ্রম ভূপ আমার বচন।
এবন্ধ জপেতে এবে, মাথাকে রাখিতে হবে, তবে হইব ফলন। সাধন
কাদি শ্রম আনিমিত্ত, তব রাজ্যে নটগণ, মত আছে মোত ৩০
কর সকলে একত্র, দিয়া আমি নিজ নেত্র, বেছে নব দেণিয়া রূপসী
নিদে তাকে অভরণ, মুক্তা এবাল কাঞ্চন, জড়িত যাবতে ভাল হবে।
সাজাইবে হেন তার, তাহে হয় পরাতব, তিলোত্তম আদি যত সবে ৥
জাব কিছু কপা শ্রম, দেহ উত্তম ভনে, পশুপতির সমুখা সমুখী।
তাহেই এবাল বদে, দাতাইসে দুটি হবে, উত্তমের যেন চোকে ঢেকী
এত শ্রম মহারাজ, কুরানিত এয়ে কাষ, সকলি যে জারন্ত করিল
যেই জবা কিনে ছিল, বন্য বিজী আনিছিল, অন্ধ মূল্যে ক্রমে সাধু স্বামী
এই মতে সাধু হতে, আশুর্গা পাণ্ডিত্যে, পশ্চাতে যে আশাস নিদ্রণ।
নির্মিত হইল বাটী, মনোহর পরিপাণী, যেন ইজ ভবন সমান ৥
তদন্তরে মহারাজা, আনাটল মত প্রজা, বয়েসেতে উর্দ্ধ সাধে ঘোলা

যেন কোন কৃপাবতী পোনে শূন্যবদ। তাহার ফেলিয়া থাকে জাহ্নবী সম্বর।
সেই রূপ জাহ্নবী করিয়া তখন। চতুর্দিক ক্রমে ২ করে নিরক্ষণ।
এমত সময়ে এক সাধুর কহিল। ইত্যং তাকার ইহল ভূতির গোচর।
তখন সে আর সন্তে আকিয়া যে কহ। পবন কখনো কখনো যে গল ভোগ্যর।
এই মত বলাবলি করিয়া তখন। পদ দ্বয়ে সন্তে সন্তে করে নিরক্ষণ।

কাশ্মিনীর রূপ সন্দেহে ভূতগণের অনুমান এবং পশুগতি ও
শয়র। কাশ্মিনীর উত্তরে সন্দেহ।

হোরিয়া কাশ্মিনীর রূপ মোহিত হইয়া। ভূতগণে সন্তে দেব প্রভু হইয়া।
এহেন রূপে কহুনাহি হরি আর। স্বর্গেতে নাহিক মিলে মর্ত্যে কোন্ ছার।
এক ঠাঁই মত চন্দ্র হইলে উদয়। এরূপে ভূত হই কিবা নয়।
দেব কন্যা নাগ কন্যা কিবা নাগ কন্যা। এসকল ভিন্ন আর নাহি হবে কন্যা।
আর জন বলে কহ। শুনে হাসি পায়ে। নাগ কন্যা হইবে যদি নেত্র দুই কোণে।
আমাদের পানে চেয়ে রহিয়াছে ধনী। নাগ কন্যা হলে কণা ধরিত ভয়নি।
আর জন কহে এট। কি মূর্খেরে ভাই। পুরাণে পুরাণ কথা কহু শুনে নাই।
পাতালতে নাগ কন্যা আছে এইখান। হেনে কালমাগিনী গোখুরা নয় তার।
তাহাদের নাহিক নেত্র কণা নাহি ধরে। দেব কন্যা ভূতগণ ব্যাক্ত চরাচরে।
দেব কন্যা নাগ কন্যা এ তৌ কহু নয়। শুন সন্তে বলি ঘাই। মোর মনে লয়।
জাগকীরে পুণ্য বুঝি রাম ভোজি গেছে। সেই সীতা দেবী হইবে সর্বানে এনেছে।
আর জন বলে ভাল, পড়িছু জ্বালায়। এ যে ধামতানিতে শিবের গীত গায়।
কোথা দেবগুণে রাম বিক, অবতার। সেইগুণে লীলাখেলা কুরায়েছে তাঁর।
হাপিয়েছে রক্ত হয়ে রস বুদ্ধাবল। করিলেন লীলাখেলা লরে গোপাশিনে।
একগোত কলিকাল জানত সকলে। কোথা রাম সীতা, কোথা রামসীতাবলে।
বলি ভাই শুন সন্তে মোর মনে লয়। এগুনী মাননী বটে কহিছু নিশ্চয়।
আর জন বলে নাই একে মত ঠিক। দেহে আছে ছায়া আর নয়নে নিমিক।
শুদ্ধি। এমন ক। কহে এক জন। ইহার রক্তান্ত বলি করহ শুবণ।
এবে কন্যা এবানে এসেছে সম্প্রতি। কেবল এক রক্ত আছে ইহার সহতি।
অদ্য ইহারে কথ। কহেছি শুন। এখন বুড়ি কোথার করয়ে গমন।

সেই বুড়ির বসন্তী এই ধর্মী কয় । ভগ্নান যে সাধী সন্ধ্যা বিদেশেতে যয় ॥
 এই রূপ একেতে বলিছে যখন । অঙ্গনার মাঝে সাং আইক্সতখন ॥
 কবিরে কৃত্য এক আসন যোগে ১ । তুচ্ছের ধর্মসেন সাধুর তনয় ॥
 তদন্তরে পশুপতি সেই দ্বিক তার ১ । তুচ্ছের অশুর কাতি দেখিবারে পার ॥
 যেন প্রবৃত্ত শশী গাখাল মাঝে ১ । উল্লী-কুদিনীর হেরে মন কল ॥
 আড়ান চান নব মনসে উপন ১ । ইলে এ নর সোমামা ধনী বুঝি কখন ॥
 পুন্মঃ যদি উঠে অ মি হেই নিজচক ১ । নরন কটাগবান চানি ১ ৥
 তাজিগনমাই আমিগবানের গিফ ১ । বিদেশে বিপায়ে সাংক কবিরে কবি ॥
 এই রূপ সাধুগত ডাকি যখন ১ । নিম্বঃ হইয়া সন্তে সোমনঃ পান ১ ॥
 অমনি ধনীপানে ধনীচেয়ে কল ১ । যুক্তামণি মালা তার জাসি ১ ৥
 কুপিয়া হইয়া মালা কহিছে তখন ১ । সর্বনাশী যবে বসি একি জামনা ১ ॥
 এই রূপে মুক্তা তাই বলিছে তুচ্ছনী ১ । অঙ্গপার শুন নট ১ ৥
 এই কখন ১ ॥

যুক্তামণি কবুক কামিনীর তিরসার

বৈষ্ণবধর্মী ১

এই যুক্তা কয়, ইহাও একি দায়, একি দায়, একি দায় ১ ৥
 তাজিগনমাই মাকে ক্রি করি একশে ১ । একে লয়ে জামিত ১ ॥
 এ কি সর্বনাশী কি কবে আভাষ, প্রাইল যে সর্বনাশী ১ ॥
 ইনি এক ধনী, কি করে না সাজি, পয়াল-হুটালে জাসি ১ ॥
 কপালে যে দোহা, হুৎতে বাগড়া, তাই সদা করিতেছে ১ ॥
 যে দিগেতে ঘাই, সে দিগে বালাই, যেন সঙ্গে ক্রি-তেছে ১ ॥
 ওলো কল-মণী, না হই যে মণী, জোরে লাম চিকান ১ ॥
 লাহাতে ডবাই, জোরে-ঘটে তাই বিধি ১ ৥
 তৌর লেগে কবে, লোকেতে বে কবে ক ১ ৥
 তখনি অমনি, তাজির পয়ালী, সন্তে ১ ৥
 এই কথা ১ ৥
 ইহাও একি দায়, একি দায়, একি দায় ১ ৥
 ইহাও একি দায়, একি দায়, একি দায় ১ ৥
 ইহাও একি দায়, একি দায়, একি দায় ১ ৥

হয় কতো মনে, কাঁচিবি কেমনে, স্নেহ আশে প্রাণ যায় ॥
 বিধাতার কর্ম, রমণীর ধর্ম, মর্ম জ্বালা পতি বিনে ।
 কি কহিব তোরে, দেখা করি তারে, দেশান্তরে বর কেমনে ॥
 একি জ্বালা মোরে, গেছে সে কি মরে, কৈলে কামিনীয়ে জ্বল ।
 আমিবা কেমনে, তোপারে যতনে, রাখিব যৌবন কালে ॥
 জানা আছে দায়, কি বদ তোমার, ঠেকিয়া যেমেনি দরি ।
 হয়েছে সময়, তাই অতিশয়, সতী আশে কত রবি ॥
 এই রূপে কত, কহে অবিরত, পুরেতে অঙ্গরে যায় ।
 যজ্ঞনাথ কয়, মাধু পরাজয়, বুঝি বা এ নি হয় ॥

পুনর্বার কামিনীর ছন্দ ।

পয়ার ।

এই রূপে সেই সিনগত টহয় যায় । পরে শুন উল্লেখ কামিনী বিবাহ ॥
 পূর্বদিবস বৈকালেতে যুক্তা তখন । পুনরায় ছল কারি কারিল গমন ॥
 তদন্তরে কামিনী যে ছলি চিত্রহেমা । পরাক্রম যথো সনী উত্তরিল গিয়া ॥
 ছেন রূপ ভাব ভঙ্গী করিছে তখন । যেন কার মস্তক করে সঙ্গার্প কণন ॥
 তাহা দেখি জুতাগণ করে কান্দা কানি । বসে পুন দেখতাই এসেছে মেধনী ॥
 দাসগণের অন্য মন দেখিয়া তখন । পশুপতি সেই নিম্ন করে নিবন্ধন ॥
 হেরিয়া কামিনীয়ে মাধু নিভক হইল । নৃতশিরে পুন নিম্ন কথ্য আকর্ষল ॥
 তবে সাধুশ্রুতে হেরি কামিনী যে কর । আশা মরি অভুজনা রূপ যে ধরায় ॥
 সতঃপন কামিনী যে ছলেতে তখন । আরজ কবিল সাধুর রূপের বর্ণন ॥

কামিনী করুক পশুপতির রূপ বর্ণন ।

পয়ার ।

আশা মরে বাই কিবা অপকূপ রূপ । ত্রিভুবনে নাহি হেরি ও রূপ স্বরূপ ॥
 বিরলে বসিয়া বিধি করেছে সৃজন । নটবর ঘনোজর পুংকর রতন ॥
 ক্রয়নের ভঙ্গী ভাবে কেতে নয় প্রাণ । ক্র যেন কামধেনু যুড়িয়াছে বাণ ॥
 আশা মরি কিবা শোভা কপাল ফলকে । চিকুর অঙ্গর কোলে কামিনী দলকে ॥
 বদন বিমল ইন্দু বাকশুভা করে । রমণী মরণ, রমণীর মন হরে ॥

পগন্ধে সাজিত শশী মৃগ মকুথরে। এবে অকলর শশী উদয় ধরাপরে ॥
 তিলকলবিনি মাশা কিবা শোভাধরে। প্রসুতিতরুজগুপ্ত কি শোভাভাষধরে ॥
 রতি হেরে ইচ্ছা করে গাঢ় আলিঙ্গন। অধর চাপিয়া কবি বদন চুহন ॥
 নবীন গোফের তেজা মোনহর কিবা। কান সাধর ভোলে এবে ছেরি গাছে যেকা ॥
 মুক্তা শ্রেণী হেরি তার বিমল দশন। অকুল সাগরে করে অরীর মগন ॥
 শুধা ঘর পিক রব করিয়া শুবন। আননে করিল নাচে শরীর গোপন ॥
 হাসিতে বেকপ শোভা করিল কি ছায়। চপলা চঞ্চলা হয়ে মেখেতে লুকায় ॥
 গুহিনী গঞ্জিত কিবা শুবন সুপল। স্বরগ-জিমিয়া কান্তি প্রতি নিরমল ॥
 এই রূপ কামিনী যে ছলেতে তখন। অবিরত কহে কত রূপের কথন ॥
 যত্ন বলে শুন সব যত্ন বর্ণ গুল। নটীর প্রাণলী তোর শীঘ্র সর্ব জন ॥
 ভোজ্য-কি জিনেবাজি, বাজিকর হয়। এবাজিতে পড়িলে হয় জীবন স-বয় ॥

মুক্তা ও কামিনী উভয়ের কণোপকথন।

ত্রিগমী।

এই রূপে অনিবার, প্রফুল্ল হয়ে অন্তর, কামিনী যে রূপ বস্তু কবে।
 নাহি মনে অন্য ধ্যান, সেই রূপ ধ্যান জ্ঞান, সর্বদা যে কদর মাঝারে ॥
 এই রূপ তার ভদ্রে, আছেন কামিনী বদ্রে, অমত সময়ে তার খানী ॥
 কামিয়া সে দেখে তার, কামিনীর মন তার, নিরখিয়া অন্তরেতে খুসি ॥
 প্রতারণা ছলে কর, আমার কি হলো দায়, তোর লাগি এলো কালামুখী ॥
 যে ভরেতে আমি ভীত, সেই পথে তুই রত, তবে আর কিসে হবে সুখী ॥
 অগ্রে যদি হেন যানি, হবি কুলের কলঙ্কিনী, মারিতাম ঈশ্বর কালেতে ॥
 একগেতে তোর লাগি, হতেহলে দোষ ভাগি, শেষে ছিল এই কপালেতে ॥
 এত বলি মুক্তামণী, ধরি তার হস্ত খানি, গৃহ মধ্যে টলয় যেতে চায় ॥
 বলে রাগী শুন শুন, আমার যে মনাগুন, আর বুঝি নির্যাণ না হয় ॥
 এককাল-গুপ্তরূপে, রেখেছিলাম চুপে চুপে, এবে দেখি নার নাহি রয় ॥
 কখন যে সারস্বত, অনলে দিতেছে স্বত, সেই ছেতু প্রভলিত হয় ॥
 মন কিম্বা মন শুন, যে রূপ হতেছে আণ, রক্তান্ত যে তাহার সকল ॥
 যত্ন বলে হার হার, বার নারী চেনা দায়, মুখে শুধু কথন গরল ॥

কামিনীর আক্ষেপ উক্তি ও গুরুত্বগো গমন।

চামরছন্দ।

যে গুণের মাসী তুমি বলিও কি আর লো। প্রথমে নাহি কারিবেল
আমর যে দায় লো॥ এক্ষণে তুফানে তরি মার, তুফি মার লো।
কর্ণধার বিনা তরি উদ্ধারিতে চায় লো॥ তা হাবনা, হবেন, তা
হবেন, হবেন লো। যে তুফান লেগেছে অধে তা কড় মল লো।
কি করিও মাসী তোরে কহিবাব নয় লো। কাত শিমা মোর এন কত
বুঝি হয় লো॥ এ নব যৌবন বল সঁশির কাহার লো। সঁশি, সঁ
মোর শীর্ণ হলো কায় লো॥ কুটেছে যৌবন পল্লু কোথা মগ্ন লো।
পরোধর লক হয় না পাইয়া কর লো॥ তারে যে কন্দণ মণ করে নিরফর
লো। ভীষণ শাসন ভয়ে হেঁচকে আসে জ্বর লো॥ কুমার নৌরতে মদ
হেঁচকে আকুল লো। কোকিলেরে কহুসরে করিছে বাকুল লো।
সকলে সাইতে মোর মন সদা ধায় লো। লোকে কলঙ্কিনী কবে তাই ধরা
হয় লো॥ বলে বলিবে কলঙ্কিনী সে নহে দায় লো। এক্ষণে দাসসি
আমি সাধুসুতে পাইলো॥ তবে-তো মাসী আমার এখান যে হয় লো।
সাইতে যদি তোর ইচ্ছা মাসী হয় লো। দুরিত গমনে গিয়া দাস কহে
আন লো। মুক্তা বলে কালামুখী ঘটানি কি দায় লো॥ এক্ষণেতে
পোতাচরণ গহেতে যে আর লো। কদা দাব ইহার স্তবিহিত যা হয় লো॥
এতদিন প্রবোধিত, অদরেতে যাইলো। বহুবলে ছেনালীর পরিশেষ হইলো॥

মুক্তা ও কামিনীর কথোপকথন এবং কামিনীর প্রবন্ধনা রূপে
পরিচয়।

পরেতে উভয় ধনী গহেতে আইয়া। কলঙ্কিনী বলে তবে কামিনী চাহিয়া॥
হায় বিধি আমাদের কি বাদ সাধিল; কল-বপ সাধুসুত এখানে আইল॥
দেখিয়াছি বড় ২ চতুর সুজন। পলকে প্রণয়ে কেনি হরিয়াছি মন॥
এতেন কঠিন কড় নাহি দেখি হার। বড় বলে বক্রিও এ জন ধরায়॥
প্রত্যহ ভূপতি হেথা পাঠায় যে চর। কি বলিও গিয়া আমি রাজার গোচর॥
অতি দণ্ড করি আমি এসেছি হেথায়। দণ্ড হারিও কৃপা যদি মোর প্রতিহার॥

তাকে আমি পানকরীর হইব মগরে । নতুবা এ কালামুখেরা দেখাব কারে ॥
 অতএব শুন যদি আমার বচন । বদবধি কঠাগত রহিবে জীবন ॥
 তব বধি না বসতে না ছাড়িব ধনী । দেখিব কেমন সে চতুর শিরোমণি ॥
 কজা আমি দিবাতঃপাণ আহীরের পরে । ছলকরি নিদ্রাতাবে, রত শশোপরে ॥
 সেই অবনত বুকি তুমি যে তখন । দুরাশিত করিবেক গবাক্ষে কখন ॥
 সে ধনে খাইয়া তুমি বহু ভাষা কবে । ঘেরূপ যে ভাব তব মনেতে হইবে ॥
 পিতৃপুত্র যে আমি গিয়া নিশীয়া ২ । আনিতে চাইব তব করেতে পরিয়া ॥
 কোনকথা কোনমতে নাশুনবে কানে । অবিরত বসি তুমি থাকিবে সেখানে ॥
 এই রূপ কহি তারা সর্বোপকথন । পরেতে প্রকাশে দুরা নিষ্ক আকিঞ্চন ॥
 তলবুরে কামিনী যে শ্রীহার করিয়া । দুরাশিতা উপনীত। সেইফুলে গিয়া ॥
 ভাব ততী কামিনী যে হেনরূপ করে । ধনী ঘেরূপিত প্রেম-বারিকের জরে ॥
 প্রথম প্রলাপ কত বচন শ্রুতিতে । ছলনাতে নানা কথা কহে নানা মনে ॥
 কহিতেছে ধনী তবে কান্দিয়া ২ । অবিরত ফুলে সদা গতিবে নিশিচয় ॥
 কোথা হে নির্দয়পতি কোথা হে কাণ্ডারি । তব অদর্শনে তবে যৌবনের তারি ॥
 তব সঙ্গের বহু দিন পরিয়াছি বৈরা । তব আশে বহু জালা করিয়াছি বৈরা ॥
 তব আশে তে দিন এ নব যৌবন । রেখেছিলাম আগমন করিয়া যতন ॥
 এক্ষণে সে সব আশা দিয়া ও পেলি । খড়িতে হইল নাথ কলসিয়া কান্দিয়া ॥
 অবশেষে এই কি হে, ছিল মম ভাষা । পাইলে হইল এখন কলঙ্কের জালে ॥
 জন্মের মত আমি হইছে বিদায় । আমারে তে পিত্তে আর না করে তোমার ॥
 নদবধে বেশালিয়ে কর সুখভোগ । আর না ভুগিতে হবে এ পাশপদ ভোগ ॥
 সদা খার মনঃস্থ জ্বলিতেছে মনে । সেইনিম্ন তার দুঃখ অন্য কেবা জানে ॥
 যাহাকে জানাতে আমি এসেছি হেথা । সেইজন্য তুচ্ছ হইয়া যদি কথা কয় ॥
 তবৈত সকল আমার যৌবনের তারি । শ্রমির বিহনে এখন কেহবে কাণ্ডারি ॥
 প্রহর এত পশুপতি অখিল রক্তন । পশুপতি সেই পতি এই আকিঞ্চন ॥
 কামিনী মনঃস্থ আর কে জানিবে । পশুপতি বিহনে কে উদ্ধার করিবে ॥
 শুনিয়াছি তুমি হও মদন শাসন । মদনের হাতে হইতে রাখি জীবন ॥
 হইলাম পরশাগত চরণে তোমার । ২, ৩ ও ২ অঙ্ক বাঁচাও এবার ॥

এই রূপ অবিরত কামিনী যে কর। এমত সময়ে যুক্তা আইল তখনি
বহু বলে শুন ২ সব বক্তা জন। যুক্তা প্রণালী করে কি রূপ এখন।

কামিনীর প্রতি পুনরার তিরস্কার উক্তি।

ত্রিপলী।

মুক্তা বলে কালানুধী, অথবা কি রূপ দেখি, বল দেখি এ আর কেমন।
নাহি তোরে কোন লজ, লাজের মাথায় বাজ, একবারে করিল ফেপন।
ভিন্নি গর্হেতে জন্মে, প্রবর্ত হসি কুসর্মে, দিক্ দিক্ তোমার জীবনে।
হেম কালে কালি দিদি, হয়ে কেন না মরিলি কলহ রটানি ত্রিহুনে।
তোরে গৃহে দিয়া সাই, মরমেতে মার খাই, মর মর সব কালি যুখী।
কর ভ্রম, দূর তও, হেথা আর নাহি রও, তুই মনে অধি হই সূরী।
অশ্রমানে মরে খাই, উদ্ভা করে দিখ খাই, এ দুখ না দেখাইব করে।
এলো বাণী কামিনী, বসি কামি বিনাশিনী, পানদিলী আপন পতিরে।
তোরে কহা কহি হেম আমার ভাগ্যে মোহ, জানিলাম এখন মিচ্চ।
চিন মোর পূর্বপাপ, নহিলে কেন মনস্তাপ, পাই আমি পালিয়া তোমাং।
কি রূপে এ জাপা রবে, ছাপায় না ছাপা রবে, ছাপা বপা ছাপা সব হয়।
গোড়া মোহে শুনে ছাপা, ছাপার করিলে ছাপা, ছাপা কহা ছাপা কোথা রত।
এমতগতে পর বোল, আর না করিস গোল, শুন তোরে বলি দাবিদ।
একে বারে প্রেমে মত্ত, স্থানাইলী জানি তবু, কি হইবে না ভাবিলি মোহ।
প্রেম চিরস্থায়ি নয়, যদিহি ঘৌবন বৃহ, তত দিন বড় সুখোদয়।
ঘৌবন ফুলে হয়, কেবল যে হয় হয়, ভাবি দেখ জানি ছন্দ।
মুক্তার শুনিয়া দিলী, কানিয়া কহে কামিনী, শুন মাসী বলি যে তোমারে।
বিস্ময়িয়া বিবরণ, যে রূপ উহায়েছে মন, নিতথিয়া ঐ সাধুবরে।

মুক্তার কচমে কামিনীর খেদ উক্তি।

গমিরছন্দ।

শুন ২ মাসী আমি বলি যে তোমায় গো। যে জনার যনো দুখ সে বিনে
কে জানে গো। যা বলিলে যা কহিলে সকলি প্রমাণ গো। কি করিব
তলিব কোন্‌কোন্‌ স্থানে গো। নাথ বিনে প্রাণে মরি কহিলাম মার গো।

কিছুক্ষণের বিরতির উদ্যোগই গো ॥ এ সময়ে নাহি রয় বাপ মাঝে
ভাঙা গো ॥ বলি তাই কিমে পাই ঐ রসময় গো ॥ লোক মাঝে নাহি লাজ
মান অপমান গো ॥ কুল গুরু কিবা হয় করিব প্রণয় গো ॥ কুল বালা
এত ভাল আর কত সহ গো ॥ যা হবার তা আমার ভাগ্যে হয়, নয়,
হবে, গো ॥ তা নাহিলে অকুলে তেসেছি না ভাসিব গো ॥ এক্ষণেতে আস
কিছু আমি না গুনিব গো ॥ হিতে অহিত আমার পক্ষে সব খটে গো ॥
তাই বলি ক্যান্ড হও নিষেধ করোনা গো ॥ মাধু বই প্রাণ রাখে কাক
সামান্য গো ॥ নিশ্চয় বচন আমি কহিলাম সার গো ॥

মুক্তামণির তিরসারে কামিনীর খেদ উক্তি ।

পর্যব ।

কামিনীর প্রতিবচন করিয়া প্রবণ । মুক্তা আনন্দিত হয় অন্তর তখন ॥
কবীরে তার ডাকি বিপর্যাস কর । বলে ওহে দিননাথ ঠেকালে কি দায় ॥
সেই ক লিখেছিলে আমার ভালতে । অবশেষে পড়িলম বলহ ভালতে ॥
আমার ভাগ্যেতে এত দুঃখ দেখাছিল । নইলে কেন পাপ সাধু এখানে আসিল ॥
নইলে কেন আমি বেলাইলমে উঠে । নইলে কেন হুঁ রাখিবামীবেড়ায় ছুটে ॥
এই রূপে বড় ভাষা কহে বড় মতে । পরেতে কামিনীর হস্ত ধরে যুটে ২ ॥
বলে কামিনী তই উঠিয়া যে আর । লাজভর একবারে খেদালি কি দায় ॥
দেখ দেখা মাধু শুও আর ভূতগণ । সকলেতে তব প্রতি করে নিরক্ষণ ॥
লজ্জেরি আমি তোরে দেখি আচার । পরপুরুষ দেখি লজ্জা না করি দণ্ডার ॥
সাহসার ৩ ভয়গেছে আর নাহি বাকি । এক্ষণেতে ধরে আরও লোকানুশী ॥
এত বলি হস্তেরি করে টানটানি । বলে আমার জ্যান্ত দেও মাসীঠাকুরানী ॥
এদবধি মম দেখে রহিবে জীবন । প্রাণান্তে ছাড়িবনা স্থান, স্বরূপ বচন ॥
এদবধি শতপতি সমুদ্রে থাকিব । তদবধি মম মন গৃহেতে না যাবে ॥
এদবধি সাধু হুতে করিব নিরক্ষণ । একদবধি অন্য কামো না রহিবে মন ॥
এদবধি সাধু হুত এসেগেতে হবে । এদবধি পাপ প্রাণ দেখে মোর হবে ॥
এদবধি মম পক্ষে কাল হবে সেই । এদবধি হইতে ঘোরে উঠাইবে সেই ॥
এদবধি কালী বসি পাঠাইতে চাড়া । মম পক্ষে পক্ষ হয়, নিরক্ষণ না কও ॥

ইচ্ছাতে স্পষ্ট যদি নহে তব পক্ষ। পক্ষপাত করিওনা। মম প্রাণ তুমি
সামিনীকপেতে তুমি শরদপক্ষ শরী। অতঃ পরে সমাপ্ত করিবো কামিনী
তা করোন। ২। মাসী শুন মোর বাণী। নিজে কোন হুমরি বধই পরাবী।
প্রণমেতে সাধুসুত যে বাণ দেবেছে। ওষ্ঠাগত মম প্রাণ তাহে যে টেয়াছে
এই রূপ বড় কথা কহে বড় মতে। কিছুতেই উঠিলনা সে খান হইতে
পরে মুক্তোমণি তবে রূপই বচান। অধিরত মিন্দী তব যাম যে তবমে
বক্তবলে যদি পার ঘট তে ঘটকালি। বিকল হইলে কিছু গালে চেন কালী

কামিনীর ভাবদর্শনে ভূত্যাগের অনুমান ও সাধুর প্রতি নিম্ন।

পর্যায়।

কামিনীর হেন গতি দেখিয়া তখন। সাধুসুতের ভূত্যাগ কহিছে বচন
পরস্পর কহে সন্তে কি আশ্চর্য্য ভাই। শত্রুপতির সম সার কঠিন যে নাই
এই দেখ কামিনী, হেরি যে ইহারে। উদ্ধতা পাগলিনী মম ব্যবহার
নত্যা ভয় প্রলাঞ্জলি করেছে ও ধনী। মরণ বাচন জ্ঞান শূন্য হেন গণি
প্রতিদিন লাঞ্ছনা গঞ্জনা হয় কত। মাগী রাগী মারপিট করে অধিরত
তথাপি একান্ত চিত্র সাধুসুত পরে। প্রকাশ করিয়া কহে বাক্য অনুসারে
যে অবধি আদিয়াছি এই স্থানপরে। অচক্ষে সকলে তাহা হেরি যে বসন্তে
শত্রুপতি নিজ চক্ষে হেরে ব্যবহার। আবেগে, প্রবেগ করে তদংশ উহার
প্রকাশ করিয়া সলে স্পষ্ট নাম লৈয়। মিলন বিহনে আছে মামে মরিয়া
ক্রমে আস্ত চর্ম্ম মার টেয়াছে উহার। মরণ নিকট বুঝি হয়েছে এ বার
এমন কঠিন সাধু কহু দেখি নাই। কেমনে ধরিয়া থৈখা আছে বল ভাই
অনুভবে জ্ঞান করি নপুংসক হবে। তা নহিলে কাম জ্বাল, কিরূপে সহিবে
অমরত্ব হেন নাহি পারি একপ সহিতে। দিনে মূলে কেনা রহিউহারচরণেতে
হেনরূপ নব তরি দেখিতে পাইনে। আমার কি বিড়ম্বনা কাণ্ডারি বিহনে
কণ্ঠধার বিনা তরি রক্ষা কেবা করে। অন্যায়মে ভবিতেহে তরঙ্গ পাথারে
হৃদয় তরনি খামি দেখিতে সুন্দর। গদ্যকর্ম্ম মোহিত হর নর কোন ছার
আমি ভাই চমৎকারে দেখিনাই হেন। সোনার নরন কহু ধলায় শয়ন
কি কণ্ঠে হেরেছে ধনী সাধুর কুমারে। নরনের আড় চকু তিনেক না করে

অনাহারে নিরন্তর গৰাক্ষেতে রয় । সৰ্দঙ্গা কষ্টেতে তার দিহছে হৃদয় ॥
 আগে খুঁঝি কিছু আহার করিত । তাই সদা স্তব্ধ মতে প্রকল্লু রহিত ॥
 এখন না পাবে কিছু আহার করিতে । শান্তিপায় শিরিতে আপন দোষেতে ॥
 আর এক জন বলে মম মনে লয় । দাদুশত প্রাণ দুখ কল্লু নিদ্রয় ॥
 আর জন বলে ভাই মোর জ্ঞান হয় । বুঝি ওর ইথে কোন নিবেদ আদয় ॥
 কেহ বলে কখন বড় ব্যবসাই জাতি । পাঁড়ে অর্থ ব্যয় হয় সেই ভর আদয় ॥
 যত্নেতেই সমাধান দিহছে তখন । কত ব্যয় হবে ভাই উহার কারণ ॥
 না হয় সহস্র মুদ্রা খরচ হইবে । তা বলে কি ক্রীড়তার পাতকে দৈকিবে ॥
 দেখিবে ছি, যে রূপ বশা উইয়াছে উহার । দুই এক দিনমথো হইবে সংহার ॥
 এই যে স্বরূপ কখন কহিলে ম সার । পাতকের ভাগী হবে সাধুর কুমার ॥
 পশুপতি শুনিবেন আপন শুবণে । যত কথা কহিলেক সব ভূতা জ্ঞেয় ॥
 শুনিয়া ইসদ হাস্য করিয়া কিঞ্চিত । মনে করে ওরসেতে আমি যে বদিকি ॥
 পায়ার প্রবন্ধে গড়নাথের তখন । দেখিন দেখিব সাধু ভূমি হে কেমন ॥

কামিনীর প্রবন্ধনা রূপে তার প্রকাশ ।

সম্প্রতিপদী ।

তবে যে কামিনী, ফেন পাগলিনী, হইয়া সে রূপ থাকে ।
 বলে নাহি যায়, বসিলা ওয়ার, অবিরত রয় চাখে ॥
 করে কত মত, করে বিধি মত, যেন মৃত্যুবন্ত প্রাণ ।
 দিহছে বিশেষ, চাতুরির শেষ, কে বুঝিবে জানা তার ॥
 দেখাও যে তার, দেখিব কি তার, লিখিতে লেখনি ভরে ।
 জলাইয়া, সেনি, পড়িয়া ধরশী, আছাড়ো সর্দঙ্গা করে ॥
 কুমায় না যায়, নিদ্রা নাহি যায়, ক্রমে নীচ অফ তরল ।
 বিস্ময় জিঁড়িয়া, ভূষণ কাটিয়া, টানিয়া ফেলিলা দেহ ।
 কদাচাত জানে, অদরা ভুতলৈ, মমানিলে দহে কা ॥
 জানা করি সার, অস্তি চন্দ্র সার, জীবন নাশার প্রাণ ॥
 কথা নাহি কয়, মৌন ভাবে রয়, অবিরত চক্ষু বোরে ॥
 আছা উহ গুণি, যুখে সদা বাণী, নিরন্তর কত করে ॥

অতঃপর ধনী, নিন্দী কহে বাণী, শুভু রাজ প্রতি ভবে ।
এই রূপ কত, প্রবঞ্চন, মত, সাধুরে শুনার ভাবে ॥

কামিনী আগ্রহে রূপেতে শুভুরাজার প্রতি নিন্দা করেন ।
দীর্ঘ ত্রিপিদী ।

শুন শুভু মহারাজা, রমণী তোমার প্রজা, তুমি রাজা রাজ-চক্রবর্তী ।
তব গুণ বর্ণে হেন, শক্তি ধরে কোন জন, কি কহিব আমি অসম্মতি ॥
দাক্ষিণ্য প্রতাপ সব, হয় অতি অসম্ভব, উন্নত নামের প্রায় ।
বিরহীর দণ্ডধর, আপনি যে মূর্ণধর, জিজ্ঞাস্য কি দিবে তোমায় ॥
একি ভূপের ধর্ম, প্রজার পীড়ন কন, রাজস্ব কাপে, নরপতি ।
শুনি নৃপ অবিচার, যদি কর তবে আর, বিরহীর নাহি কোন গতি ॥
যাহার থাকিলে ঘন, কব দিবে সেই জন, যাহ নাহি দিতে হে শক্তি ।
কেমনে সে দিবে অর্থ, কত দেখি করে শুখা, দুঃখিনীর প্রতি কি সম্মতি ॥
যদি এই রস রাজ, পাই কহু মহারাজ, রাজ-কর দিব হে উদয় ।
বিরহীনে ঐ গুণমণি, হইয়াছি বিরহিনী, অনাগের মত হে এখন ॥
বিরহিনী জন গণে, নাহি বধ হে জীবনে, অখাতি হইবে অতিবয় ।
সতে বলিবে চুরহ, নারী বধা যে বদন্ত, কিছু মাত্র নাহি দক্ষ হর ॥
তব আজ, শিরে ধরে, তব চৈতন্য নিরন্তরে, সর্বদাজেবে বেতাস বাপিহা ।
দাক্ষিণ্য হয়ে প্রবল, একাশিয়া স্ব স্ব বন, ঘেরে বিরহিনীকে বহিয়া ॥
দেখি, ভ্রমণী ভ্রমরে, সদা গুণ ২ অগ্রে, বিরহিনীর কর্ণে হানে তীর ।
কি বলিব মূর্ণমণি, আমি অতি অভাগিনী, একেবারে হইয়াছি ধরি ॥
সেই দুট পিকবর, সদা করে কুণ্ড শ্বর, তাহে মম অন্তর বিদরে ।
তাহার যাতনা যত, বিশেষিয়া কব কহি, প্রাণ ওষ্ঠাগত নিরন্তরে ॥
মলয়া-মিহির তার, সদা মন্দ মন্দ বয়, জিনিয়া জলন্ত জ্ঞাতশন ।
অখন লাগে শরীরে, অমনি টেটন্য হরে, ইচ্ছা হব জেজিতে জীবন ॥
অশান্ত পাষণ্ড অতি, নিদাক্ষণ রূতিপতি, যদি হেরে বিরহিনী জনে ।
ক্রীহত্যা পাতক ভয়, কিছু মাত্র নাহি হয়, শীঘ্র শর হাময়ে পরাগে ॥
কি কহিব তার জালা, সে জালা বিষম জালা, কহিতে যে প্রাণ সেটে যায় ॥

১। হেরি এম্বু জালা, রাহে হত কুলনাথ, কুল তোজি কুললেতে যায় ।
 দেখি তব আগমন, সব বিরহিনী গণ, কেহ প্রাণ যদি নাহি হয় ॥
 তব অঙ্গ জর জর, কহি কল্যাণ বর গর, তবে সদা তরু শুক হয় ॥
 নিশি না থাকে কেহ, সদা করে উই ২, যায় যার মরি মরি প্রাণ ।
 কেহ নিব বধে হাত, সদা করে অঙ্গপাত, কেহ বলে কোথা গেলে প্রাণ ॥
 কেহ করে চায় গায়, কেহ বলে প্রাণ যাবে, কেহ বলে কোথা গেল মানি ॥
 কেহ কয় কোথা কাত, কেহ ক' ডাকে রতাত, কেহ বলে মরি যে অমানি ॥
 এই রূপে অবিরত, শিকারি অঙ্গপাত, জন বলি ওহে ক্ষতপরি ॥
 যন না ভাঙে কাল বলে হোক সর্ব বাণ, বরন্ত রাজার শীঘ্রমতি ॥
 মহুক বনন্ত রাজা, তার জালা রাহে সহ, কইল্য যে হইলম সকলো ॥
 এইরূপে অবিরত, গালাগালি করে রত, মনো দুঃখে অঙ্গ ক' ডাকে ॥
 বিধি মতে পোহে ভাপ, দেয় মতে অভিশাপ, সে কথা বি কব অঙ্গপাত ॥
 বনন্ত মনিক উল্লর, সামন্ত নহিত তব, তবে বাচে সব বিরহিনী ॥
 শুন নৃপ মহাশয়, মনো দুঃখে পুতে হয়, মনো দুঃখে মিলে জগদাশ ॥
 জীব সাক্ষি মনোপাত, লোগ নহে চিত্তের অঙ্গপাত ভোগ যে তোমার ॥
 বখন অখিল হুচি, করিলেন পরমেশ্বর, শুন বলি ওহে ক্ষতপরি ॥
 তব পারিতে অবনী, হইল সব রাজবানী, তবে তুমি হইলে দুপতি ॥
 কোকিল সময় আসি, সামন্ত নাহিলে যদি, মনে তবে বাচিল জলাশ ॥
 অভিশয় নকৌতুকে, পাল সব প্রজা কল্যে, কিন্তু এর বিরহী বিমান ॥
 দেপি বত বিরহিনী, হইল মতে বাচিলিনী, জীবন সংশয় জাল করি ॥
 মতে পরমেশ্বরে নিরন্তর শুব দায়, বলে কোথায় গেলে যে প্রিয়পতি ॥
 দেখে জগদীশ্বর, প্রাণে বসে নিরন্তর আবচারে বনন্ত রাজন ॥
 একে-তো কুল-কামিনা, তাহে হই অভাগিনী বত করি করহ ভারণ ॥
 হেন মতে মতে তারা, হইয়া আত্ম সত্য, পরমেশ্বরের স্তুতি করে ॥
 তুতি হইয়া দয়াময়, প্রীত্বেরে ডাকিয়া ৩, যাহ তুমি পৃথিবী ভিতরে ॥
 রাজকর তুরাজরি, কর দিয়া অধিকার, গারে আশা নাহি দিও টাই ॥
 রাজা সহ ইমানাগণে, জাড়াইরে সর্ব মনে, কোথা ক' ডাকে প্রাণে বধোনাই ॥

যখন বসন্ত রাজ্য ঘাইবে ধরণী মাকি, পাঠে পাঠে করিবে গমন।
করিলাম অনুমতি, যেন তুমি ঋতুপতি, পৃথিবীতে না থাকে কখন॥
শুন রাজা সে অবধি, তেবে দেখে অদ্যাবধি, বৎসরেতে এসে এক বার।
বনবদি গ্রীষ্মকর্তা, না পায় তোমার বার্তা, তবদধি তব অধিকার॥
পাইলে গ্রীষ্মের সাদা ডাড়াডাড়া পাড়া ছাড়া, সৈন্যসহ তুমি ঋতুরাজ।
অম্পকল জনী তুমি, থাকিয়া ভারত ভূমি, লোক মানি কেন ধর লাজ॥
শুন রাজা বলি ঠিক, যিক তোমার যিক যিক, তব দিরাহনী মান প্রাণে।
আইলে গীর্ষপতি, পসাইবে শীঘ্র গতি, জাবিজুরি রবেনা এ স্থানে॥
অভিনব তক সব, সবীর শাখা পল্লব, নানাবর্ণে উড়িছে মিশন।
গীর্ষরাজ আগমনে, যাবে যনে স্থানে স্থানে, কিছুমাত্র রবেনা নিশান।
অন্তঃসমুপমনি, বধোনা হে বিরাহীণী, কোটি কোটি প্রণাম তোমাগ।
এই রূপে কত শত, ছোলালিতে নানামত, অবিরত সাধুরে শুনায়॥
এমত সময়ে মুক্তা, উপনীত হৈয়া তথা, বলে কত আক্ষেপ করিয়া।
যত বলে হায় হায়, হইল আশ্চর্য্যোদয় জ্বালোকের চরিত্র হেরিয়া॥

মুক্তামনি আক্ষেপরূপে কামিনীর প্রতি তিরকার।

পয়ার।

তুমি ওমা একিদায় বটিল জোয়ার। দেহ হৈতে পাণ প্রাণ কেন নাহি বাজার।
মুখ দিয়া এতদিনে হলো অবসার। মান্য রবি অন্তঃকলে করিল প্রস্থান।
এখন হইল মম জুখরূপ নিশী। তাহাতে উদয় হলো কলঙ্কের শশী।
তাহাতে উঠিল যত গজনার তার। পাপরূপ শিশীরে শরীর হলো সার।
কোথা হে রুডান্ত কেন ভুলেছ আমারে। এমন পাপিনী কেন না লও সম্বারে।
পাপীয়াসী যদি বৃণা তুমি যেকরিলে। বুঝিলাম জীহত্যার কাতর হইলে।
নরক আমার ভরে করিল প্রস্থান। হায় ২ নরকেতে নাহি মোর স্থান।
ধন্য যোদিনি, তোমার ধন্য মানি। কেন য পাপের ভার বহিছ না জিনি।
কিহেতু জনমিতুমি আমাহেন ঘেরে। ঠেশবেমেসেনাকেন, মোরমাখা পেরে।
তবে কি এ জাল মোরে সহিতে হইত। কামিনী লইয়া যম সুখ অনন্তত।
কি কহি পোড়াগুণী তোহে কামিআব। বঝিলাম কালরূপে তারে বিকল।

কেন কিছু দেখিনাই শৃগিলীভিতরে। উণপতি, আশ্রয়েতে থাকে কন্যাকারে ॥
 দিক ২ দিক তোর দিক লো জীবনে। ততোধিক হয় দিক আদ্যন্ত বাচনে ॥
 বিদ্যমান করি কিঞ্চি ছুরি মিয়। এলে। অথবা চোড়কির প্রাণ প্রবেশনা জ্ঞ ২ ৩
 এই রূপ যুক্ত। ৩৩৩ে রূপটি বচন। দাহর করিতে পুণ্য জায়ে বলে ২ ৩
 নকরনে কামিনী যে কহিতেছে বাণী। কেন মাসী যে কব আদ্যন্ত পরানী ২
 যে কবী হায়েছে মোর কি কব বিশেষ। কিছিন্বেকবল জামেন লব্ধ মন ২ ৩
 বিচ্ছেদ বিকার আসি যেরেছে আমাদে। অভরে অনন্তক্ষণ হয় নিঃশব্দে ৩
 মেনা নিরদ অব যুগাশায় তার। শুধাবেৎ বক উঠে পিতামহ ৩
 অতীত অবস যো হৈয়াছে তামার। উঠিয়া গাইবে মাসী সাধা নাহি অরে ৩
 পায়ের চাবিয়া বুঝি প্রাণ পরিহার। কহ দুরে বন্ধকাল। পুণ্যরিতে শ্রীকৃষ্ণ
 বদনা শব্দ। কামি কন্যাকা নাহী। হেরিয়া লাবণ্য রূপ নাশরিতে নারি ৩
 যা হউক ললাটে মোর তাই নর করে। গব্যাক বাসিনী মাসী হউনাকি বলে ৩
 দয়া করি কিছু যদি আনিদেহ মোরে। নতুনানারি য়েতে বাহারের শারে ৩
 বাহারে হইল। যদি থাকে গো তোমার। কিঞ্চিৎ আনিব। দেশ করিব আহার ৩
 পুণ্যে ৩ মন্ডামনি মলিন হইয়া। অর ব্যাধন কিছু ২ দিল যে আনিয়া ৩
 বোমী সমভুক্ত, দনী জাহার করিল। বকিয়া বদনে নর সৈলিন। কেবল ৩
 এই ভাবে কিছু কাল গত হইল। যয়। অবিরত রূপট প্রেম সাধুকে দেখায় ৩
 ব্রহ্ম চিত্র ছল করি কামিনী যে কত। আপনি আপন অঙ্গ নিলে অধর ৩
 নিরুচিয়া পায়র যজ্ঞহাথের কখন। কামিনী চড়াই কর ছেনাশি বকন ৩
 কামিনী আক্ষেপ রূপেতে আপনার ইন্ডায় গণের প্রতি তিরস্ক।
 কামি প্রিয়দী।
 শ্রীকৃষ্ণে কামিনী তবে, শঠতার ভাব ভাবে, মিথিতে মনেতে তপ ৩
 মনে, বক্ত করি সার, বলে তবে অনিবার, বহুবিধ নিষ্কিয়। আপনে ৩
 কামি রলি রে কুমল, আগে ছিল বাকল, ধরার জিনিয়া বদর্শী
 মনোমোড়া মোড় ধরে, আমার মন্তব্যেপরে, বিবাজিত মন। সর্বকণ ৩
 পালকি সে লবকাল, কোথায় হইল কাল, হুজুদনী মাগিতে জামারে।
 বাই তোর দমন কণ, হাজির হাজান কণা, ধিত্রি বংশহ প্রকেষারে ৩

একেতো বিচ্ছেদ জালা, নাহি সহ্য যায় জালা, হায় পুনঃতোর আস। তার।
জালার উপরে জালা, কত সজ্জ করে বালা, এ কি জালা হইল জামায়।
জামায় হই অনাখিনি, প্রেম রাগে টেরাগিনি, দুঃখিনি রমণী সতিশয়।
দোহাই মদন তোরে, যাও তুমি স্থানান্তরে, আর জালা প্রাণে নাহি শয়।
সাধুরে আমি বখন, পাঠিবোরে অক্ষয়, গৃহেতে বসিয়া আপনার।
তখন তুমি সাপক্ষ, হৈওরে আমার পক্ষ, কোটি মিলতি অপার।
শুন বলি রে নয়ন, অবহেলে ত্রিভুবন দরশন করেছ কতো শত।
সে পক্ষে ছিলে সাপক্ষ, এ পক্ষে হৈয়ে বিপক্ষ, কেন দৃষ্টি কর সাধনত।
ধিক চক্ষু ধিক তোরে, তুই যে মজ্জালি মোরে, তুই শেষে মোর কাল হলি।
তুই না হেরিলে তবে, মোর কেন হেন হবে, মোর শত্রু তুই হেন ছিলি।
মনের তোমার গুণ, দাবানল সমাণ্ডন, হেন গুণ নাহি দেখি আর।
যে স্থানেতে বাস কর, সে স্থল বিদৌর্গ কর, হেন কি তোমার ব্যবহার।
ওরে তিনকুন নামা, তুইসে অবল নাশা, হলি পুনঃ ও সব হেরিয়ে।
শত্রুপক্ষ দিলি মার, বধিতে এ প্রমদায়, হায় মোর মাথা খেয়ে।
পূর্বে ছিলি মন্দ্যতি, তাহে স্বশীতল অতি, দূরতির বাড়িতে উল্লাস।
এবে হেন, হলি কেন, বাহিছ সবন ঘন, জ্ঞান হয় জনত হুতাশ।
কামিনীর কলেবর, দক্ষ কর নিরন্তর, কেন হেন অবলার প্রতি।
একে আমি কলনারী, আর জালা টেসতে নারি, শুন তোরে করি যে মিনতি।
ওরে জুট ওষ্ঠধর, পূর্ব রূপ পুনঃ ধর, সেই মত বিধুরে জিনিষ।
তখন ছিলি সরস, এখন হৈয়া নিরস, বিদৌর্গ করিবি কেন হিয়া।
খলের খলতা রীত, নাহি ছাড় কদাচিত, বিদীত যে আছয়ে সংসারে।
পরহিংসা করিবারে, অহিংসে আপনাবারে, আপনি মরিয়া পাবে মারে।
তোতাদিক তুই মন্ট, আপনি লইয়া কন্ট, অবলার বিনাশিবি প্রাণ।
অভাগিরে করে বধ, না বাড়িবে রাজ্য পদ, না বাড়িবে মানের সম্মান।
ওরে কোমল রসনা, তোর কি এই রসনা, রমণীর বধিতে জীবন।
অথে তুই কত শত, কথা ঠেকে নাশ মত, নিবারিলে নহে নিবারণ।
কারসনে করে একা, হরিয়া সকল বাক্য, কণ্ঠরোধ করিল আমার।

না আস' মন্থখিয়া, রাখে যদি আটকিয়া, বসনে ঢাকিয়া আঁশমারি ॥
 তাই বুঝি পাছে খেয়ে, মাইতেহু পালাইয়ে, যাও যাও কিরিসা এসনা ॥
 তুমি যদি আগে কথা, না কহিত কোন কথা, তবেত যত্নগা হতনা ॥
 শুন বলি রে রদন, আগে তোরা দুই জন, সখা ভাব না ছিল কখন ॥
 সদা ছিল আড়া আড়ি, দুই শেণি ছাড়া ছাড়ি, কদাচ না হইত মিলন ॥
 তথাচ রদন মাঝ, দোহে করিতে বিরাজ, জিনি কন্দ মুক্তার হার ॥
 এবে কোথা সেই শোভা, বজের সদৃশ প্রভা, হায় একি দেখি চমৎকার ॥
 রমণী বধের তরে, তাই এত দিন পরে, দুই জনে করিলি মিলন ॥
 তোমরা করিলে মিল, লাগিল দশনে খিল, মোর তায় সংশয় জীবন ॥
 রমণী হতার তর, কিছু মাত্র নাহি হয়, থিক থিক থিকরে দশনা ॥
 নাহিক দয়ার লেশ, অনায়াসে দেয় ক্রেশ, পুনঃ পুনঃ বহু যে যাতনা ॥
 হে যুগল ভুজদয়, পূর্বেতে ছিলে সদয়, কি কারণে এখন নির্দয় ॥
 যাগে যে খরিতে বশ, কি বলিব বল বল, শত্রু পক্ষে হলি কি দয় ॥
 এদে বুঝি পেয়ে দিন, হলে তুমি শান্ত হীন, ছিড়ে পড় তৃণটী ডুলিতে ॥
 নাথ বিনে কাকুলিনী, মণি হারা কেন কণী, অনাখিনী দেখিয়া আমাতে ॥
 তবলার আগে কত, জ্ঞান সবে অবিরত, ওষ্ঠাগত টৈয়াছে জীবন ॥
 কীর্ত্তে মরণ প্রায়, কমা কর অবলায়, আর আমার করোনা নিধন ॥
 তরে রে বিস্তার বক্ষ, তুমিও দেখি বিপক্ষ, দুখিনীর পক্ষে কেহ নাই ॥
 তব শত্রু পক্ষে পক্ষ, মোর পক্ষে হেন পক্ষ, কক্ষপক্ষ মাত্র দেখতে পাই ॥
 তব হেরি বিরহিনী, হলে কঠিন পাষাণী, তোর মনে এই অভিলষ ॥
 তোম বিদীর্ণ করুনয়, মোরে আগে বধা হয়, বলি তোরে জনরে নির্ধার ॥
 পরে নব পায়েধর, দাড়ি কদম্ব তর, স্বপ্নশাভিত ছিলি নিরন্তর ॥
 না মার সুকের মাঝ, বুদ্ধি করিতে বিরাজ, হেরি লাজ পাইত মেঘবর ॥
 যবে কেন হেন হুলি, সে ভাব কেন ধোয়ালি, এ কি ভাব তরে দুশায় ॥
 পক্ষান্ত পক্ষত বেন, এবে তার হুলি কেন, মরি মরি জীবন সংশয় ॥
 কহেছি কি অপরায়, তাই যে স্যমিছ রাস, বিরহীর সহিত এবার ॥
 নাহি তোর কোন রক্ষ, বুকে বসি হেন কক্ষ, রক্ষ হেন করিলি আমার ॥

নিম্নিয়া কেশবি কোটি, তোমারে প্রশংসী কোটি, তুমি কেন হইলে একপা ।
 পূর্বকালে সদয় যোরে, ছিলে তুমি নিরন্তরে, এবে কেন সেরূপ বিসপ ॥
 আগে বল কত ধরে, বিবিধ প্রকার করে, কত জোর প্রকাশ করিতে ।
 তবে সে সকল কথা, জ্ঞান হয় উপকথা, মনে বাঁথা হয় যে কাহিতে ॥
 এখন সে সব বল, কোথারে লুক্কায়িত বল, ছীন বল দেখি অতিশয় ।
 বাসিলে না নড় চড়, দাঁড়ালে চুইয়া পুত, অস্বাভাব্যে বসিতে নিশ্চয় ॥
 দেখিয়া আমার জুখ, না হয় তোমার জুখ, পাখান বিদরে দেখে মো রে ।
 শুন বলি ওরে শৌণি, প্রাণে বধোন, রমণী, এই মিনতী করি আমি তোমারে ॥
 কেন কোকনদ পদ, তুমি হইলে আপদ, বিগত কাহিন্যেত পদনাথ ।
 আগে নাথৈ হেরিবারে, ছুটে আসিতে সজ্বরে, খামাইয়া রাখ তোমারে তার ॥
 কটক কুটিলে পায়, চেতনা না ছিল তার, অবিরত করিতে গমন ।
 নৃমণীরে বদিবারে, আনিয়া গবাক্ষোপরে, আর নাই চলিল এখন ॥
 হইলে চন্দ্র শক্তি ছীন, পাইয়া দীনের দিন, কামিনীরে বধের কারণ ।
 তুমি রে নিষ্ঠুর অতি, মজাইলে কুলবতি পবিত্রতে আনিয়া, এখন ॥
 ধরি রে পায়ের পায়, ক্ষমা কর যে আমার, নারি বধ করো না করো না ।
 আমি নাথ যেই দিকে, লক্ষ্মদিয়া সেই দিকে, তাই নভে বহুক গমনা ॥
 এই রূপে কত মত, নিম্নিয়া যে অবিরত সকল যে মাথারে শুনায় ।
 যত্ন বলে ও কামিনী, ধন্যারে তোমারে মানি, ধন্য তোমার ভাব বোধ মন ॥

কামিনীর বিরহ বিকারে কণ্টকরূপে পঞ্চায় প্রাণ ও গজাঘাত ।
 লয় ত্রিপদী ।

এই রূপে কত, দিন বহিভূত, গরতে গনহ করে ।
 কামিনীর ভাব, হলো হেন ভাব, যেন মধু পাগলিনী ॥
 তোলিয়া বসন, সদ অভরণ, মরা করে হা হা গুনি ।
 কছু নৃত্য করে, কছু জীষি ঘোরে, কছু বা পড়ে ধরণী ॥
 প্রথমে সাধুরে, হেরি দিনান্তরে, তবু সে আহার করে ।
 পরে তার পর, দুদিন অন্তর, কিয়ৎ দেয় উদরে ॥
 শেষে এক রাতে, থেকে অনাহারে, শীর্ণ করে কলেবর ।

নাথিলে না খায়, কথা নাহি কয়, তাব টেঁহল যেন জড় ॥
 হেম ভাবে ধান, কিছু দিন গণী, পরেতে শস্যায় গতি ॥
 ক্ষীণ বাক্য রত, অকৃত যে শব, উত্থান নাহি শক্তি ॥
 তথাপি নয়নে, সখ মিরকণে, নহে অন্য জন তিলে ॥
 ক্রমেতে অশেষ, হয় ইন্দ্রিয় দশ, ফেলিলে চাতুরী জানে ॥
 যেমন প্রলাপ, করিয়া বিলাপ, দেখায় সাধুরে চেয়ে ॥
 বিচারের তুল্য, কণেক আবল্য, কভু রয়ি স্বস্থ হয়ে ॥
 ভাবিলে এখন, ইহয়ে অচেতন, না করে শুবণ বাণী ॥
 সেন কাল এল, আশা বাই গেল, সার হলো যে কাহিনী ॥
 কামিনীর মাসী, যুক্তামনি আসি, তাসির নয়ন জলে ॥
 কান্দে উটকঃস্বরে, দেখিয়া তাহারে, হার কি হইল বস ॥
 শিরে কর ধানে, ডাকে যনে ২, কামিনী কামিনী ধনি ॥
 যুগে দিয়া বারি, বলে মরি মরি, উঠিলো প্রাণ কামিনী ॥
 পরে নেত্র তেজ, দেখিল সন্তরে, জ্বলি হয় জ্বলি নাই ॥
 অমনি ধরায়, পড়িয়া জ্বরায়, বলে তোর সঙ্গ বাই ॥
 তোমার বিহনে, কি স্বপ্ন জীবনে, জীবনে জীবন দিব ॥
 হয় তো অনঙ্গে, নতুবা গরলে, এ পরাণ তেজাগিত ॥
 তোরে না হেরিয়া, বিনয়েষে হিয়া, যে দুঃখ তা কব কারে ॥
 ওরে শিখি হয়, ঘটালি কি দায়, বদিতে এ দুখিনীরে ॥
 কামিনী বিহনে, কেমনে জীবনে, ধরিব জীবন বলে ॥
 বুঝিলাম ছায়, মজাতে আশায়, তোমার মনন হলো ॥
 পাঠায়ৈ ভারতে, এত দুঃখ দিতে সন্তুষ্ট হরিয়া নিলি ॥
 স্বপ্নের ভরসা, করিলি করসা, বঞ্চেতে শেল হানিলি ॥
 শোক সমুদ্রিয়া, পাগলগেতে হিয়া, দাক্ষিণ্য হিলাম এবে ॥
 কামিনীরে চেয়ে, সব পাগলিয়ে, রাহিতাম গৃহি ভাবে ॥
 তাহে হিংসা করে, হরি নিলি তারে, ওরে নিদাকণ বিধি ॥
 দেখে কাদামিনী, শোকেতে ভাপিনী, তার প্রতি এই বিধি ॥

বংশের তিনেক, জানে সব লোক, কামিনী নমন তারা ।
 নবীন নালিনী, কুনের কামিনী, পলাকতে হই স্বরা-
 রুকি ভোর দূত, মদাগর স্বত, হইয়া এলোহে হে ।
 মহিমে বা কেন, কামিনী রজন তোজিলেহে এ গরগর
 কড় দেখি নাহি, কণে স্থান বাই, গুরুদের রীত হেন ।
 কুনের কামিনী, টেয়া পাগলিনী, ঘোড়িল আপন প্রাণ ॥
 এসেছে অবধি, দেখি নির নদি, গুলারেছে কত বাণী ।
 গরাক বাসিনি, দিবস রজনী, উহার লাগি কামিনী ॥
 নাহি জ্ঞানকাণ্ড, এমন পাষণ্ড, কি যুখে আছে তরতে ।
 জীহবা হইল, তবু না হেরিল, এক বার নরনেতে ॥
 কুবংশ জাতক, ও মহাপাতক, কিছু বুঝেও বুঝেনা ।
 হেন গণ্ড মুখ, নাহি বোধ সূক্ষ্ম, বিরহিনীর যে স্বাতনা ॥
 মারীর বেদন, মন আকিঞ্চন, কৌশলে প্রকাশ করে ।
 হইলে যতন, অমনি সেদন, ইঙ্গিতে বুঝিয়া কবে র
 কুলদতি ভাব, হলে কহাভাব, সদত সাধ ঘটন ।
 কনক জালক, যদি প্রাণ যায়, তথাপি মুখ ফোটেনা ॥
 আমি বা কেনে, উহার কারণে, তোমার মদমে কন ।
 মদমে সম ইয়া, কেমন করিয়া, কুটনী হন ধবিন ॥
 এই অপ করে, রোদিনানুমায়ে, মুক্তা চাতুরী করে ।
 বস্ত্রক মেহারে, কামিনী উপরে, কহু কান্দ উজ্জ্বল ॥
 প্রতিবাসি যত, সতে ঘাসি জেত, দেখিল বিপদ ব্যতি ।
 বরে মুকুতার, শাড়না করয়, কেহ বা কামিনী প্রতি ॥
 ভাসি নেত্র-জলে, কামিনীরে বলে, কেন গো এমন হলি ।
 শবের লাগিয়া, পাগলিনী বৈহা, রথা প্রাণ তেরাগিলি ॥
 তবে সতে কয়, আর রাখা শয়, কহু-ত উচিত নয় ।
 জামিয়া খাটুলি, তরুণে তুলি, গজা-যাত্রা যে বিদায় ॥
 শক্তি এক জন, স্থরিত তখন, শব-রথ যে জামিনা ।

কামিনীকে ধরি, তত্পরি করি গুল্মতীরে বৈয়াগে ॥
গঞ্জের নিকটে, যখনই তরু, সদর ঘাটে চলিল ॥
সখা নাধসুত, গান করে নিত্য, সেই স্থানে উদ্ভাস ॥
সঙ্গে বহু জন, রহে অমূল্য, সারথানে সবে অতি ॥
করিল যে ছল, যে রাখিলে বন, সকলেতে সেই কতি ॥

পশুপতির অবগাহন গমন ও মুক্তা কঙ্কণ তিরস্কার ।

পয়ার ।

হেথা যে পশুপতি থাকিয়া বসে । কামিনীর মুখা পুনি পুনি শুবনে ॥
সনে সাধসুত করে অমূল্য । হবে বুঝি কিঞ্চিৎ, আশ্রিত ছিল তান ॥
তা-বহিনে ধনী কেন হৈয়, জনাছারি । আপন জীবন কেন নাশিল সছরি ॥
এখন তে পুণি নাম কামিনীর মন । সমুদার লহে তার চাতুরি লক্ষণ ॥
অতএব পরিচাছে কি করিব আর । অথেষ্টে তুরায়গেছে তার প্রতিকার ॥
কই রূপ সাধসুত বিচারি মনেতে । তদনুরে উদ্ভাসগী জনগাহনেতে ॥
ভূতা আসি আসসনে তৈল মাখাইয়া । পরেতে চলিল সবে আত্মদৈবায় ॥
হেথা কামিনীর মাসী মুক্তামণিধনী । সমুদ পুনি লয়ে রাখিল কামিনী ॥
যেন কিছু শাসে তার আছয়ে জীবনে । এমত লক্ষণে ত্রানে রাখি সে সখাশ্রু ॥
পরে দেখে সাধসুত আসিতেছে দূরে । আক্ষেপবচনে সত কামে উঠে স্বরে ॥
বলে কহে তুমি শ্রান্তে জ্বিলে নিত্য । ঐদেখ আসিতেছে তোমার কতান্ত ॥
এবে কেন কদোমণে রছিলে অমূল্য । হেরিয়া যুগের নেত্র ভালে যদনী ॥
হের দুই দুই চক্রে আসিতেছে হেথা । ওঠ বন গুল্মপাণ্ড মোর পাথা ॥
তোমার যে ভাব দেখি সদা আঁখিঝোরে । অবিলম্বে ওব শত্রু সহস্রবধন ॥
তোমার নিগুণ হেরি শঠ পিকর, বলিতেছে মোর ভণ্ড কার কুহু ॥
যদোন্মাদে ঐ দেখ করিতেছে গান । কথা কহে কামিনীর কর অপমান ॥
যদানে বয়ান ঢাকা দেখিয়া তোমার । শশী বলে মম মম শেখ নাহি আর ॥
সতরব ভেল বান খোল লো বদন । শুধাংশের গন্ত পজ্ঞ কব মো এখন ॥
অবরেতে কোটি ঢাকা দেখিয়া তোমার । কেশরী আপন মনে করে অহঙ্কার ॥
তোমার পুণ্য নেত্র মুদিত দেখিয়া । গজিত হইয়া যুগ বেড়াই নাচিয়া ॥

এবে তব শুক ওষ্ঠ হেরি বিহুবর। তম রসে কেটে পড়ে ধরনী উপর ॥
এ সকল সহ্য মৌর না হয় অস্তুরে। উত্তিরা সকল গর্ক খর্কই সহরে ॥
বাহারে হেরিয়া। তব জালী নিরস্তর। এই দেখ আসিয়াছে সেই চুরাজর ॥
বারেক বরন তুলি ছেদ দে তাহারে। কেন জাল বাড়াইবে দিতার ভিতর ॥
কিন্তু তব জাল তুমি পারিরনে মনে। জামারে বাড়িবে জাল সাধ নিরাকণে ॥
এই রূপে মুক্তামণি বলে অবিরত। স্তম্ভিতে সাধ নিকটে আগত ॥
মুক্তা দেখিস সাধ, আইল সহরে। যথোচিত গা ক দেখ পদ অনুসারে ॥
বলেওরে পোড়ামুখে। তোর যুগছে। যাবল আঘার এবে, এহেন যে মেয়ে ॥
তোমার দচম শুধা সখে করি পান। হেন আশা করি মনে কামিনী অজান ॥
বমনীর মনো ভুগে সভা যদি হয়। সমুচিত পাণ্ডি তবে গাবে বুঝার ॥
জলেছে অবলা। তোম, হইতে যেমন। বমনীর শাখে তুমি উলিবে তেমন ॥
দিলে বমনীরে তুমি যতেক বেদনা। বিবেক এ ছু ইহার চেডনী ॥
কামিনীকে ভুগ নীরে আসানে যেমন। তামিনেব সাধ তুমি ছে ভেমন ॥
এই রূপ মুক্তামণি, অবিরত বলে। স্তম্ভিয়া সকল লোক কহে নানা ভলে ॥
সভে নীলগড়-বাসি কে বনিবে ভিত। সাধুর পক্ষেতে সভে নিধে অগ্রনিত ॥
যত বলে ধনা দেশ ধনা বলে মানি। ধমারে প্রবাসী দেশের ধনা-য়ে বমনী

নটীগণ করুক পশুপতির তিরস্কার ও সাধুরদের প্রশংসা
দীর্ঘ দ্রপদী।

সাধুর কুমার দেখি, পরস্পর বনে এ কি, কামিনী নাশক জন হয়
ইহার লাগি কামিনী, তেরা চির বিরাহিনী, অদশেবে তোজিল যে কাহ।
এই রূপে কত পাত, কলিতছে অবিরত, হেন কহু দেখি নাই তাই
এই রূপে কত জন, হেরি নাই ক্রিহুবন, বন্য ওরে বনিহারি সাই
কহিতেছে এক ধনী, হয় যদি মহাদনী, আমি-ত উচিত কথা কন
যার লাগি তোকে প্রাণ, তার নাহি হেন স্নান, স্নানকার পাতকে তেঁকি
দরা ধর্ম নাহি বোধ, কি বলে মান প্রবোধ, দির, রহে হরিষ বদনে
কোন কীর্তি যশ ধরে, কীর্তিমধ্যে নারীমারে, এই রক্তি ধরেমে আপনো
দেখিতে ইন্দুরাকার, পলাশ স্বরূপাকার, মৌরভোত বিনুমতি নাই

মতিয়া নিয়ে মনে, ভুল নাই নারি বলে, যেন ওরে বলিহারি যাই ॥
 সারি এক বাঁধা বলে, শুন দিতে মোর স্থলে, কিঞ্চিৎ যে বচন আমার ॥
 ইহত সন্তান বারা, তাদের পথে এ ধারায়, হেন সুখ করয়ে অপার ॥
 একে মত নয়, এ কথা নিশ্চয় হয়, ইহাতে যে বাহিক অন্যথা ॥
 যে জন দরিদ্র হয়, সেই যদি অর্থ পায়, কপটকে তার বড় ব্যথা ॥
 ইহাতে বণিক জাতি, অর্থলোভী হয় অতি, এই তরু পাছে অর্থ ধাম ॥
 কারণে সাধুসত্ত, ইথে নহে মনঃ পুত, এই কথা জানিবে প্রভু ॥
 শুনি এক ধনী কয়, একথা সম্ভব নয়, অর্থলোভী কামিনী কি ছিল ॥
 ধনী যদি মনে করে, হেন অর্থ দিতে পারে, সাধুর কিঞ্চিৎ সন্তান ॥
 যে প্রেম কালিনী, পিরীতি বিচ্ছেদ গনি, অবশেষে হইলান ধন ॥
 যেন আর চায় অর্থ, বলিহারি হামি পায়, শুন তার আমার বচন ॥
 সেখানাই ছুমওলে, নাহি হেন কোন স্থলে, পুরুষ যে পাশাণ এমন ॥
 যি যুনি ভব হয়, বরণেতে মন চায়, হেরে গনি কামিনী বচন ॥
 তার যে কোন মত, নাহি তত্ব এমনতর, তবে কোন কথা মোর ছয় ॥
 মনঃ সঙ্গম আই, যদিকহু হেরে নাই, হেন জন যদ্যপি এ তর ॥
 যি জন্তু আদি কত, করে থাকে অবিরত, তাকি কি নয়নে দেখে নাই ॥
 ক বলিবে ওরে আর, বিধাতার অবিচার, হেন জনে বাঁধা যে অন্যাই ॥
 ইরূপে রামা যত, নিদে তার অবিরত, শুনি সাধুর মঙ্গল বচন ॥
 হেন ভাবে কি হইল, বিধি কি বা ঘটাইল, রথা কোন আমারে এমন ॥
 কামিনী যে প্রেমে মত, হারাইয়া জ্ঞানতত্ত্ব, তাহাতে যে জীবন হারায় ॥
 শুনি হইল নাশ, মম প্রতি উপহাস, সকলেতে হার করে বরষায় ॥
 ইহুগু সাধুসত্ত, ভাবে মনে অবিরত, এমন সময়ে পুরুষাধি ॥
 তেওরে পশুপতি, দেখয়ে জাখিনীর তন্ত, রাধ মম সকল্য বাণী ॥
 বিরক কামিনী পক্ষে, হের তুমি নিজ চক্ষে, অস্ত্রিম কালেতে ইহার ॥
 মন যে খস আছে, বারেক বসিয়া কাছে, দেখ দেখি বরষা উহার ॥
 ইহুগু যুক্ত্য কত, বলিতেহে অবিরত, শুনিয়া সাধুর জ্ঞানি তায় ॥
 শুনি গীয়া সম্বরে, বসিয়া ধনির শিরে, তত্ব দুটো যুখ পানে চায় ॥

র.ল. জে. জে. জে. মেলি নয়ন দুখানি, বারেক আমার প্রতি চায়।
তবুও নিরবধি, হইতেছি অপরাধি, সে যে কথা कहেন না যায়।
না বুঝিয়া মর্ম, করেছি যে কুকর্ম, এবে তার প্রতি ফল ফলে।
এই চোখে সাধুরত, মনে টেইয়, খেদাঘিঁত, অবিশ্রান্ত কত শত বলে।
মোত সময়ে ধনী, মেলি নয়ন দুখানি, অবনি সাধুর প্রতি ছেঁরে।
সজল নয়ন তারে, ধরিয়া সাধুর করে, রাখিল আপন হৃদিপরে।
পরেতে নেত্র মুদিয়া, রহে কপট করিয়, হেরিয়া সাধুর দুখ তার।
স্ববিনয়ে পশুপতি, বলে সকলের প্রতি, শীঘ্র করি টেবদা যে অনার।
তাছাতে যে অর্থ বায়, হইবে আমার তায়, ইহাতে যে নাহিক অন্যথা।
তিনি এক জনেঁ তাব বলে মুক্তা শীঘ্র যাবে, মিছে আর বিলম্ব কর হেথা।
বদর্শি রহে আস, তদবধি করি আশ, দেখি কি বা করেন বিদাতা।
এত বলি মুক্তামনি, পাঠাইল এক দলী, আপনার সাজক টেবদা যথা।
যত বলে চায় হায়, হইল বিষম দায়, পশুপতি তোমার এবার।
করেছিলে অতি দর, সে গরব হইল গরব, রমণীর কাছেতে তোমার।
পূর্বে শিগিরার বেলা, করেছিলে অবহেলা, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সকলে।
নঃশিখিলে কোলজামা, বাকি ছিল একঅনা, কেন কালে বাণিজ্যে আইসে।
যদি সঙ্গুণ শিগিরে, তবে কি ইথে ভুলিতে, কামিনীর হেরিয়া মরণ।
কামিনীর গঙ্গা-যাত্রা, এ যাত্রা নয় সে যাত্রা, যাত্রা কিবল তোমার কারণ।

গোপীসেন নামক টেবদার অগমন।

সম্ভার।

আইল সাজক টেবদা অতি সুসজ্জ। গোপীসেন নাম তার বুদ্ধে বিচক্ষণ।
ঐষধির ডিপা এক করিয়া বগলে। কপার দাপট করে চিকিৎসার ছলে।
তড়ক আছয়ে তারি পটবস্ত্র ওড়ে। আড়াপাটা যট্টা ছটা বিদায় যকৌলড়ে।
বসিলেক তটে গীয়া কামিনীর পায়ে। কর ধরি নাড়ী জ্ঞান করেন হরিয়ে।
এক বার দেখিয়া হলু মলিন বয়ান। বদে আমি কিছু মাত্র না পাই সজ্জান।
পুনর্বার দেখে হলু সুক্ষরূপ করে। বলে ইহার শক্ত বাধি বাস্তবকারি কারে।
এরোগের চিকিৎসা জামান্যাত নর। সাযান্য ব্যায়েতে এর জীবন সংশয়।

হস্তার দেখি তবে, কহে বৈদ্যবর । কামিনীর মৃত্যু সজ্ঞা নাহি কিছু জ্ঞান
তবে হেথা জ্ঞান, রাখা স্মরণিত নয় । গৃহে ফিরে লয়ে যার মন মতে হইল
এত শূনি পশুপতি হরিষ বদনে । বলে এরে লয়ে যাই আপন ভবনে ।
কোনকরে রাখা যোর মনে সজ্ঞ হয় । কি জানি তাহাতে যদি রূপধা করায়
এত যদি পশুপতি ডাকি ভূত্যবর । হ শিবিকা, আনাইল হইয়া সজ্ঞবর ।
অহে করি কামিনীকে লইয়া তখন । ফরাস পয়স করে আপন ভবনে
পয়ার আবদ্ধ করে বহুনাথ কর । পুরে শূন্য মাড়ি কতক শেষে কিবা হয় ।

কামিনীর আরোগ্য ও পশুপতির সচিত ব্যবহার ।

পদাভ্যাস ।

এই রূপে পশুপতি কামিনীর কুচক জ্বলে জড়িত হইয়া, তাহাকে খাঁড়
তরনে রাখিয়া উক্ত ভিষকের দ্বারা চিকিৎসা দিরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
এবং চিকিৎসক ও ভৌতিক ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিধ ঔষধি শীতল
জলদি পথের নিরূপণ করিলেন । কারণ কামিনী মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত
রূগার নিমিত্তে বহু কালব্যয়ি আচার ও নিরুপা পাইতাম ও পুত্রসমর শীতল
কলেক হইয়াছিল, তাহনা ভিষক এই রূপ পথ দিতে লাগিলেন ।
ইহাতে অতি অসুখবাদের মধ্যেই কামিনী যত কলেক হইয়া উঠিল
তখনই পশুপতি আনন্দ-স্বাগরে মগ্ন হইয়া উক্ত পাত্রিকাদি বস্তুর
সমন্বিত কৈ দিয়া দিলেন । তাৎপরে পশুপতি, কামিনীর রূপ ও প্রাণ
এমে অধিক হইয়া সাংসারিক ও পারমার্থিক বিষয় চিত্তার এক কালী
বিসর্জন পূর্বক উক্ত বিষয়ে একবারে নিমগ্ন হইলেন । এমন পুৰাতন সাধু
প্রাণমন ও প্রাণ দ্বারা তাহার মন আঁধার করিতে লাগিল । কিন্তু
সংসারে যে রূপ অর্থ প্রায় হয়, তাহাও তৎকালে হইতে লাগিল, ও
রূপে কতক দিবস অতিবাহিত পূর্বক যথেষ্ট হইলানন্তর সাধুসত্তে
সংগ্রহীত অর্থ সকল ব্যয় হইয়া গিয়া এতদূর অবস্থায় পতিত হইলেন
যে কৃত্যগণ মাসিক বেতন পাওরা অতি সুকঠিন বিবেচনায় তাহারি
পরিজাগ পূর্বক স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন । অল্পকালে
যখন দেখিল যে পশুপতির অধিন মন সম্পত্তি হরণ করিয়াছি একদা

কর বজান বাতীত আর কিছুই নাই। তখন কামিনী এতাদৃশ ক্রমে প্রবর্ত
হইল, যে অর্থ ব্যতিরেকে দিনপাত হওয়া মুকঠিন। তদদর্শনে সাধুস্বামী,
কুহকিনীকে কহকে পতিত হইয়া সকল উপদেশ দানার্থে আসিয়া অর্থাৎ
সমস্ত পোত বিক্রয় করিতে আবদ্ধ হইলেন। এবং তাহাতেও কতিপয় দিন
আমল উৎসবের সহিত বহিষ্ঠুত হইল, এবং কামিনী যে অখিল সম্পত্তি
বাহিষ্ঠুত কর্তৃক বহিষ্ঠুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ক্রমশ রাজ-কোষে
প্রেরণ করিত। এই রূপে কুহকিনী পশুপতির এক কপর্দকের সংস্থান
দাখিয়া পরিশেষে তাহাকে দুরিষ্ঠুত করিবার উপায় চেষ্টা করিলে
প্রবর্ত হইল।

পশুপতিকে প্রত্যেকা পূর্বক কামিনীর উক্তি।

পয়স।

এ রূপে কিছু দিন গত হইয়া যায়। পরে পুন কামিনীর অনাভীতবশত
এক দিন উভয়ে এক মনে আসিল। এমত কালেতে তবে কামিনী যে কদম
প্রাণকান্ত বাল কিছু বাণী। হৈয়া তোমার মুখ বিষয়ে পরাণীর
কর অর্থ লয়ে বাণিজ্যে আইলা। গৃহ বৈশাখ হইলে, সকল পোয়াইলা।
এমত মম মতে এই বিধি হয়। বারেক বদেধে গিয়া আসিলে প্রায় ১০
বিশ্বাস ইহার তেতু বলি প্রাণকান্ত। এদেশের নরপতি অত্যন্ত দ্রুত ॥
কপুরুষ লগে ঘোষা সুরে কাল হইলে। মাসিক সহস্র মুদ্রা কর দিকে তাঁরে ৫
দান। এই মনে প্রণয় করেছি। ক্রমশ সে রাজ কর সকলি দিয়াছি ॥
কখনেতে রীক হস্ত, আর কিছু নাই। কেমনে যে দিব কর ভাবিতেছি তাই
পোড়া দেশের রীত পতিতে ঢকাই। কর বিনা হেম কর্ম যেই করে তাই ॥
কদমত জালি তাঁরে পঙ্কজাঃ ॥ কাঁরাগতির প্রাণে তাঁরে বংশিকানিয়ার
উত্তর প্রাণকান্ত মম খেল দর। একপে সসুরে তুমি ১০ মাস কর ৫
কদমত জামা দর করিয়াছি গুণ। এবে বিধি করিলেন তাহে যে বিধি ॥
কদমত মিনায়ে, মোর বিদরে যে হিয়ে। কেমনে বহিব প্রাণে বহিব মরিষে
কদমত তুমি প্রাণনা আইস কদমত। এমত দিবা কাল চাতকী হইয়া
ই রূপে কহে কথা বহুবিধ ছিল। অন্তরেতে পশুপতি কহে কামিনীকে

মিত্র ভাইরা জাত মম রাজনীতি । বিনা করে যেই জন করয়ে বহাতি ॥
 সাহস যে দশা তুমি শুনেছ করণে । বিবরিয়া কহ কথা, গিয়া সাধু হাতে ॥
 গাই শুনি প্রাণনাথ বিদরে যেহিয়া । হেন কই উক্তি, তোমায় কন কি করিয়া ॥
 ছাড়ি রাজ্যেতে বাসকারি হিন্সাজে । হস্তলোকিনে সো কবনে শ্রী প্রেমজ্ঞে ॥
 হেন রাজার রাজ্য মাউক রসাতল । এপোড়। রাজ্যেতে বাস নাহি কিছু কল ॥
 দিতেছে রমণী গণে দহেক যা তন। । এই রূপ লাগি বেন দেহ সেই জন ॥
 মমীর মনো ভাব সত্য যদি হয় । সফোচিত শাস্তি পদে পদে দোষায় ॥
 গমার যে কথা তক ভাঙ্গিছ হেমন । রমণীর শাস্তি, তুমি মজিব কেমন ॥
 তুমিই যে হৃদয় নীরে জামনে যেমন । ভাবিবে হে ভূপতির কামিও তমন ॥
 ই রূপে কামিনী সে দরশন চুনে । - ৩ বস নিশা করি কৃষ্ণচরিত্র বলে ॥
 হু কামি গমপতি, কাহিছে বসন । কামিনী কামিনী তোমার হে মন ॥
 হু দাস কতো দুল মিথ্যা সে-ভাড়া-ভাড়া । পদেদে, ছেনে দেহে দোষ । কি পদে
 মনিলাম প্রাণকান্ত । তুমি হে সেমন । মনিসা করিলে হিন্সে জানিবে সে ॥
 মনি হুই তুমি প্রাণ রসিক বন্ধন । এক দিতে বসে পদে দিলে হে তখন ॥
 মনায় ভাড়াও অংগেস্তরের সঙ্গরে । কাম্যে হামিও নে, কিকুদিন পায়ের
 পদে বসিবে তুমি পদেতে টেরুগ ॥ এন তি বাসিও দেশে মোখাইব মুখ ॥
 ই কামিতব স্থানে পেজার যে কথা । প্রাণনাথ করিমণ জামি মমীর হৃদয়
 গিয়া তোমার গাই শিকা দিবপরে । মাদ্রীদে কেহ সেম প্রেমনাহিকরে ॥
 গিয়া সে সেখানে লে কিরাইব পরে । অঙ্গুষ্ঠের মন যেন নাহি দেক পদে ॥
 গপে প্রেমের রূপে প্রাণে মরে যায় । তখাচ বারেক যেন কুলিগ, লা চায় ॥
 হাতে যনাপি কেহ বহুনিদ। কার । সদাপি দিহেনা স্তমি শুব। কহবে ॥
 ই রূপ পশুপতি বলিতে ২ । নয়ম আলোতে তসে লাগিবে হামিও ॥
 মিত্র ২ পুনঃ কহিতেছে বাণী । কন ওল, কন ওলো প্রাণের কামিনী ॥
 হকার ভাইরাইছ চান্না নাহি ভায়া । একবে কিহিছ হুপা করহ আমায় ॥
 হি কিছু নাহি চাই শুন প্রাণ বন । পদেদে মন যোরে দেহ কিছু বন ॥
 যখনেতে কথা আছে, বলহ আমার । হুগণীত জেনো আমি নিভাও তোমার
 বিধান তুমি জানি তুমি মান হম । কে কাহে আমার বল প্রিয়ে কুলসম ॥

অতঃপর ওই স্থানে করি হে মিনতি। কিছু অর্থ দিয়া দিদার করহ বৃত্তি।
 বৃত্তিতে ধনী তবে নিশ্চয় হইয়া। কণ পীরে করে কণ। সাধুরে চাহিয়া।
 যা করিলে প্রাণনাথ মিথ্যা কহুনর। আমার উচিত দেশের ভোমারে মিনত
 করি কপর্দক নাহি মন স্থানে। বুঝিয়া দিহিত বর নাহা হয় মনে।
 এতশুনি সাধু তবে কান্দিয়া দে তলে। তবে যে দিদার দেহ গুহে যাই চোমর
 সর্বস্বতোমারে দিয়া দেশান্তরকই। এরিখা তোমার নাম ভিক্ষাবরে হইয়
 এত বলি পশুপতি করিয়া হৃদয়। ডোর-কপিনী করিলেন যে গীতে বজর
 তদন্তরে সাধুতে শিহরি আরিয়া। বাটের বাসিন্দ হই আশ্রিত। কান্দিয়া
 পয়ার প্রবন্ধে তবে যদুনাথ কর। এ গুণের এই গতি জানহ মিসরের

পশুপতির অর্থের কারণ অকপে পূর্নক মোহনাজি।

পদ্যঃ।

তবে পশুপতি মন করিয়া বোধন। অর্থের যে গুণ তাহা কহেন বান
 হইতাকা তুমি কর সমসারন মন। তাহা হইতে মন হইয়া নাহি কিছু ভা
 জার। কি মনুর এম নসিহারি যাই। ইচ্ছা করে যদি। তা বইয়া বালাই
 আহা মরি তব গুণ সর্ব সাধ। কারণ হইতে পায় রূপার ভোমার
 যথা তপা মোতে বর গুণ। জামি যাই। তুমি যে পদ্যেরি কোক। বসন্তা
 এগার মোখেছে তোমার নাম কপর্দক। মোর কাছ নজা পায় বরন। তা
 জামি দার কাছে গান সেই হইল। মোর দুবর হই গুণে চান্দিল
 ধর্মাদি কহেতে কুমি বসন্তা পায়। তা সম বর আর গুণে পাশয়া তা
 বিপুলে পাইলেহর। তোমারে উদ্ধার। আম। প্রতি কিছু বরা হউর তোমার
 টাকা ২ বলি, তবে কার হই কর। বসন্ত হইয়া জানি জামি
 টাকার বর নাহি তার নাহি বসন্ত। তোমার মনে পিতামাহ। তবে সন্যাস
 টাকার কালে, তা হই মোর এম। দুব ২ বলি দুব কটে সেই গুণ
 শুনিয়া তোমার নামা সকল মোহিত। হৃদয় মনে দক্ষ মোর হইতেছে
 মাতুলের ছাড়াই। শুনিয়া বর। বসন্ত তোমার গুণ বিধি পরতি
 কসবজী গুণবতী। যা রামানন। তা বলি করে তার কপর্দক গর
 সন্যাসের মন। কুমি অর্থের মন। তোমার নামি বারো নাহি যাকে জামি কুম

ক্রমের কোনমু ক্রম, ক্রিয়াকে না পারি ক্রম, কোন ক্রমে নহে বোধোদয় ।
 ক্রান্তের থাকিরা বোধ, অন্তর করিতে বোধ, বোধের শক্তি নাহি হয় ॥
 ইহা আছে বোধ, গতি, ধর্ম কাম ক্রিয়া, গতি, গতির কার্য, করিলাম ফল ।
 যে জনা এ ভবে আসা, না পুহিল সেই আসা, ভরসা যতিন সমুদয় ॥
 জোড়ার মতিন কপে, মাসিরা অবনী তপে, মোহ নিজাবনে নিজা গিয়া ॥
 হারিলেম দুই কল, দেখিতে না পাই কল, এ অকল পাখিরে পড়িয়া ॥
 হইলেন কলপেতুল, নাহি কলি কলপেতুল, করিলাম পাণপূর্ণ কপে ।
 মাঝে দুলে হারাইলাম, রথ্য কাল হরিলাম, পরিণামে তরিব কি কপে ॥
 পথের লবল নাকি, কপেত লাবল, তাই, সে পপেত মাখি কেব হবো ।
 ভীষ সম পারাবার, কেমনে পাইব পার, কে আর আমারে পাচের লবে ॥
 দিগন্তে গিয়া, ———— জার, শিকর বিকট কাম, প্রকট করিয়া ভীম বেশ ।
 দিগন্তে গিয়া পক্ষে, কাল নাহি দেখি রক্ষে, আকর্ষণ করিমাছে কেশ ॥
 লিখ কর শিব-কর, নৈমিত্ত কপিব কর, কপাবের কপাকর করিণো ।
 এ ক্ষমতি সত্যজনে, সত্য হইয়া মনে, কপা কপে সত্যকপে এবে ।
 যে থান সে থানে রই, তোম ছাড়া কিছু নই, তোমাতাই সকলি পিছু ॥
 এত কপাব কারে, কে আর তারিবে মোরে, কপাবাদে কপেত, কপিত ॥
 তুমি গতি দয়াকর, দ্বিতীয় কে আছে আর, তব পারাবার কপে দার ।
 শরণ নিলাম পদে, রক্ষা কর এ বিপদে, কপা কপি কর তব পার ॥
 কলকালীন কপা সিন্ধু, দীন হীন জন পু, দয়াময় শুভেজি পুরাণে ।
 কতিপয় শিরোমুখ, দেখি প্রচু পদাশু, বিপাতে হিমেদে কপি প্রাণে ॥
 ক্রম-মরণ করি, সাক্ষ্য জাতি কপি কপ, কপন ———— কপি কপ ।
 কলিমে, ককণ কপি, পদাশু দিয়া হরি, এ যোত বিপদে এর পার ॥
 কলম, কলম-কল, মনোমধ্যে নাহি হয়, মনোপাশী কপেত, কপে ।
 কলিমে কপি কপে, গতি নাহি দীন হীনে, কপাবের কপে মিলপ কপে ।
 এই কপে, পাণপতি, দকল কপে জুতি, কপাবের কপে মনোমধ্যে ।
 কপি, কপি কপি, কপে কপে কপি, কপে, কপে কপি, কপি কপি কপি ॥

পশুপতির আবস্থার নিবরণ।

গদাচন্দ্রঃ

এই রূপে পশুপতি অনবদ্যত 'সম্পদ' লোচনে কাননে ২ ভ্রমণ করিতে
 আগিলেন। একে এই পশুপতি কষ্ট তাহে ভাবার জঠর কষ্ট বহোর কষ্ট
 প্রাপ্ত হওয়াতে, তখন সাধু পুত্র কোম উৎসাহ লক্ষ্য করিতেছি। পরিণাম
 পরিণামে ত্রিলা বাবসার অবলম্বন করিতে বসে হইলেন। নিবর্ত্তাধে
 ন্যারে লগ্নের ৩ বিধিদের দ্বারে ২ ভ্রমণ করিয়া যে কিছু প্রাপ্ত হইতেন
 তাহা নাই। বহোর প্রাপ্ততাগে এক এক তিনে বস্তু ও ভোজন পরিভোজ
 পিতৃ-মিত্র যোগে সেই বহিকহের নিচতারা। কল্যাদির পাত্র সমাধা
 পুত্রক তত্ত্বপরি শরম করিতেন। তৎকালীন তিনি যখনে যখনে এই রূপ
 হাওয়া করিতে লাগিলেন যে, হাঁহা কি অশ্চর্যের বিষয়! যে যত্ন
 কষ্টকে যত দুর্দশা ও কষ্ট কষ্ট সহ্য করিতে হইতকি কেন তথাপি
 কোন জাহ্নব কৃপা পরিচয় করিতে পানেন না। হ্যাঁ! পূর্বে আমার
 বিচিত্র পর্যবেক্ষণের আতি কষ্টে নিরা হইত, এবং যত চেষ্টা লক্ষ্য
 ইত্যাদি বহুবিধ উৎসর্গে সমগ্রী ভোজনে আমার মন মোহ হইত না।
 এক্ষণে এক মুষ্টি তত্ত্ব-লক্ষ্য প্রাপ্তে বিবেচনা হয় যে পদম নিদি পাইলাম,
 আরও শরমে শরীর দুলা দুর্দশ ও দিকপেক্ষিয়, তথাপি জীবন-ধারনের
 বিলম্বন বসনা আছে। হ্যাঁ! আরো ইহাও কি জুখের বিষয় যে ধরনী-
 মণ্ডলে জন্ম অদ্বৈতান্তর জনক ও জননীক যে রূপ কষ্ট দিয়াছি, এবং
 জঁহারাও যে রূপ কষ্ট সহকরে আমার বক্ষণাবেক্ষণে ও লালন পালনে
 নিযুক্ত থাকিয়া আমাকে এতদূর বৌবন মার্গে লক্ষ্যে পরিয়াছেন, কিন্তু
 আমি সে সকল এক কালীন বিস্মৃত হইয়াছি। আমার মত কৃতঘ্ন আর
 কেহই নাই। আমার মত নৃশংস এই ভূমণ্ডলে কারোও দৃষ্টিগোচর হয় না।
 হ্যাঁ! এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন হার। শ্রমেশে প্রত্যাপন করি। কোম
 প্রবাদের লক্ষ্য জ্ঞান ও জননী বাক্য অবলম্বন করিয়া দূরবহু জল
 গমন করিয়াছিলাম। আর কেনই বা বিজ্ঞানে কুলটার প্রণালী বিজ্ঞ
 সম্পূর্ণ ত্রিলা না করিয়াছিলাম, এক্ষণে কি কতব্য কিছুই স্থির করিতে পারি

না, কোন প্রকারে জীবন বিসর্জন দাননা হয় না। কিন্তু তৎকালীন তাঁহার
যে রূপ কলিত হইত তাহা উপস্থিত হইয়াছিল, যে তৎক্ষণাৎ তিনি বখাতার নিকট
বীরস্বার একান্ত-মনে যত্নের প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইতেন। এই রূপে
পশুপতি জানা মতো নানাবিধ আক্ষেপ করিতেন। এবং সাধুসকল সেই
পাপীয়াশী বাহিনীর অবগাহনের সময় অতীত না হইতে হইতে তাঁহা
জরনের দ্বারদেশে সপ্তায়মান থাকিতেন। যদবধি রমণীর উক্ত কৰ্ম সমাধা
না হইত, ও যখন কটীবা কৰ্ম সমাপ্ত হইত তখন অতঃপর প্রায়ই হইত, তখন
সাধুসকল আতি-গমনে বাহিত হইতেন। এই রূপ অবসার পশুপতি
জাতিতেও করিতে লাগিলেন।

একিংশ শতাব্দীর নবীন দুপাতি কাগজীকে আমি সমীপে ডাকাইয়াছি
আমি। পরিচয়, যে কাগজী যব কর্তৃক যে সাধুগুরুতর সাক্ষ্য গ্রহণ করা
হইল। অতঃপর এ সাধুগুরু এতৎ শূরণ করিয়া রক্তাক্ত পূর্ণক মিত্র-
দল বিদ্য, মহারাষ্ট্র প্রদেশ করণ, একত্র সাধুগুরু মিত্র দলকে নিজস্ব
সামক বদাগরের খাম ওয়াইল নাম লিখপত্র, বাগের মিত্র দল সম্প্রতি
হরণ করিয়া অত্র পরিচয় দানে প্রেরণ করিয়াছি, এবং যখন মিত্র দল
উদ্ধার সমস্ত অর্থ আদায়ের কর্তৃত্ব চাইয়াছে, তখন উদ্ধার প্রার্থনা
করিবার নামাওধ উপায় চিত্রা করিতে প্রবর্ত হইয়াছিল। এই কারণে
রাজ-তন প্রদর্শন পুরসের দ্বিভূত করিলাম। তথাচ যখন মিত্র দল
হায়ে অদেয় গমনোপযুক্ত হয়ে বাচিল। করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও
বিকৃত হইয়া পশিলেবে সমস্যার বেগধারণ পূর্ণক বর্তী হইতে বহির্গত
হইয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র একটি কাগজীকে বিষয় এই যে, উক্ত সাধুগুরু
প্রতি দিশ আমায় মান কাজী আনিয়া দ্বারদেশে লগ্নমান থাকে এমন
আনি উক্ত কাগজী সমস্ত মানস্তর অলংপূরাক্রমে গমন করি, তখন
প্রতিগমনে বাধ্য হই, কিন্তু কোন কথা বা অলং মান বিদ্যের উপস্থান
কর না, কেহ বা অলংকুল মিত্র দল এক দুই মিত্র দল কাগজে থাকে কিন্তু
উদ্ধার মান আমি কিছুই বোধগম্য করিতে পারি নাই। এতৎ শূরণ
করিতে উদ্ধার কারণ আনিতে সংকেট উদ্ধারিকাকুল চাইকেন।

মটবর-ভূপতির সাধুস্বতকে মিত্রালয়ে আনাটোয়ে দূত প্রেরণ ।

দীর্ঘ বিপদী ।

তদন্তরে মহীপতি, আহ্বানিত হবে অতি, ডাকাইল নিজ ভৃত্য গণে ।
 সন্দেশ সকলে হয়, বাহ সন্তে শীতলয়, বিলম্ব না করহ একনে ॥
 পূর্বে সেই সাধুপুত্র, করিয়া বাণিজ্য সূত্র, যম রাজ্যে ছিল বহু দিন ।
 অবশেষে প্রেম-বশে, মজিয়া কামিনী বনে, হইরাছে দীনের অধীন ॥
 নাম তার পশুপতি, রক্ততলে সুদা স্থিতি, এবে সেই করে অনুকণ ।
 করিয়া তার সন্ধান, আমি যম পরিণাম, এই যম শুনহ বচন ॥
 শ্রবণেতে দূত গণ, হরাহিত সন্তে দমন, সকলেতে সাধু অন্বেষণে ।
 লৈয়ে অস্ত্র কত মত, সকলেতে বাহ দ্রোহ, অবিলম্বে সাধু, সরিষামনে ॥
 দেখে সন্তে সাধুস্বত, অগ্রদ্বারা বিগলিত, বিদগ্ধিত ধূল্যে যে কাম ।
 কটিলে নাহি বদন, কেবল মাত্র আচরণ, লজ্জার্থে কিঞ্চিৎ তপ হই ॥
 তৈস দিনা কেশ-চয়, তাম্বরণ সপ হয়, তাহা হেরি সন্তে কুণ্ঠবস্ত্র ।
 তবে সন্ত দূত গণ, করে কত অনুমান, বসে এ কি সেই সাধুস্বত ।
 গুরে বিধি নিদাকণ, কে জানিবে তব গুণ, তব গুণ বর্ণনে অতীত ।
 কেহ করে রাজ্য ভোগ, কারোপক্ষে কুণ্ঠ শোক, করে কর রক্ততলে স্থিত ।
 এতেন মহিমা তব, তবে তব কত ভাব, অপনার ইচ্ছায় গ্রীহরি ॥
 এই যে সাধুর যত, পূর্বে ছিল ইচ্ছ মত, দর্শনে কুবেল পরিহরি ॥
 এবে সব পরিহরি, বিপীনেতে থাকে পড়ি, মরি মরি হায় কুণ্ঠ কতি ।
 আপনি সকল ঘটে, কত যে ঘটাও ঘটে, বুঝিবে কি সবে জ্ঞান হত ॥
 এত ভাবি দূতগণ, টেহা অতি মুরমান, সাধুর নিকটে গীয়া কয় ।
 শুন ওহে সাধুস্বত, আমরা রাজার দূত, পাঠানেন রাজা মহাশয় ।
 অতএব শীঘ্র করি, চল তুমি রাজ-পুরী, বিলম্ব নাহিক সবে আর ।
 শ্রবণেতে সাধুস্বত, টেহা অতি বিবাদিত, বলে বিধি কি দায় আচার ॥
 এক বীর মহীপতি, প্রত্যারণা করে অতি, করিবাছে সর্বদেহ হরণ ।
 পুনঃ ডাকে র রায়, শুনি গ্রাম নিহরায়, অবশিষ্ট যার ধূনি গ্রাম ॥
 অতএব দূত বর, ধরিরে তোদের কর, দেহ গ্রাম এই ডিকা চাই ॥

প্রাণ উল্লেখ এই আমি, খাইরে জনম ভূমি, বলে গিয়া সে যে হেতা নাই ॥
 এত শুনি দূত সব, বলে সে কি সম্ভব, তা-হইল প্রাণ রূপ নাই ।
 এক্ষণে চল হারা, নতুবা হইবে মারা, ইহার বিহিত কর ভাই ॥
 এত শুনি সাধুসূত, কান্দি কহে অবিরত, বলে কোথা হরি দয়াময় ।
 অরশেষে এই হৈল, বিপাকেতে প্রাণ গেল, দামের প্রতি কেন হে নিদাম ॥

বজ্রদূত তবে পশুপতির দৈশবের নিকট প্রাণম ।

পায়ার ।

তবে পশুপতি মনে পাঠিয়া যেতন। উষ্টকঃ শব্দে ডাকি বলে কোথা ময়াময় ॥
 এই বিশ্বম্ভারার সর্ব অধিপতি । বারেক রূপা-কটাক্ষে ছের মম পতি ॥
 কান্দি অতি অশ্রুপতি না জানি মাখন । তবগুণ বর্ণি প্রভু কি রূপে একম ॥
 হে মম অঙ্গণে তব বসিহত কে পারে । বর্ণনোত্তে বর্ণিতে সব বর্ণাবলি হারে ॥
 উপাত্ত মমোত্তে কিছু করি অনুমান । তবগুণ বর্ণি প্রভু হৈয়া সাবধান ॥
 নদীভীত বিধু ভূমি বিশ্ব বিবেচক । জগদ্রূপ নাম ধর জগৎ জনক ॥
 অবাক কর হে প্রভু মহিমা অপার । কত কোকে কত বলে কি বলিব আর ॥
 মনোরে করেছ শক্তি মনোবীজ করে । সে মন মনন তোমার করিতে না পারে ॥
 মনোর দিগন্ত গুণ অনেক প্রকাব । স্বরণ, দারণ, ধ্যান অতি মনোর ॥
 তপস্বীতোমারে মন আনিতে না পারে । নয়ন কি রূপে পাবে মন বারে হারে ॥
 সর্ব শক্তিমামি তুমি ব্যাধি চরাচর । ইন্দ্ৰিয় গণের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়াগোচর ॥
 অখিলের গতি তুমি অখিলের হার । মম প্রতি কিছু দয়া হউক তোমার ॥
 প্রণামি রূপা কর দীনে রূপা কর । অখিল দিকার হীন সর্ব মূলধার ॥
 কি রূপে সে রূপ তব বলি ব স্বরূপ । অক্লিষ্ট হৈয়া আমি অতি মত রূপ ॥
 হৃদয় হৈয়া আমি সর্বদা যে থাকি । ভাবিয়া না পাতি স্থির কি বলিয়া ডাকি ॥
 আমার যে মূঢ় মন না জানে মাখন । তথাহি আমার প্রতি হও রূপা বান ॥
 এক্ষণে বিপাকে পতি প্রাণ যায় হরি । দেহ তরি পদ-তরি তাই ত্রিফা কলি ॥
 তব মনোরাজ্য দেখি কর লাজ । যেন তৈমবারজ আমি ধরিয়াছে পদ ॥
 এক্ষণে বিন অতি দয় সাধুসূত । কুলের কাণ্ডারি হে অশ্রু বহে কুল ॥
 এইমাত্র পশুপতি কহিলে রোমন । যত বলে রূপা খেদ কর অকারণ ॥

পরমেশ পরাংপর জগৎ ভারণ । অস্তরেতে তাঁর পদ সেব অলুক্ষণ ॥
উহার মাঝে সব বিপদ উদ্ধারি । ভনে কেন ভাব মম বল ছরি ছরি ॥

পশুপতির রাজত্ববলে প্রবেশ ।

দীর্ঘ ত্রিশদী ।

ভূপতির রাজ দূত, হইয়া আনন্দ যুত, সঙ্গে মেনি শাবরে পাইয়া ॥
বার সতে কুল মনে, মানিকথা আসাশ্রমে, উদ্ধারি রাজবরে গিয়া ॥
হাতে দেখে দ্বারবান, কত শত বন্দান, কারে জন্ম সকলে শ্রবেণ ॥
বার অতিক্রম পেরে, নেত্রে শিরগণ করে, রাজ পুরা সোভায় অবশেণ ॥
কোন স্থানে পুরুষান, তরবারি পরশান, আয়ুকে পুত্রিত অস্থ ঘরা ॥
কোথায় করত করি, সাদুল উল্লু ক হরি, গাণ্ডার এতুতি বন-চর ॥
কোন স্থানে অগনন, আছে অশ্ব সুরগণ, মানাদেশ হইতে আনিত ॥
শেত পীত নীল জড়া, দ্বৈতিতে শ্রবর কি ব, মন্দুরা করিয়া স্মরণিত ॥
কোন স্থানে অবতরণ, করি কোকিল হংস, কপোত আদি মেঘচরগণ ॥
শিপি শাঘা শুব সারি, বসে আছে সারি সারি, মনুর অরেতে হরে মন ॥
জল-চর জলে চরে, কেলি রমে প্রেম ভরে, দেয় সতে মুখে মন্তরণ ॥
ময়ূর ময়ূরী গণে, কলীড়া করে কত স্থানে, উল্লাসেতে হইয়া মগন ॥
এই রূপ সাধুগত, হেরিয়া যে কত শত, উদ্ধারিল রাজ সরিধান ॥
সমাগত কত জন, আছে বসি অগনন, রাজার সভায় দিব্যামনে ॥
বখোজিত সস্তান, করে সাধু অলুক্ষণ, স্মারিত কর দর পুটে ॥
শুনিয়া সাধুর বাণী, করে সঙ্গে কান কানি, বনে এ সামান্য নহে বটে ॥
যেন অগ্নি পাংশ প্রায়, আচ্ছাদিত বোধ হয়, সেই রূপ ইহার বুরতি ॥
এত ভাবি নরপতি, বসিতে যে অনুমতি, দিল সাধুস্বতে শীঘ্র গতি ॥

পশুপতি ও ভূপতি উভয়ে কথোপকথন ।

গদাছন্দ ।

উপহর নটবর ভূপতি পশুপতিকে সম্বোধন পূর্বক কহিতেছেন, হে
বাপু, তুমি কোথা কোথা পরিভ্রমণ পূর্বক মম রাজ্যে আসিয়া একান্ত
হরহর জমণ করিতেছ, এবং তুমি সত্য পুত্র ॥ এতৎপূর্বক

পশুপতি কহিলেন, মহারাজ শুবণ ককণ : নীলাচলের অন্তঃপাতি নীলাচল
 তথাঃ নীলবহু নামক সদাগর বসতি করিতেন, এই হতভাগা নরাক্ষয়ী
 তাঁহার পুত্র। বিবেচনা হয় আমার সমুদ্র নৃশংস মনুষ্য এই ধরণীমণ্ডলে
 জন্ম কেহই নাই। এই কথা বলিতে ২ মাধুসূতের নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা
 বিগলিত হইতে লাগিল; এবং শোকাভিমুখে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ
 এক্ষণে এই রূতধ্বের পূর্ব রক্তাক্ত বর্ণনান অকুর না হইতে ২ চক্ষুদ্বারে বক্ষপল্লব
 আঁজিত হইতেছে। অতএব আপনার নিকট রক্তাক্ত পূর্বক প্রার্থনা করি
 তেছি, যে এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করণ, এবং ইহা অবগেই বা আপনার
 কি সুখোদয় হইবেক, কেবল আমার দুঃখরূপ তরঙ্গ প্রবল হইয়া
 উঠিবে; তথাচ যদিও আপনার শুনিবার নিতান্ত বাসনা থাকে তবে
 প্রশিধান পূর্বক শুবণ করিতে আজ্ঞা হউক। যৎকালীন আমি বাণিজ্য
 কার্যে নিযুক্ত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হই, তৎকালীন মদীর গুহ-
 জয়নরা এই উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন যে “ভূমি যৌবনের অকুর সময়ে
 যৌবন-বিদেশ-যাত্রা করিতেছ। দেখিও যৌবন-কাল অতি বিষম কাল,
 যৌবনরূপ অরণ্যে প্রবেশিলে মনুষ্যের বন্য পশুর ন্যায় ব্যবহার হয়, ও
 তৎকালে হিতাহিত বিবেক শক্তি থাকে না, এবং উক্ত কালে কাম
 ক্রোধানি রিপু সকল কি তরানক রূপে প্রবল হয়। বিশেষতঃ কাম রিপু ঐ
 কালে রূপীত বিষয়ের ন্যায় পুণঃ ২ দংশন করত মনুষ্যদ্বয়ের শরীর ও
 মনকে অহরহ দগ্ধ করিতে থাকে, যে ব্যক্তি যৌবন কালে ঐ দুজন রি-
 পুর নিতান্ত বসিত হইয়া, সে আপনার অমঙ্গলের দ্বার আপনিই খুলি
 করে। আর কত শত ব্যক্তি এই দুর্ভাগ রিপুর বসিত হইয়া অবলা পতিব্রতা
 প্রভৃতি চিত্তাশ্রমিণী হওত পরিণেবে আপনার সর্বস্বান্ত করিয়া তদন্ত
 হইয়া অরলবনে কাটা হয়, ও নামাধিহ মামসিক এবং শারীরিক ক্লেশ সহ
 করে। কত ব্যক্তি এই রূপীত রিপুর বসিত হইয়া অবলা পতিব্রতা
 প্রভৃতি বিশেষগামিনী করিয়া তাহাদের আজীবন অজনের মনে যন্ত্রণার
 বীজ রোপণ করিতেছেন, অতএব তুমি সেই যৌবন যোগে পুত হইয়াছ
 এক্ষণে তোমার অরহ বিদেশ-যাত্রা বিধের নহে”। এই রূপে কহিলেন।

নিষেধ করিয়া পরিশেষে উক্ত বিষয় মুশিকার কারণ এক বিজ্ঞ স্থানে
নিযুক্ত করিলেন। তথায় কতিপয় দিবস উক্ত বিষয় শিক্ষা করিতে লাগি-
লাম, অবশেষে কিছু 'শিক্ষাবশিষ্ট' থাকিতে ত্যাগ করত লাগি-
জ্যার্থে যাত্রা করিলাম। হায়! একদেয় কি সেই উপদেশের উপযুক্ত
বিপরীত কল আমাকেই পথপামী করাইল? এবং আমিই কি
সেই ভয়ানক রিপূর প্রথম লগ্না হইলাম? হায়! আমি এত ধরনী-
মণ্ডলে জগা গ্রহণান্তর কি কি কুকার্য না করিয়াছি, যখন জন্মনার জঠরে
বাস করিয়াছিলাম তখন সেই পবন কাঞ্চনিক পরমেশ্বরের নিকট বাস্কা-
কুল-ময়নে বারবার প্রার্থনা করিয়াছি, হে অগদীশ্বর, যেম আমায়
জঠরাত্যন্তরে আর স্থান দানের অনুমতি না হয়। কিন্তু ভাবনা দর্শনমাত্র
সে জঠরের কঠোর স্রবণা একে দায়ে বিধৃত হইয়া সাংসারিক রূপে
আশ্রিত আছি, এমন সময়ে সেই ভীষণাকার কামরূপ পিচাস আসিয়া
উপস্থিত হইয়া মদ্য মনকে এরূপ বসবস করিয়াছিল যে উৎসবের সজিত
তাহার পশ্চাৎ ধাবমানে হইলাম, এবং তৎকালে গমনের এরূপ প্রাধীয়া
হইয়াছিল যে পূর্বের হিত-কব গুণজন্য হিতরূপ শঙ্কল এক বারে চূর্ণ-
য়মাত্রা করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ কিয়ৎ দূর গমন করিয়া বোধ
হইল যেন পদম রমণীয় সোপান শ্রেণীতে উঠিতেছি। এক বার তটাক
নিষ্কোপ করিতে সোপানের নিম্নভাগে দর্শন লইল, যে কতকগুলি উলজ
ও কতিপয় হস্তপাদাদি বিহীন দীন-দরিদ্র হাহাকার গর্ভে রোদন করি-
তেছে, কেহ বা ক্ষুধা তৃষ্ণার বিকলেন্দ্রিয় হইয়া অন্য পণিকের নিকট
উদয় ভরণের মাচিঞা করিতেছে, কেহ বা তাহাদের অখিল কণ্য সম্পূর্ণ
করিবার আশয়ে করপুটে দণ্ডায়মান হইতেছেন। এতদৃশ্যে তাহাদের
সম্বিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমাদের এরূপ দুরবস্থার কারণ
কি? তাহাতে তাহারা রোদনভিযুখে প্রস্তাব করিলেন, "যে আমরা বিপুল
অর্থসংগ্রহ পুঙ্কক এই আমোদ-জমক সোপান শ্রেণীতে গিয়া কিয়ৎ
কাল বসতি করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন সমুদায় অর্থ ব্যয় হইল তখন নামা-
প্রকার তিরস্কারের সহিত নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলাম, এবং পতিত হইয়া

হস্তলাভান্নি আর সে রূপ আবিভাব থাকিল না, তখন কোন ব্যক্তির
 নিকট ~~কোন~~ কৰ্ম সমাধা ন পূৰ্বসর উন্নয় পোষণ করি এমত কাহারে
 বিশ্বাস ~~করা~~ হইল না । এত পুরণে আমি কিয়ত চিত্তে কবচেশে
 কল্প সংস্থান পূর্বক ভাবিতে লাগিলেম, যে তবে আর এ পথের পথিক
 হইব না, কিন্তু এমত সময়ে সেই পাপ রূপ পিতামহ আসিয়া আবধাব ।
 স্বীয় মনকে প্রবোধ দিয়া কেন আমার বোধোদয়ের, হস্তধারণ পূর্বসব
 পূৰ্বকার সেই আনন্দ-জন্মক শূণ্যে আয়োজন করাইল। কিন্তু ভ্রমেও
 কখন মনঃমুচ্যমন পশ্চাৎ পতিত জন্মগণের অবস্থা আর মন
 পথের পথিক করিতে পারিল না। এবং আমিও পশ্চাৎ এক গিরাইয়া
 দৃষ্টি করিলাম না যে পরিশেষে কি হইবে। অবলীলাক্রমে তথার উপস্থিত
 হইয়া স্বীয় সম্বলিত অর্থ কর্তৃক কিয়ৎ কাল পর্যন্ত আনন্দ উৎসবের সজ্জিত
 কালান্তিপাত করিলাম, পবিত্রার্থে অর্থ বিহীন হইব আমিও সেই রূপ
 অবস্থায় পতিত হইব। এক্ষণে তৎ-প্রতিকল ভোগ করিতেছি, এই রূপে
 আমার জীবন দশাই বিলুপ্ত হইয়া উঠিল। হায়! এই ক'ল ৮৯ বৎসর
 আমার মিরতর পরিবর্তিত হইতেছে, আমার যে কাল গত হইয়াছে তাহা
 আর কোটি ২ সুবর্ণের দ্বারার বা শত ২ অনুশোচনের দাবায় কিনাইতে
 পারি না। কেবল বিষয় চিত্তে ও দীন মননে কাল হরণ করিতে হইতরক,
 হান! আমি কি নিমিত্তে এক ব্যতিকার জন্য তাহার মহিম ব নিদেপবাণি
 হইলাম না, এবং কেনই বা তাহার বিজ্ঞাপন শাস্ত্রের সজ্জিত পরিচয় রূপে
 বর্ণিত জন্মদোষগী হইয়াছি। এক্ষণে কেবল অনুতাপেব অকুর মন
 হইতেছে, পরিশেষে আনন্ড বা কি হইবেক। হায়! কি উপায়েব দ্বারার
 হইব জগৎপিতার বিন্দুটি কোথায় হইতে নিষ্কৃতি পাইব। এবং যৎ-
 কালীন মননের দিন তিমীচর আশ্রয় করিয়া সেই মনর প্রথর বিকট মুক্তি
 কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কাহার অরণাগত হইব। হায় রে!
 জগৎ মন কেন শেষ দিবা না জায়া। এই সকল কৰ্ম করিতেছ, এক্ষণে সেই
 পশ্চাদ্ভারণ রূপে রূপ কারণ যিনি প্রতিস্থিত প্রলম কঠক তাহারি রূপাক
 রূপে অরণগত। এই বলিয়া কতিপয় সংগীতের দ্বারায় জগৎপিতার
 কণাসুবাদ করিতে লাগিলেম।

পরমার্থ সংগীত ।

রাগিনী বাগেশ্বরী ।—তাল ঠেকা ।

অনিত্য ধনের আশে নিত্যাধম হারাইলে । নিকট বিকট কাল এক-বার
না ভাবিলে ॥ লয়ে দারা মৃত ধন, মৃত আছি অনুগণ, তত্পক্ষে নাহি
যুগ, কুবলে শুধু চলিলে ॥ আম-কুন্ত স্থিত জন, কয় পায় প্রতিপল,
তেমনি জীবন জর, এ দেহ কলশে । অতঃপর সাবধান, যে অবধি থাকে
জান, কর আত্মানুসন্ধান, বিবেক সহিত মিলে ॥

রাগিনী বাগেশ্বরী ।—তাল আড়াঠেকা ।

আর কত দিন জীবে জীবে, অসার সংসার ভবে । মনে কি ভাবিয়াছ
জন্মনা বাইতে হয়ে ॥ মাতিয়া বিষয় মদে, ভর নাতি কর হৃদে, মদত
অনিত্য পদে, করেছ গমন । না করিলে স্থির চিত, না ভাবিলে হিতা-
হিত, আশু হবে কালাগত, কি নলে বুঝাবে । এই সে মাজিঁত দেহ,
বাহে সদা কর সেহ, সুখ আশে অহরহ, কর আকিঞ্চন । এবে হও
সাবধান, ত্যজ দত্ত অভিমান, এই যুক্তি পরিমাণে জ্ঞান পাইবে ॥

রাগিনী বাগেশ্বরী ।—তাল আড়াঠেকা ।

ধন জন যোবন কিছু না রহিবে । কেবল নিত্য স্মৃতির বিরাজীবে ॥
সংশোভা পরিচ্ছদ, সুচাক উরু প্রাসাদ, কিছু দিন পরে জ্বল, ধরণীতে
লুটাইবে । এহেন জানিয়া মন, তজ সত্য নিরঞ্জন, কর জ্ঞান দিগ্ধ-
মান, বদবধি আছ ভবে ॥

রাগিনী বাগেশ্বরী ।—তাল আড়া ।

কত নিদ্রা যাওরে মন হয়ে অচেতন । তিলেক না ভাবিলে যে নিকট
মরণ ॥ বিষয়েতে সদা রুত, স্বপ্ন দেখে কত মত, যদি চাহ নিজ হিত,
ভাব সত্য নিরঞ্জন । মায়াশিশি হৈলো শেষ, কি করিবে অবশেষ, জা-
গিয়া যুগ্ম এই কিমের কারণ । উঠ ২ মম মন, উদিত জ্ঞান গুপন,
ঐ দেখ ডাকিতে ছ বিহঙ্গ শমন ॥

রাগিনী টেরী টেরী ।—তাল একতাল্য ।

ও মন মন গেল দিন গেল । যে আশায় আসি তবে সে আশা ফুরাল ॥
এসবক ভরি সৈয়ে, তাপনি কাণ্ডাবি হৈয়ে, বাঁশজোঁ বাঁজিত হনি,
দাঁড়ি কলি ছুঁজন প্রাণ, কপালে মন হু-জমারি, তাহে আবার তুই আন
হি, হাল খরা জাজেন, তাহে ॥ বন্দ্য দূরে এই জন, নাতে মন
ফুরাল, কি বলে, দুইবারে বেল, শব্দে মগজনে । কি বেপার দাঁড়ি
তাই, কিরে কানার সংগতি নাই, পাঁচ ছবি কাট দিয়ে দোহাই, মগজ
তাইরে বল বল ॥

রাগিনী রাগেশ্বরী ।—তাল আজোঠকা ।

কি চিন্তায় নিমগ্ন হৈয়া, তল চিন্তা ভাবয়ে ঘন ; সবাক্স বঞ্চনা হব
হবে আসিরে কাল শমন, কোথা বদে প্রবিশ্য, কোথা রহিরে প্রণয়,
আমাতা বন্ধু বাজব এই সমুদয় । মে অঙ্গে সতন কর বসন ভূষণ পর,
হবে শোবে শূলি মার, যনে প্রাণোবনাশন । শমনের মন য় দারি, অ-
নিভা জেনো সকলি, নিত্যময় সত্য স্বেদল, সেই মনসার : যবে মগ
শনিবার, ভাবনা করনা তার, অন্যার সংসার মার, এবে আছ অকারণ ॥

রাগিনী টেরী টেরী ।—তাল একতাল্য ।

ভবে ভ্রান্ত মন হৈওনা । এসার আশে রিপু বসে কুরাসে মজনা ॥
বিষম দুর-কাল, পাতিয়াছে মারিাজল, সৈতাব মন পরকাল, কাল
নিষ্ঠারিতে । সাধন কর এখন, মনসার মনসার, পাঁচিবে উপায় কোনা,
দুইবারে ভাবনা ॥ দাগে মত আদি, তাই অতিলাস রত, প্রাণ
নয় তব মত, মনসারে বিদিশা । অজপা কুরাসে মনে মে ভাবের প্রা-
ভার মানে, শূন্য দেহে পদ্য দেহ, মেহ কেউ মাগেনা ॥

नमो देवेन्द्रभक्तिते ।

মানুষের কামিয়ার নিকট গাইবার কাঠের বাজারের পাঁচটি

୫ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ :

4/2/71

এই কণ্ঠ জাদুস্তর পাঠ অক্ষুণ্ণ। কারণে মন্ত্রস্থল মন্ত্রস্থল মন্ত্রস্থল
তদন্তরে ভূপতি হইয়া সজ্বর। মাশ্বত্রে বমাইল আমায় মন্ত্রস্থল
বলে শুন শ্রুতি আমায় বল। তবে বাক্য শ্রুতগোষ্ঠে প্রবেশিত মন
অতঃপর তব প্রতি, আমায় মন। যা প্রতিবে তাত আমায় প্রতিবে মন
বল দেখা দিলে তব মন অতিশয়। তাহা দিয়া আমি তব প্রবেশিত মন
অবগোষ্ঠে মনস্তত্ব বহিষ্ঠে বচন। জ্ঞান দিলে প্রবেশিত মনস্তত্ব
তবে যদি জ্ঞান করি হইলে মনস্তত্ব। এক জ্ঞান দিলে মনস্তত্ব
এক দিলে মনস্তত্ব আমি কামিনী আশ্রয়ে। আমায় মে মনস্তত্ব মনস্তত্ব
এই মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। ইহা তিম মনস্তত্ব মনস্তত্ব
শ্রুতি মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
হায়! কি মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
এত মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। তাহারে মনস্তত্ব মনস্তত্ব
কিন্তু কিছু অবশ্যক আছে আমায়। সে মনস্তত্ব মনস্তত্ব
শ্রুতগোষ্ঠে মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
তব প্রতি অনুমতি দিতে মনস্তত্ব। এক জ্ঞান-মোদ তোমার তাহারে মনস্তত্ব
এই মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
শ্রুতি মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
জ্ঞান-মোদে মনস্তত্ব মনস্তত্ব। তাহা কি করি আমি প্রবেশিত মন
বাক্যে দিলে আমি তাহার মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
এই মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
শ্রুতি মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
এত মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
এই মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব
এই মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব। মনস্তত্ব মনস্তত্ব মনস্তত্ব

কোমরতে এক দিন তাহার সংঘটি । মনোরথ পূর্ণ তার করিরে সুবতী ।
দিবা অবসানে যখন রজনী হইবে । সোন রূপে যে তাহার নিকটে না এবে ।
শ্রবণে ভূত, ততে অবিলম্বে ধায় । কামিনীর সদনেতে বিবরিয়া কয় ।
ঈশ্বরে পশুপতি হইয়া বিদায় । ঈশ্বর স্বরণ কবি চলিল তবায় ।
রচিত পয়ার ছন্দ বহুনাথ বলে । নাহি জানি পশুপতি যায় কোন ছন্দে ॥

পশুপতি কামিনীর অদাস এমন ও গাভীকে উল্লিখিত করি

দর্শন এবং অনাথ রাজত্ববনে আগমন ।

বিপদী ।

করন্তবে পশুপতি, আনন্দিত হৈয়া অতি, চলিলেন কামিনী সদনে ।
ঈশ্বরে চরম করি, মুখে বলি হবি হরি, উপনীত রূপে সেই থানে ॥
মিথাক্ষ পশুপতি, ব্যস্ত হৈয়া রসবতী, অগ্রসর হইল তখন ।
এক প্রহর, এত দিন নিবন্ধী তব বন, ইল আমার জীবন ।
অদর্শনে অবিসত, তাঁর সদা কত মত, কব কত বিশেষ করিয়া ॥
এবে পাইসা দর্শন, হইল চরিত্র মন গৃহিত হইল মম হিয়া ॥
এ ধন সুন্দর যুত, হয় জুব-শাদ্যুত, সান্নিধ্য সেমা দাসী শ্রী ॥
এত বাল ধনী স্ত্রী, উদয়ে গ বসিতে কবে, হেরি সাধু কহিছে তখন ॥
মন বলি ও পাপিনী, স্পর্শ করোন নন্দী, তবে আমি কবি যে মিলে ॥
এক বার স্পর্শ করি, সর্বস্ব লৈয়াছ হরি, বাকি কেবল আছে প্রাণ বধি ॥
এবে বুঝি সেই কথ, করিতে কবেছ সাজ, অভিজ্ঞার তোর-লো পাপিনী ॥
এতক শুনিয়া বাণী, লজ্জিত হৈয়া অমনি, অগ্রে দাঁড়ায় গিয়া ধনী ॥
তবে পশুপতি বার, জাঙ্ঘিনার মাঝে গঙ্গা, বসিলেন সেই স্থলে গিয়া ।
তদন্তরে কামিনীরে, ডাকি কহে মৃদু স্বরে, বলি কিছু শুন মন দিয়া ॥
কামার সম্মুখে আসি, দাঁড়াও হে সুরূপসী, পরিত্যাগ করি নিজ বাস ।
এই মম আকিঞ্চন, নহে অন্য জামাপন, ইথে তুমি না কর নৈবাস ॥
শুনিয়া কামিনী ধনী, মনে মনে অনুমানি, এল দেখি বাতুল লক্ষণ ।
নৈলে কেন হেন মতি, লৈয়া রাজ্য অনুমতি, উল্লিখিত হেরিতে মনন ॥
এই রূপে ভাবে ধনী, নিরখিয়া কহে বাণী, পশুপতি হৈয়া তখন ॥

শুন বলি ও কামিনী, বিলম্ব না কর তুমি, সঙ্করেতে আইসহ এখন ॥
 নাহে যুদ্ধ যম মতি, আছে রাজ অনুমতি, যা করি করিব পালন ।
 যদিপি না শুন কথা, তবে আমি এই কথা, কর গিয়া ভূপ সন্নিধান ॥
 কারণে কামিনী তবে, মনোমধ্যে এষ্ট ভাব, কিবা লজ্জা আমাদের ইথে ।
 আমাদের এই তত্ত্ব, যদি কোম দেয় অন্য ব্যবস্থা হই তবে আমাদের
 একপ জীবন মনে, দিয়া সাধু সাধুনা, উন্নয়ন, হইল তখন ।
 কহিতেছে যত্নবান, কি আশ্চর্য্য, কি অজুত, দশ পদা হইতের রাখাম ॥
 হেন কর্ম নাহি দেখি, করিতে বে আছে বাকি, যা দশম পদেই মস্তান ।
 তদন্তরে পশুপতি, নিরগে কামিনী প্রতি, তিরে উদয় পদতলে ॥
 এই রূপ মগ্ন বর, হেরি সাধু তদন্তর, চক্ষু মীত বদন কামি সামান্য
 না কহিয়া কোন কথা, হয়ে অতি বিবাহিত, যাহার হস্তি পদ ২৩ ৥
 এখানেতে ফিতিপতি, অকি, দিয়া সাধু প্রতি, দুই পদে তত্ত্ব জ্ঞানতো
 শূনিয়া কামিনী স্থল, ভূতা কামি অবিকল, কহে দিবা ভূপতি সাক্ষাতে ॥
 শুন রাজা-মহাশয়, কহিবার কথা নয়, যে কর্ম করেছে পশুপতি ॥
 বুঝিলাম স্থির তার, বাতুলের ব্যবহার, মদমন্তরে দুইবার গতি ॥
 নৈলে, কেন হেন মতি, নৈল্য নব অনুমতি, উন্নয়ন করি কামিনী ॥
 হেরিয়াছে সর্ব স্থল, লোম প্রভৃতি সকল, কিন্তু যে পরে নাই তারে ॥
 কেবল হেরিয়া নেত্র, ভেদেছে আপন নেত্র, তদন্তরে গিয়াছে কোথায় ॥
 শূনিয়া ভূপতি বলে, শুন সব ভূতা দলে, পুনঃ তারে আনহ হেথায় ॥
 না বুঝি তারার কর্ম, অবশ্য আছে মধ্য, গন্তব্য যাহা শীঘ্র গতি ॥
 এত বলি দূতগণে, পাঠায় ভূপ যতনে, যার সাতে অতি দ্রুত গতি ॥
 দেখিলেক সাধুশ্রুত, অগ্রদূত বিগনিহ, প্রমিতভেদে গাইন কলনে ॥
 তাহা হেরি সর্ব জনে, ধরিয় অতি যতনে, আনিবেক রাজ সন্নিধান ॥
 তবে নটবর রায়, সাধুশ্রুত প্রতি কয়, বল শূনি কিবা বিবরণ ॥
 নৈল্যে যম অনুমতি, গিয়া কামিনী বসতি, উন্নয়ন করিলে কি কারণ ॥
 শৌকে যুদ্ধ সঙ্গতি, কেন তবে হেন গতি, কহ দেখি করিব ব্যবস্থা ॥
 রচিয়া দ্বিপদী ছন্দ, যত্বলে আমি ধ্বজ, নাহি বুঝি ইহার কারণ ॥